পুব আর ফুরোয় না

বারীন ঘোষাল

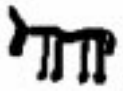

কৌরব প্রকাশনী

Pub Ar Furoy Na
Collection of Poems in Bengali
by Barin Ghosal
January 2015
Rs. 200.00
ISBN : 13-978-93-81856-17-8

প্রচ্ছদ : অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবি : প্রণবকুমার দে
গ্রন্থস্বত্ত্ব : বারীন ঘোষাল
প্রকাশক : কৌরব প্রকাশনী
অক্ষরবিন্যাস : জেস্ট
৭এ কাশীনাথ দত্ত রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৩৬
মুদ্রণ ও বাঁধাই : সাইবার গ্রাফিক্স
৩২/১ নৈনান পাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০৩৬
মূল্য ঃ ২০০ টাকা

‘নতুন কবিতা’-র উন্মেষকালীন চিন্তন কর্মশালায়
আমার সহযোগী কবিতা ক্যাম্পাসের বন্ধুদের, যারা
সঙ্গে না থাকলে এই বই সম্ভব হতো না।

চলতে চলতে চল তুলি পাতা পাপড়ি নুড়ি নোঙর আর জমাই

গত শতাব্দীর নব্বই-এর দশকে কবিতা ক্যাম্পাসের কবিতা বিষয়ক চিন্তন কর্মশালায় ধীরে ধীরে **নতুন কবিতা** ভাবনার উন্মেষ হয়েছিল। সে সময় কবিতালিপি চর্চার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আমার ব্যক্তিগত পর্যায়ের উত্তরোত্তর পরিণতির চিহ্ন রাখা হয়েছিল কবিতার যে বইগুলিতে সেগুলো এখন নিঃশেষিত। তরুণ কবিদের জন্য বইগুলি একত্রে দুই মলাটের মধ্যে রাখা হল পুনরায়।

আয়নশব্দ (date) প্রকাশকালে কবিতা রচনার তারিখ রাখা নেই। কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল ১৯৯০ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত।

মুখস্ত ডালিম (date) রচনার তারিখ দেয়া আছে কবিতার নিচে।

লু (date) রচনার তারিখ দেয়া আছে কবিতার নিচে।

১৯৯৩ সাল থেকে ২০০২ পর্যন্ত আমার তিনটি মাত্র কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছিল। আবহমান বাংলা কবিতার মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন এই নতুন কবিতাধারার চর্চা ও প্রকাশের সাহস আর ঝুঁকি নিতে পেরেছিলাম কবিতা ক্যাম্পাসের যেসব তরুণ কবিদের সাহচর্যে, প্রাণে আমার তাদের আসন রাখা।

বারীন ঘোষাল
জামশেদপুর, ০৬/০১/২০১৫

সূচি

আয়ন শব্দ ১১—৩৭
মুখস্ত ডালিম ৪১ —১১৩
লু ১১৭—২০৩

আয়ন শব্দ

প্রকাশক— কবিতা ক্যাম্পাস
জানুয়ারি ১৯৯৫
প্রচ্ছদ— শংকর লাহিড়ী

১৯৯৩, ১৯৯৪— দু'বছরের থেকে নির্বাচিত কবিতার সংকলন।
কবিতার শেষে রচনা তারিখের উল্লেখ ছিল না মূল বইতে।

গৌতমকে লেখা এলিজি

একদিন গৌতম
হিমবাহের মুখে আমার মাথাহীন টুপিটা একদিন
কাটাকুটি খেলার ঘরে ঝুলে থাকা কলম
মোটর সাইকেলে দুজনের মধ্যে আমি দ্বিতীয়জনকে বেছে নিলাম কেন

বরফ ভাঙার গোল শব্দ উপছে উঠছে হাসি
প্রজাপতির জন্ম কথা
পুখি
ফলে গাছ বলা হল
হবিষ্যি দিনের গাছ গৌতম

বৃত্তকে খুলে লম্বা পাট করা হয়েছে
এখন দুজনের দুটো প্রান্ত
সর্বদুধে শ্রেষ্ঠ ধানের বীর্য জানতাম
কুটতে কুটতে ঠাকুমার ঝুলি আমি খেয়ে ফেলেছি ভুল ক'রে
দর্শনকে দৃশ্য করে আনা শুঁয়ো এখন শূন্যের মাঝখানটায়
গাছ ও মাটি
একদিন পাখনা
আর একদিন গৌতম

সাঁতার শিক্ষা

আজ অভিজ্ঞতা নিয়ে ভাবলাম সকাল দশটা থেকে বারোটা পর্য্যন্ত। আমার ভাইপো ডুবে যাচ্ছিল, তখন। উচ্চকোটির সাঁতাকেন, হাই ফাই পাড়া। কেউ চলে যাবার আগে অভিজ্ঞতা এগিয়ে যায়। তাই বারে বারে ভাবতে হচ্ছে।

সামনেই মুখোমুখি ওর স্কুলবাড়ির কালার ছবি। ভাবো একটা সাতচল্লিশ ডিগ্রী কোসাইন কিরণ। নজর নিঝুমা। মাঝের পথে মাঝখানেই গাড়ির হর্ন।

আমি তো সাঁতার জানি না। তবু তল পেতে হবে দৃষ্টিকে। ধরো, তুমি উপুড় হয়ে শুয়ে আছো মাঝপথে। চোখে পরেছো সবুজ চশমা। জলকে স্থির করার জন্য স্থির হারপুন দেখেছো কোথাও। দশদিশার সমান চাপে পাগল। জানছো নিশ্চাপ সেন্টারের আরাম। ঘড়ি নড়বে না দশটা বা বারোটা থেকে। এই মেকানিকাল হুজুগে সাক্ষীহীন হল সবুজরত এক আধটা মাছ।
মাঝখানে গিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করতে হবে। গায়ের চুল নখ লিঙ্গ সব প্রসারিত করে ফেলতে হবে চাপ বাড়াতে, যাতে জলকে ধাক্কা মারা জলে না যায়, এবং মনে মনে ভাবতে হবে তার হাওয়ায় ভাষা জেঠুকে। এসব বলতে থাকি জলের পিঠে বেঁকে ঢুকে যাওয়া শব্দ-লাইনে।

ইট কাঠ বাড়ি এবং তেতলা থেকে মিহি পারঙ্গম সে ভেসে উঠল প্রাণপণে। ডাকঘরে এক অভিজ্ঞতা। অথবা চিঠির কথা ভাবতে ভাবতে। ধরো ভাইপো আমাকে জড়িয়ে ধরল।

হুমকি চতুষ্পদী

মাজা হামাম, চতুর-দশী, গয়না বিলোবার দরজা, হুমকি ও তুর্কী সিনান।
মধ্যজোড়া তান খেতে খেতে চলো যাই বিদেশ থেকে স্বদেশে। প্রতিটা
যাত্রা এরকম হওয়া উচিত চতুরাই বলে। যেমন ইতল চিকোর শেষে
থাকলে উচ্চারণ হয়ে ইত্তল চিক্কোর। লয়শেষের শালোয়ার নামিকা কুটুম
খুলে দেখালো ঘুন্‌সীতে বাঁধা তারা।

একটা ঝোরামহলের বাসিন্দা ঝোলা বারান্দা ভেঙে পড়ার আগের রাতে
উলটোপালটা স্বপ্ন দেখবেই তো। তার দরকার চারটে পা। ফলে সে
দু হাতকেও কাজে লাগাবে জমি ধরে রাখতে। বাইরে থেকে ভেতরে
সেঁদানো হুমকি মুহুর্মুহু, নড়নকাঁপ, নোনা জলের স্নান এক স্বপ্ন বিছানায়।

তখন মানুষচরা সুরে চতুষ্পদী ঘুরে বেড়াতে চাইছে কিন্তু পারছে না।
তারাকে বাতাসে ঘষতে চাইছে কিন্তু পারছে না। ভাপ প্রতিভাপ চশমার
বামকলায় জড় হতে চাইছে বেশী কিন্তু পারছে না। হাতে পায়ে চার।
হা হা। কার, কার বারান্দা হুমকির অপেক্ষায়!

অভিনয় কালীন শিশির

চৌকো তরল আমরা আগে দেখিনি আর
চার দেয়ালে আঁকা দেশবিদেশ
করিডরে শব্দ ছাড়া কোন মূর্তি নেই
গোল কষ্ টসোনা গাজি
বসোনা
জুড়তে থাকি সরল ছোট্ট ছোট
আমাদের পেট্রলিয়াদের

শ্রোণী থাকবে স্বপ্নদের শ্রেণীতে
দিনের বারুদ মানুষ কাদায় শুকনায়
সাইকেল চেপে সুকনা গিয়েছি দুবার
পঠনের পিছনে ভাবনা
বিট করছে

চাষার পো মজুরের পো
বিবাহশেষের মামলেটগু হায়
ওগরাচ্ছে নেতিবর্ষা
ভেজায় ভুলে
সারাদিন অন্নদৃষ্টি
ছবি উঠছে না কারো

মুষিকের পথ
মুষিক নামছে না

ভয়

নাকা মানেই তরল চৌকি
আগুন লাগিয়ে ব্রাশ ধুয়ে রাখা হচ্ছে

পতাকা
দেয়াল

হাওয়া না থাকলে দুলছে না
দৃশ্যত প্রতীকহীন ধান আর চিমনী একই মলাটে

কমতে কমতে দেখি
খোঁড়া বেলুনগুলো স্বর্গে যাচ্ছে

দেখতে দেখতে ডকুমেন্টারি
দেখতে দেখতে চিত্ত ভাবনাহীন
ছবি
কাপুত
জলপান শেষের ছাত্রী কমলা হাতে দাঁড়িয়ে

তালমেল ওহো তালমেল ওহো বরফগাত্র
এসো ঋতুহীনতার শীতে
উত্তর স্টেশনে

খেলনা মাছের পাশে পুলিশ রাজার প্রতিবিম্ব
মাংস চাইছে প্রেমিকার
দেশ বিদেশ

গানান লেখা জিন

ব্রুম উনানের আড়াল। দায়মুখগুলো আয়ন শিশুরা নিয়ে যাচ্ছে বাজনায়। ঠান্ডা লোকশলাই ও পিকনিক ছাড়িয়ে খুনে বুড়বুড়ি ক্ষারে খসতে খসতে এক উজ্জ্বল সাঁতার। সংসারের তারা আমলই দিচ্ছে না বড়দের। রিলিফ দেখা ছাড়া আর কোন কাজ রইল না।

নানার মধ্যে এই ছকটা ছিল জিনে। মানুষ যা তৈরী করছে তা আসলের চেয়ে বড় আসল।

এমন কি বাচ্চাদেরও আজ নকল করছি গিয়ার হারিয়ে
বনে
যন্ত্র হয়ে ওঠার সমস্ত গুণে আশনাই

গতিসীমায় আয়নশিশা তিগ
আমি ঝন্‌কে তাকাই
পর্ণপাখির পালক
জল জলবায়ু কণ্ঠ কায়ার এই বসন্ত

ঝরা আর ওড়া সমস্ত অর্থেই কাঠকুড়োন কাজটি লেগে আছে বয়সে। আঘাত করলেও ভাঙতে ভাঙতেও পাথররা গান গাইছে। এবং গাছেদের মধ্যে যারা স্বয়ং গাছ। পোড়ারেখা ধ'রে ফিরে আসছে ছোঁড়া হাওয়ার জন্মকাল। আয়না ভাঙলে আয়না দাঁড়াচ্ছে আবার টুকরো মিলিয়ে। আয়ন থেকে নতুন আয়নগুলোতে অঙ্কের দাগ এবং বুদ্ধ।

স্থির জ্যামিতির গৌতম
গতির গানান
তীব্র রেখাগুলো পরকলায় এগোতে থাকে গিয়ার ছাড়াই
আর জিনের মধ্যে তালিমছিন্ন প্রাকবসন্ত

চাষ দুচাষের মাল্লা আজো গান গাইল ওই বসা-কে। ক্ষুদ্রভাবে খোদাই শুরু হল। মনে মর্মখোসা ছাড়াতে ছাড়াতে সোজা ও উলটো গায়ে শান্তি প'ড়ে হাসা। মাটিতে প'ড়েও চলছে কুড়িয়ে আগুন দেওয়া মুজরো। দৃশ্য অখণ্ড থাক অখণ্ড দৃশ্যে। আসি বা যাই।

বাজনা শুনিনি তেমন ক'রে
মর্মখোস'া নিয়ে রিলেটিভিটি ও যুদ্ধের পরিধি
আজ উনানের কুয়োলাগোয়া নেশায়
শিশুরা গৌতম হয়ে যায়
যন্ত্রসংকাশে

ছেলে তোড়া

ছেলের সঙ্গে শেষ ঝগড়ার সময় লক্ষ্য করেছিলাম
দুজনের হাতেই ছিল লেত্তি
উড়নশৈলী
একান্ত মোরাম পরিবার
লাট্টুর গুঁজ সেই থেকে মর্মে বসে হাসছে
রোদ
পিলপিল করছে পরিধির ভেতর

সময়কে রোকা পক্ষাঘাত
আখড়াইতে মিয়ানো ভাইব্রেশন
কম্পন
মুড়কি মেধায় শিরা ফেটে যাওয়া লাল ফিলটার

এবং রোদধ্বনি
আর কে কে এফ আই আর করেছে
ছেলের বিরুদ্ধে কে
ছেলেতোড়া

অঙ্কন শিল্প

উচ্চতাহীন কাগজ ক্রমে আমার ছেলেকে ধরল পুরা ক্রেয়নের দেশে
রঙীন সৈন্য ডাস্টার একটা মলাট ছেঁড়া বই
লীলা সেময় করছে বিচেহারা
নিজেদের এবং খেলছে যুদ্ধ লাগার আগের খেলাটা
মেশিন প্রসবের ভূমিকাসুদ্দ এই গল্পের মধ্যে সহজে তুমিও মেশিন
শরীর পালটে কাণ্ডজ্ঞান হয়ে রইলে
হাফ গেরস্ত দুর্গে কফিনেও কফি কালারের জোড়াই খোঁজ

কাগজের পরের বারে দুইপ্রান্ত থেকে দাহ্য
দেখা যাচ্ছে বড় আগুনকে ছোটদের পাড়ায়
কফিনের দৈর্ঘ্য প্রস্থে একবার হাত পা আঁকা দেখে
আগুন একটু দাঁড়ালো
মিল্কি ওয়ে দাঁড়ালো
আমার ছেলে দাঁড়ালো তোমার হাত ধ'রে

কাটা হাত পা গুলোকে জড়ো করা মেশিন প্রণালী
অবীণ যন্ত্রক
মরাগাঙ
বিমূর্ত পথের দুধে ছেলে চরাচর
ক্রেয়ন কল্যাণ বনে বনে
সুলতা তোমাকে পেলে মেশিনের গান পেয়ে যাই

বহিবিংশের সনেটযুক্ত পঙ্‌ক্তি

মৃত্যুমৃদু ওহোরী বই আমাকে পড়ছো
বিংশকালের ভোজন সভায় বিস্তোরাঁ
গোলজলীয় পদ্যানো
কার্টুন মাছের মা-টি আমাকে পড়ছো
তুতুম আমার সাক্ষী দেখি মরানো কায় হাসছি
মালাবতী গাছের স্বয়ংক্রিয়
প্রোথন ঘনায় প্রোথন ঘনায় প্রোথন
স্ত্রীলিঙ্গে সম্মতি
শুচ্ছি আরে পুস্তকে পুস্তকে
আয়না ছাড়া বাড়ছে না তো কেউ
ছন্দে পঠিত পাছে গোলামের নিভিয়া কবিতা

হে পড়ছো প্রয়াত আমার বহি
সিপাহী সনেটগুলো ওয়াড়ের ফুলে
ফুলে ওঠা কয়েদহীন গাছের সংলাপে
অখণ্ড কীর্তন ও নাভিশ্বাস
যুবতী গাছে মাতৃতান্ত্রিক দ্রুম নামের কবিতা

মিষ কল্‌পো ভোজন

আর চিতার হাত পায়ে কত তফাৎ
তাড়া ক'রে এলে বা কাছে ডাকলে
মাথায় বৃষ্টির প্ল্যান আসে

তিন কঙ্কে রোদ বিবাহ লক্ষ্য করে তখন
এই প্ল্যান আমি কাউকে বলব না

জানেজা টোনা লগবগানো চশমায়
পড়ছে শতস্বরে বণিককুচিগুলো
একবার যে উদ্বাস্তু
যার সর্পে জ্যামিতি এল
নতুন মৃতে

দৌড় তাড়া করেছে হাতপাদের
আমি খাই অন্নদৃষ্টি আর খেতে খেতে দেখি
রিয়াল খাবারকে জায়গা দিতে সরে যাচ্ছে কঙ্কাল
মাটির ভেতরে
তাহলে নতুনরাও মরছে
তুক দীনাদীন হাত পা বদল হচ্ছে রোজ

সলিঙ্গ নিয়মশৃঙ্খলায় ছাপা শরীর
এই পৃথিবী এই অন্নবেড়িয়া
মিথ হলুদ অক্ষরগুলোয় দেখো
বই আমাকে পড়ছে

রান্নাঘর

কার্টুন মাছটি আজ কাঁদল না বঁটির সামনে
তাহলে জলও একটা মাধ্যম
সলিড বেঁকে শোয়া রান্নাঘরে
সোজা ঢুকে পড়া আজ সার্থক হল

শটকা গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে দম্পতির জীবন থেকে। মোগল মিনিয়েচার বললে তুমি কি বুঝতে ত্রিতলকে কিভাবে ইস্তিরি করা হয়েছে? একপাত্র সুলতা সরলমতি। রান্নাঘরে ঢুকে সে আর বেরোতে পারে না বিজ্ঞাপন থেকে।

বোনা ধারণার একটা কণ্ঠ জাগুক
যদি ফুল ফোটে তবে কার্টুন মাছটিও ফিরে পাই
আর কোটি কোটি রান্নাঘরের মধ্যে
ঠেলে সোজা করে তুলি আমাদেরটা

ওমনি কবিতা

ওমনি রোদ ধীরে ধীরে গজিয়ে ওঠে রসে
কোন তাড়াহুড়ো নেই আমারও
মুজরো বাগিশ মেয়েদের চিক পরোয়া ধ'রে
বায়ুহামা ইতে গন্ধদ্রব্যে
খাই

গুজব লোকাসে বসি
আর চোখের সামনে ধীরে ধীরে
হ্যাঁ?
ধীঈরে ধীরে বল্লীবাঁক আমাকে টানতে থাকে দূরে
পেন্ডুলামের মেটাল জ্যামিতি

খাই গুজব গুজবাণু রায়টের বাংলা কি যেন
কোন তাড়াহুড়ো নেই লোফার আমাকে কেউ লোফো
দেখি গান শুনি মুখ আর ছুঁই দামামা
আমি দামামা বাজাতেও জানি লোকাস চেয়ারে চালু সুরে

নয়াবারুদে ওমনিরোদ ইথারিও টেবিলমিথ জল
গান কোপানো রসি এবং ছোট্ট আমার স্পটালো দেশটি
এই শতকমিষ ফুরোবে না দূর ফুরোবে না গণিত গণিতা
খাওয়া জান কে যে ফেলে গেল

রানু এবং অণুবিবাহের দিনগুলি

তারপর ধরো উপরতলের পিওনহারা ডাক
জেন অনুরাগে পাচ্ছো তেজবেতারের কল
বোমায় আশ্বিন মাখা এবং ধীরে ধীরে
রানুর জেনডারে

তিনটে পকেটে গুঙ্গা সমুদ্রের চৌকো অ্যাটলাস
আর একটা মাথায় অন্দরপন ঘি
লুস্রোত কামাল করা ডাক
মানুষের দেশে দেশে রানুদের সন্তান সন্ততি

কুয়াশার অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে অবশ্য
মনে পড়ত কুয়াশার জল
বিজ্ঞাপন ও ভাঁড়পুরুষ
ধামাকা অণুকাবেলায়
অণু

কিঙ্কণে হিজড়ে অণুর থর্ব
এবং ছোট হতে হতে পরম উঁচানামায়
অণুবিবাহের দিনে রানু গাইছে
আমাদের স্টাইলে স্প্রিংগীত

ভাঁড়মে চাঁদের রেনবো

সইপাতানো রেলস্বরে
প্রাথমিক জলগুঞ্জন এবছরের
মুনমুন কথা
বর্ষায়ানরা একদম ওপরে আলোর মিডিয়া গোললাইনে
রাংতা সাজাচ্ছে গুঁড়ো জলের হ্যাপি বার্থডেতে
ভেজাগ্রামের উজ্জ্বলতম প্রতিক্লাউনটি
প্রথমে দৌড়ে যাবে রেলজোড়ার ওপর দিয়ে
তারপর ট্রেনের পা
মাড়িয়ে যাবে স্বর
আলোদের
আজকের মত শেষ দেখার জন্য বসে আছে গ্রামের খোকাখুকুরা

চোখে শোনা
রঙীন গন্ধ
রাংতার শেষ নেই
শেষ নেই রেনবো আকারে ক্ষণপাতনের
স্বতন্ত্র বধির নিংড়া হ্যাজাকের চূর্ণ ম্যানটেল
আবার আসছে বাজার থেকে

রিহার্সাল চলতে চলতে হারানো আকাশ
কারো অংশ নয়
গতিশীল সবটাই জড়মুলুকের জড়
ডাকে পাওয়া অগতির জোড়া ও টুকরো প্রায় জলের দামে
বাচ্চাদের চোখে আটকে দেয়া হল হাস্তো বায়োস্কোপ
স্বপ্নদূষণের ঘোলাভাবটা কেটে গেলে দেখি
অচেনা গাছ দাঁড়িয়ে ছিল অক্সিজেন নিয়ে
প্রতিক্লাউনের পাশে

ভালোয় ভালোয় কথা কথাময় হয়ে উঠছে
আমার কবিতায় সেক্সসিম্বলহীন নারী কেন যে আসেনি
বোঝা ভার
এসেছে অনেক প্রকার গাছ অনেক প্রকার খোকাখুকু
বৃষ্টি ধনুক
ফ্যাক্স
কোবোল ময়েশ্চারাইজার স্রাব
সাতটি আঁচড়ে জাগা নিতম্বার বধির সংলাপ
তুমিও সুলতা
রাত্রিজুন

কাঁপ
বাতাসমিল
আমি গান বলি আর চামড়ায় শুনি স্টিরিওফোনিক
ইন্দ্রিয়রা পরস্পর জায়গা বদল ক'রে খেলছে
মাঝে মাঝে শব্দহীন হয়ে পড়ছে যুদ্ধ
এবং গাছেদের প্রতি মানুষের ছোট মানুষের
অভিধানে ঢুকে পড়ছে এক একটা অসিদ্ধ পিকচারি
স্রেফ দ্বিরেল মিশেছে যানে ও ভাঁড়পোশাকে

একটা ভ্রূণ পাওয়া গেল
জিনজোড়াই-এর পুঁচকে সিমেন্ট কণা
কাটা পা একটা
খয়েরি হেডের পেরেক দিয়ে দেয়ালে গাঁথা ডেকরেশন
বাঁস্তন খামার
তোমার টুকরোগুলোও তুমি
মনে হচ্ছো

যেমন পরের পৃথিবীতে তোমার কোন মুখ নেই
পরের পৃথিবীতে তুমি আমাকে দ্যাখো

জুনকালিন
সমুদ্রে কোপানো জলে বর্জন দ্বীপে বর্ষায়
কলাময় ধনুস্পতি কালার গাছে
মানুষ মারা বধির ধান আমি রুইবো
পরের বিজ্ঞাপনে অনেকের ইলেকট্রিক মুন
পা দুটো যেখানে শেষ যেখানে জীবিত

বিষুববার

চোখের জল ওয়েল
বন্ধ করতে হচ্ছে খোঁড়া বিদ্যুতের কাজ
চালু অবসরে বস্তুদেরও অবসর হল
আমি না দেখলে তার হৃদয় নাচবে না আর
লুবিষুব তবু তা জলানো সাফ মাঠের বিজলী

সেলাই সিঁচাই আরো কত কি কাজ নয়নের
বন্ধ আছে কারখানার পুত্তলপ্রাণা গেট
জানালায় ভরা গ্রাম খবরের কাগজ পেয়েছে
দমনদিউ ইমপ্র্যাকটিক্যাল এই ছুঁড়ে দেওয়া
বয় বিষুব
পৃথিবী অনেকেরই তো থামে
মাথা যার ভরেছে একবার জানালায়

যে চেয়ারটায় বসে আছি খোঁড়া যাক তার হৃদয়
তার কাঠ কণ্ঠ ইলেকট্রন ও কাল্পনিক চেহারা
ছুতোরের মাথায় আর একজন নিত্য ছুতার ব'সে
ধরো লিখল একটা অবসরেরই কবিতায়
চেয়ার ও আমার মধ্যে সমাসহীন পুরনো বিষুব

স্বপনোগার থেকে চিঠি

জীববিদ্যা না জানলে আমরা মানুষটিকেও
লাল মালটি পায়ুমোড়
স্নায়ুভি
তারই পার্সোনাল শিকরাজি লেজার থেকে মুখ
স্বপনোগার থেকে পথে পড়া মানুষটিকে
ধরো তুমিই এখন কপিবুক
এক শেকল থেকে আর এক শৃঙ্খলে

জলদ্বন্দ্ব
চিড়ে দেখার পরেও পরীক্ষামূলক বাইনোমিয়াল ছায়াপত্র
গন্ত সীমেন নাবিকের চেপে ধরা তপ্তলিঙ্গ ও
জুড়াল দুধের সামনে ক্রোমোমান নখড়ায়
হেবায়ু হিউমেনী
মুরোদ ছেড়ো তার তন্ত্র
চিড়িয়াখানার বিকেলবার ঘাসে রাঙা বাজনা হাতে
কাঁধে ব্যাগ হয়ত ভোটুরে ওই সেল থেকে গোলাপ সেলুলোজে

যোনিওষ্ঠ অধরে ফারাক করে চলে যাচ্ছে রুমালি কবিতা

শারীরিক নুনের অংশে খিদে পেয়েছে কারো
স্বপ্নবন্দী কারো মুখে ঠিকে সোপগানের শেষ নেই
আশ্রমী হেঅনস্নায়ুমালা
অথবা তোমারই বিদ্যার বই পড়েছো খাম্‌চে

গ্যালারি ফোরটিন

রটম নানাবতী
কায়পুণ্য বাহবার ফুলকা ফিলটার পরাজলে
পথনাটিকার
যেমন তেমন শো না বেটি যেমন তেমন শো

রটম নানাবতী
ধুলোর মধ্যে ভয় দেখাবো না আর
স্বচ্ছন্দে
চোদ্দ দেবতার ঘাড়ে পুরনো বাড়ির তিন মাথা
গ্যালারি ফোরটিনে

প্রেম কি দক্ষিণ বসন্ত ছাড়া আসবে না
হলদিয়া দীঘায় যাবে অয়েলি বেড়াতে
কোঁক না ফোক
বছরভর রটম নানাবতী

জিয়ো
মাছপাখি
উজার হবার পরে আরও উজাগর
নাস্বপ্ন ফ্যামিলির গ্যালারির
ওজোন আঁকিয়েরা

রুমালি কবিতা

সে বেটও নেই সেই মানুষও নেই আজ
মুর্গালড়াইয়ের মাইম এবং লালছুরি
ভোরের প্রাকৃতিক কাজকম্মো দেখতে পাচ্ছি ঘুমমুন ছাড়িয়ে
রাসায়নিক ধানে আজ সাতসতেরো ভ্যালেন্সিয়ান শাপজল
গতরসুখা মুই
দমে মুছছো সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া

ভওঁরতলায় আমার দুটো জানালাই চঞ্চল
গৌতম ও বিজন নামের
ভাল্লাগাটুকু দিনযাপনের মিশঅংশে হাত ঝুলে হাসছে
রেটিনায় সবুজ ল্যামিনেশন মুখে ব্রাশ

রোজ কি একই কাজ করতে হবে
পর্দার এক পাশ থেকে আর এক পাশে
ঢেউচারীনো নিঃশ্বাস গুলে
বকাবলি গড়বড় করবে ছাদমোকামের চলসিনে
ঐতো করছে এবং সবই দেখি সবজি আনখাই

ওড়াবলের ফরমুলায় বৃত্ত ছবি ওরা
সময় যন্ত্রে ফারাকমন যেতে জানে না দূরের মনপথে
ক্লোরোফিল পেরোতেই জানে না কবিতার মধ্যে
কবিতা যেভাবে পেরোয়
গৌতম নামের জানালাকে বিজন এবং
বিজনকে গৌতম বলে ডাকলে
শিকের ইলেকট্রনরা ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকে
রুমালি কবিতার ভৌত রসায়নে

মাইক পাণ্ডের কমল

রণের জন রণটা কোথাও নেই
কোথায় সেই মানুষ যে পথে বসে না
অম্বুরি মেঘে নমুনার ছলে আষাঢ়ে রনসন
ছেলে? ও তো ডুবকি রঞ্জন

ঘাসীপাড়ায় বাদাড় ফাদারশিলা
নড়বে না মাইকপাণ্ডে কমলের
দি লাস্ট মাইগ্রেশন সন্তপায়েল অ্যাসিসি
হ্যাট সোনাদই সোনা! উলটে দিয়ে
মাথায় রাত্রিমাটি সবার মাথায় রাত্রিমাটি
উজ্জ্বলো করো হে
জীবেদের দ্বিপদ খাবারে
হাতি ও না ছেলেমেয়েদের ভালবাসি
শেষ পরিযায় বিজনা যুদ্ধিক
মতামত দিনে কোননা

সিক্সথ সিম্ফনী

আমি মরি তোমাকে ঈশ্বর
মাথাটি আজ অভুক্ত
সময়স্পর্শ করেছে

যৌনগা ও রোমে
কলকোয়াল গুণকারী উল্‌সে ওঠা নিখাদ বিশ্বাসে
এ মেহন
কড়িতে গাওয়া গানগণের সাপ্তাহিক সান্ধ্যমেল

এছাড়া চেতনায় কোন ইন্দ্রিয় নেই
সময় স্পর্শ করেছে
জলের ছয় বলক ও আমাকে

সামনে বলকারী চশম বধির স্বাদ ও গন্ধ জুতো পড়ছে
মাথায় অভুক্ত
এ আমার গৃহযুদ্ধ স্থির কবিতার ভিতর্কবিতা

মোষ তারকা দু বার ক'রে দুবার দেখা জেনারেলি
আর শিশুকান্না ঈশ্বর
মরি তোমাকে

যেন লেখাই নেই শব্দ
যন্ত্র নেই বাঁধা
সুলতার স্তনবৃন্ত নিজেই ফুলে উঠেছে স্নায়ু থেঁৎলে
আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে চেতনায়

নাইট রেইন

অন্ধরাতের বর্ষা গলাচ্ছে এই গ্রহের মুকুটকে
বৃষ্টিচোঁয়া মুখের ভেতরেও অনেকবার চাঁপা অলখ
যাত্রাশেষের কম্পনে সিওর কাঁপুনিগ্রস্থ
বাই রুহিতন কালি এবং ফুল তা থৈ
বেড়িয়ে ফিরল আমাদের জ'ন্মেই পাওয়া অক্সিজেন প্রণালী
রক্তের কোন দরজা নেই

মাটিসমষ্টির হ'য়ে কোন কথা বলতে হবে না
প্রান্তিক পাখাদের গায়ে বায়বিকতার লাট বিজলী
মুকুট মেশানো মাথার গ্যালারি ছবি
ধোকা দিচ্ছে ওয়েল্ডিংহীন বায়ু সাগরের মায়া সাজশে
লম্বু মেঘ লম্ফ এবং মানুষের লিখিত আলো
এক সরল সমকাম সেরে উঠছে জিভের বাজনা

শুধু অক্ষরেখায় মাথাটি
টিকিটহীন চোখেরই ইন্দ্রিয়দুলুনি ঘুরবে বলে ভেবেছে
বৃষ্টিতে হিমরক্তে
রক্তের কোন দরজা নেই

চিনি বিপনণ

প্রথমে জাম লিখেছিলাম। পরে মনে হল জামুন লিখলে মুন সংক্রান্ত একটা কাল্পনিক প্রতিভাস আসে। প্রতিভাস বলতে আমি ভাস্বরতার অ্যান্টি বা বিরোধীকে বুঝি। এভাবে নিজের সাথে বোঝাপড়া করে চলতে হবে। এমনকি কবিতা রচনার বেলাতেও। 'যুক্তিহীনতা' শব্দটাই ভেগ। সবই যুক্তিপূর্ণ এবং আবিষ্কারের অপেক্ষায়। এই অনবরত বোঝাপড়া যা প্রকাশ্যে নেই কিন্তু মগজাগারের চোদ্দনম্বর হরাইজন্টাল কুপে আছে যাকে পি-জীয়ন হোল-ও বলা যায়। সেখানে অমা-অমানিশার বদলে নকটার্ন— যেমন জীবনের একশভাগের এক মাইক্রোভাগ যৌবন উত্থানের সদৃশ বিশ্বের একশভাগের মধ্যে মাত্র এক মাইক্রোভাগ আলো! না। আলো নেই। অন্ধকারেই আছে। তাকে নকটার্ন বললে জোরালো হবে পঞ্চাশ বছর আগে আমরা বাংলাতেই দেখেছি জীবনানন্দে।

জামুন ছলাকা নকটার্ন উৎসভাগে
এত যে কে-বাইট জীয়ন হোল দাগ মারছি
তবু ভাষাকুয়ে লায়না
যে আমি ল্যান্টার্ন না ল্যাট্রিন বলব
কাকে?

বিজ্ঞানের ছাত্র না পেলে হয়ত নিজেকে প্রশ্ন করেই জানতে পারব শূন্য বলে কিছু নেই। সরলরেখা বলে কিছু নেই। বৃত্ত আসলে এক চতুষ্পদ। চারদেয়ালের মধ্যে ন্যাচারালি আমি পড়তে দেবো না কেন্দ্র। বরং রিয়াল বৃত্তের দ্বিতল তেতালা থেকে আগামী ছায়ার বোমা

ভয়
বন্যজাম
তোমার সাথে দেখা হয়নি বাচ্চাদের স্কুলে
মৃত্যু জানে না সূর্জা সরলতা জানে না তোমাকেও
চারা ডিমের হাঁড়িতে আর হাত থামছে না
দু-ইঞ্চি মাথার মধ্যে শূন্যের অনন্তবাড়
ধীমানের স্ক্যান্ডাল সুগার

জগিং

রক্তচালিত হৃদয় আজ হাত পা ছাড়াই দৌড়চ্ছে আমার সাথে
মোটেই গোলাপী নয় টুনুপাম্পটির অবলাল ধনুষ টংকার
চশমা ফুল বিভাষ ও রঙীন সবুজ
ভাষা জানে না বলে হৃদয়ে থেমেছে
আন্তর্জাতিক বায়ু

মহাজীবনীর ছাই নামছে তৃতীয় বিশ্বে। রোগতড়িৎ নিদস্বপ্ন ক্ষুধায় ঈশ্বরের হাশিস করুণা শনিবার রাতে ডলারের দাম নামছে। মাছের ঘাই খেতে খেতে টিভির খবর ও তারাদের আনুমানিক পথসভার ব্লুপ্রিন্ট ছাপা চলছে সুলতার কোলে। কোলে কোন নতুন মাস্ক নেই। মানুষের গায়ের গন্ধে সুনাম চড়বে। এবং

আন্তর্জাতিক বায়ু
ভাড়াটে সৈন্যের গানে আবার কেঁপেছে

পরিযায়ী জীবন নিয়ে রিপিটেশনে ভরা এক আফ্রিকান ফিল্ম
শেখাচ্ছে পাকা দম্পতির যৌনজীবনকে
অ্যারোপ্লেন ও
গুঞ্জন
সয়ে গেছে এই তিন মাইল জগিং-এ

কাচের ঘণ্টা

জগিং শেষে বনবীথির অলগ কাঠামো
এই ভাপ্‌কি ভুলতে পারবো না
অশ্বত্থ বা নিম দেখতে দেখতে মাঝখান দিয়ে হারিয়ে যাওয়া রেলযাত্রী
খুঁজবো।
খুঁজতে গিয়ে ঝন্‌কামনা টমাটোক্ষেতের
লাগোয়া পেলো আমাকে
মৃত্যু গোলার্দ্ধ মৌচাক রক্ত বুড়বুড়ি
পাশাপাশি রংবার্ষিকী রুকে দেওয়া বর্কিতল
জনম জনম বায়ুদাগ ভরে দিচ্ছে সারানো হুইশিল
দম নিচ্ছে
লগ্নি উঠে যাচ্ছে সুলতা লেখা দ্বিতীয় ভুবনে
টমেটোমালার হাতে আমি নিজেকে গছিয়ে
খুঁজতে পাঠিয়েছি আমাকে
গল্পঘণ্টা না থাকলে বুঝতেই পারতাম না মাঠের
এবোল খাবোল
কাচগুঁড়োর একতা ছড়ানো শব্দ জগিং—

মুখস্ত ডালিম

প্রকাশক— কৌরব
জানুয়ারি ২০০০
প্রচ্ছদ— কমল চক্রবর্তী

অতিচেতনার যাত্রাপথে

ছুমন্তর

একটি বিদ্যুৎলতা আমাকে ছুঁয়েছে
লাগাতার শিহর লাগা ও আলগা
পুতুল খামেনের ঠিক সামনের পুতুলটা
এই প্রভাপূরণ নিয়ে আমি যে কি করি

অন্ধ মানুষের শব্দে চিরজীবি
পতনসংবাদের ফল হয়ে ঝুলি
মুদ্রণযোগ্য একটা হাসি দিই
নিরামিষ বাঘ দেখতে চেয়েছিলে যারা
পালিয়ে যাচ্ছো এসো কাছে এসো ছুঁই তোমাদের

সমস্ত শহর এসো সারাগ্রাম দেশ
মুদ্রণযোগ্য হাসি, এসো কান্না হালুমের ইকো দালানের চেনা টেনা
একটি বিদ্যুৎলতা এইবেলা আমাকে ছুঁয়েছে
জিতে গেলাম নাকি আমি হেরে যাচ্ছি বুঝতে পারিনা
ধাতুবালকের হাসি মিলিয়ে যাচ্ছে অক্ষরে অক্ষরে

১৫-২-৯০

রোদ্দুর

এখানে ভোর সেখানে ভোর
খানিকটা ভোর পড়েছে পয়দলের ছবিতে
শোভাজ্ঞান কৃষিফার্ম ও পরাগচর্চা বিষয়ে
সবুজ বাটিকা তুলি
ভোর হলে আমরা তুলি ভইরোঁ ও শকুন আকাশে
যাদু ফসলের ফিনে লাশে ও মহেঞ্জোদরোয়
দেখি জীবনের পাত্র
উপছে পড়েছে ভিক্ষায়
তাড়িফেনায় হাঁটাশেষের চৌপাই মতো রোদ্দুর
শ্রেণীচেতনার কি আছে বাকি ভোর হল
হেসে উঠল মহিলা রোদ্দুর

২২-২-৯০

বাচ্চা

পতাকা উত্তোলন হবে
চাই বাচ্চায় ফোটানো তারিফ
বাচ্চা বাচ্চা ও বাচ্চারা ছাড়া পতাকা হাওয়ার হল কি

আমাদের প্রভু ছেলেমেয়েরাই হল আশা
রাতে ঘুমোতে যায়নি পাগলা ভাসায় অন্ধ
অন্ধকার জুতোয় করছে সাদা পালিশ
জামা তুলে দৌড়ে যাচ্ছে এঘর থেকে সেঘর
রাত বিরেতের সাদা লাঠির শব্দ
ও ফুলচুরির উত্তেজনা আমরা ভুলবনা

দেশে বিদেশে রোশনাই নিয়ে দেখবো
বাঘ বিছানায় খাড়া হয়ে উঠছে সবগুলো কান
প্রভাতফেরীর গান ও কান্নাকোম্পানীর
ফর্দে তুলে দেবো মৃতমানুষের নাম
এমনকি বাচ্চাদেরও বলব
রুমালি রোটি লাফিয়ে পড়ছে আগুনে

২২-২-৯০

পঁচিশে বৈশাখ

আজ পঁচিশে বৈশাখ আমি গান গেয়ে উঠলাম
চোখের ভেতরে কেউ নেই
নেই কোন ভেক
বা ভেকের বদলে বুদ্ধু গ্রামীণ জিমনেসিয়াম

পূর্ণিমার হিসেব দিনের বেলা মনে ছিল
মনে ছিল নিম্নচাপ মানসিক দুর্বলতাগুলি
কেন্দ্রহীন
হাতে কেন্দ্র টানছেনা আর কেউ
টানুক না প্রোটন চুম্বক হাতকড়া
গান গেয়ে উঠুক

আজ পঁচিশে বৈশাখ আমি গান গেয়ে উঠলাম
বারোমাস তেরোমাস জানিনা
জানি কান্নার চেয়ে গান ভালো
গড়ে ওঠার ভেঙে পড়ার বাছবিচার থাক
শুধু গান গাই আর অবাক দুধ ঢালি যমুনায়

৯-৫-৯০

ঘুড়ি কলোনির ডাকাত

সুরে সুর
লাখে একবার সঠিক
চলা বাঁকের বাতাসে ভাবনাপণ এলো
অদ্দূর পর্যন্ত হাবা মানুষের কৃতজ্ঞতা
যে ভাবে জ্যামিতি সারলো কথাগুলোর মধ্যে

পুরনো প্যান্ট জামা স্যানেটোরিয়ামের বাক্সে
গুমঘুড়ি ফিরে আসছে সরবর্ণ গলায়
বেড়াতে যাবার জন্য তৈরি আকাশ
সেইমতো হাবা হাবা

সেই বসন্তবোঝাইমার্কা জুতো জিভ কামড়ে ধরেছে
ভিখিরির পায়ে গায়ে বাদশাহী খোঁড়া শেকল
রাজপথের সেই খোলা ঝুনঝুনি এতদিন পরে
অবিকল বাতাস সুদ্দ স্বপ্নের মধ্যে ঢুকেছে
আবার অবাস্তব হবার আগে ফুরিয়েও গেল
যেভাবে ফুরালো দিনের দোয়া
ঘুড়ির সাথে স্যানেটোরিয়ামের কাগজপত্র
আশ্বিন থেকেই উৎফুলে আছে
ঘুড়ি হারানোর মতো যা স্মৃতির আওতায় পড়ে না

কে মনে রেখেছে তোমাকে বলে ফ্যালো
আশ্বিনের ঘুড়ি ফাল্গুনে যে নেচে উঠলো
হাবা ছাড়া এ স্থিরবিন্দু কে চিনবে

১৪-৫-৯০

ডাকাতি

বসন্তে ডাকাতি হল সর্বস্বান্ত যাকে বলে
লুৎফেরা এমনকি মনপরিহার উদাসীন
আর কি সম্ভব হবে জিয়াজড়ানোর দাগে দাগে
বালুবরফের ফুলে মলিন রুজের সংসারী
যেন সিলমোহরের, মোহন মাখানো খোলি, নাধোয়ামুখন
যায় বড় দ্রুত দৌড়ে লাগিয়ে আগুন বনে বনে
এই আছে এই নেই শহর ভেসেছে পরাজলে
নিজের কিছুই নয় এই উপকার করে গেল

দেখো কি করতে পারো
ডাকাতের জন্য কোন পুলিশ
সময়ে সে দম নেই অবিকল জড় শহরের কথাগুলো
এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে দুপুরের ভাতের দেখা নেই
কার্ডিগান শূন্য ক'রে দোকানে হ্যাঙার বেজে ওঠে

চালু বিত্তবর্ষ যার গেল
যার গেল বিমানবালার মতো পরী
রং বেরঙে ঠাসা উনুনের গর্ত পেরিয়ে
ফেরো ল্যাংটা মিঠাবেদনার মুখোমুখি
জঙ্গল পাহাড় নয় ফুল নয় ডাকাতের সঙ্গে আজ বিয়ে
বুনো মলয়ের ঘোর পেছনে ট্রামের ঘণ্টা শুনোনা শুনোনা

২৯-৬-৯০

শিকড় কলোনি, আলোয়, ভাতে

আলোশিকড়ের দেখা দু একটা সাজানো তিমিরে
চোখে রাত, বধিরের এই শব্দ মেলাতে পারিনা
কুনাচ শরীরে সেই তিমি-ঘাই ঢেউ
হ্যাজাকে ঘুরন্ত জলে ত্রাস
লাল টুথপেস্ট বেরিয়ে যাচ্ছে টানা রক্তঘায়ে
থেকে থেকে নিথর বজ্র আলো মানে মেঘ মানে ঝোড়ো মেঘ
হিমশিরা চেপে ধরতে ইচ্ছে করেনা
এই বমনের দোলা এই নৌকো চেপে ধরতে ইচ্ছে করেনা

আলো শিকড়ের যাওয়া শরীরের ভেতর শরীরে
আমি কাঁপি মাটি কাঁপে অন্ধকারে পাতাল প্রবেশ
যেন কতরকমের রোড আলোহীন চেনা গ্রামবাসী
গাছের সম্পূর্ণ কথা কঙ্কালের হাসি
লড়াকু, তবুও স্থায়ী ভাতে ভাত জ্ঞানে জ্ঞান
আমাদের ইচ্ছে করেনা

১১-৯-৯০

অন্ধকার খেলতে খেলতে

মেরুদিনের আইসক্রিম
আমি এখনো মাঝে মাঝে খাই
ছেলেবেলায় লুকিয়ে মেরে দেওয়া
কি করে যে মনে থেকে গেল

কবে গিয়েছিলাম অথবা যাইনি
মরুভূমির স্বপ্নে ঘামে ভিজে গেছি
আমি দক্ষিণমেরুর স্বপ্নও দেখেছি
সেই যেবার গঙ্গোত্রী বরফ ভাঙছে

আসলে বালু ও বরফের মধ্যে বাছতে পারিনা
ঘুমন্ত বালুর ওপর বরফ গ'লে যায়
অন্ধকার খেলতে খেলতে থ'কে গেলে
ন্যাংটো ঘাম বয়ে যায় পিঠের মেরুদেশেও

মাথা থেকে পা পর্যন্ত যখন অন্ধকারে ডুবেছে
যখন লোডশেডিং-এর সন্ধ্যায় ঘর থেকে ঘর
সমস্ত আসবাবের আশপাশ ধ'রে
কিছুই না ছুঁয়ে হাঁটা
অস্থির খেলায় দৌড়নো

যেন আইসক্রিম খাচ্ছি
চুষে নিচ্ছি মিহিশীতল কঠিনকে
আসবাব ছোঁয়া না যায়
ঘর না জানে কে
দৌড়ে লুকিয়ে ঘেমে ও হেসে
আমি কারোনা কারোনা কারোনা

১২-৯-৯০

প্রাতরাশ

তোমার চুল ভারি সুন্দর চোখও ভারি সুন্দর
নক্ষত্র যেদিকে যায় যেখানে তুমি ব্যক্তিগত
হেসে আবার সেই হাওয়া গাপ ক'রে খেয়ে ফেলছো
খোলা চুল চিরুণী আর জীবন

প্রাতরাশ করি আর তোমাকে দেখি
যে তুমি পরিবারের প্রতিটি লোকের জন্য দাঁড়ানো
কতরকমভাবে মহানগরের মধ্যেও নূতন
পূর্ণ বাতাসে পূর্ণ রূপ নিচ্ছে চিৎকার
ইমনগায়ে সেই ভিখিরি
যে রান্নাঘরের গন্ধে দাঁড়িয়ে গেল
জল নেই তবু রাঁধুনি চমৎকার
চমৎকার তোমার চুল ও চোখ যুক্তি ও কাজগুলো
জল ও বিদ্যুৎ নেই তো কি হয়েছে
দেখার মতো দেখার মতো প্রাতরাশ
আমার কখনো ফুরোবোনা

১৩-৯-৯০

পুতুল কলোনি

পুতুল কলোনির শব্দ
এই মতো আকরিক ছবি
যে মাটির সবটা ভূতুড়ে তাকে রাখি
ডালে ভাতে এমনি জড়িয়ে তাকে রাখি

আয়না কুঠার রোদ ছল্‌কে ওঠার মুখস্থ ডালিমে
বয়স্ক বিজনের পাঁচ ভূতে পাঁচ আঙুলের দাগ
পাখি পালানোর পরে গানখানি
এত কাছে সে লোক গায়
যার নামে পুতুল কলোনি
তার দোষ ধরিনা কোনদিন

পোড় জিয়ানো সঙ
তার ওপরে রঙ
ছবি আরপার করে চলে যাচ্ছে বাচ্চারা
তাঁবু চেয়ার লুটপাটের পর মেলাই
কাঁটা হয়ে শুনি পুতুল কলোনির শব্দ

৫-১০-৯০

বাগান দোয়া

লোহার বাগানে ব'সে আছি
ফুরফুর করে উঠল কান্না
এই বৃষ্টি থামেনা টনিকে
লোহিত কণায় সারাদিন চোখ ভারী
চাকুরি থেকে দেখা এই রামধনু
বাতানুকূল গ্লাসে দেখি বাদামী সান্ত্বনা

মহামান্য পোশাক খুলে ফেলি
আর দেখি বাগান ব'সে যায়
খালিহান আর খুঁজে পাচ্ছিনা
কোথায় ক্ষীরনহর কোথায় করোটি
বৃষ্টি তো রোজই পড়ে
দোয়া বর্ণনা শেষে বাগান আর বাগানে থাকেনা

১৮-১০-৯৯

একটা হাঁসকে কোলে নিয়ে আমার যা যা মনে হয়েছিল

আয়নার ভেতরে এক ফোঁটা বুটিক
খোলা মহিলার গাথা চম্পাকলি নিজস্ব মলমে
তার হাতে উরস দুই কাটার
ঠোঁট নখ পালকের যত্নছাঁট, একটু হুড়মুড়ি

বেদনাধ্বনি চেনে তেমন হাঁস তো নয়
ছোট ওড়াও, বা
বসতে বলো তাকে পায়াহীন
এবং দেখাও ভৌতিক টেবিলের সামনে
ক্রৌঞ্চ শব্দের ভয়
আমাদের ভেলাই পাহাড়ে যে লা'র জেলি পাওয়া যায়
তার চেয়েও কালো
ভ্রূআঁক শব্দ হল না, এত ভয়

পায়ে আলতা, সারা গায়ে মোমের ঝাঁঝরি, ছিটে শাড়ি
হলুদ লিপস্টিক মাখানো হল তাকে
হাঁসের চোখে পাওয়া, দেখা
উল্টো আয়নায়
গেরি কাদা পরিষ্কার হয়ে জামা ছেড়ে
কপট গোলাপী
খাবার টেবিলের চেয়ে বড় খাটে

নইলে তো আমাদের সাধারণ মেয়ে
বিয়ে সিদ্ধ ক'রে আজ তেল মশলার দুনিয়া
শুরু হচ্ছে তার
যখন হাঁসেদের জামা উড়ে যাচ্ছে
দূরে ভরতপুরে উলুবেড়িয়ায়
আর ফিরে এল না

মহিলারা আয়নার বাইরে আর এল না
মাংসের ওপর নিরামিষ আলো থুপিয়ে হরাইজন্টাল
সহজ ও ঘোরালো কষ্টে দুই চোখ
এ আমার হংসরোগ কোল থেকে গড়িয়ে পড়েছে
খারাপ লাগে
ভয় পাই একথা বলতে

২০-২-৯৯

বসন্ তো মোর

ফেরায় প'ড়ে আমাদের ভীষণ কষ্ট মনোরমা
পোশাকি নাম ছেড়ে তুমি স্নান করে এলে
ধিমে আঁচে হোলিয় দুপুর প্রায় তৈরি
খানিকটা ওথলানো ধূনে বুদবুদ ফুটেছে
আমরা সবে রঙ খেলে ফিরেছি
খুলতে খুলতে সমস্ত বন্ধনী
অবশেষে তোমার কাছে

একটা দুটো কথা নিয়ে যে চিরদিন
যেসব দিন রাতের শালু টপকাচ্ছি ভোরে উঠব ব'লে
যাকে মনোরমা বলেছি তারও তো নেই মর্ম
উন্মাদ বরফে আটকে আছে জলকীড়া
সেই চিঠির কথা
যার মধ্যে রেখেছিলে
ভাঁজ করা রঙীন তাঁবু ফোলানোর গুপ্তগান
আজ সেরকম আরো হামেশার দিন

আজকে আবার মোহাব্বতের পূর্ণিমা
কাকে নিয়ে বেড়াতে যাবে সেই ফেরা
দোলে মুজরায় মোটরে স্কুটারে
উত্তরের উঁচু পথে
বসন্ত ধাবায়
আর পারিনা স্ফটিক কুড়োতে
আর পারিনা মোর হয়ে বসে থাকতে

২৬-৩-৯১

মলহম পট্টি

সব ডালে একবার কুহু বলো
সমস্ত গাছের ডালে
ঝড়ের মলয় মাথা কোলে নিয়ে
সহজ রক্তের কাজে অম্লে ফলিক জান হয়ে
তুমি বলো বিড়ালী বলের মতো
বারান্দায় দুটো চেয়ারের
আশেপাশে কুমারী তো ও কুমারী তো

সুলতার আত্মার মৌখিক তিলে এসে বসো
বারুদে পবন লাগা গাছে
নিরোধের চাষবাসে ও কার পালান প'ড়ে আছে
টেনে নিচ্ছে আমাদের এত যে গোপন বল
মেরে ফেল্ল ভালো পিপাসায়
মানত মাগা খালি সংসারের দিকে চেয়ে
কত কষ্টে এছবি কুলাই কবে থেকে
আমারও গজব হাত উঠেছে ভাঙবে ব'লে ডাল
তুমি সেই ডালে ব'সে একবার কুহু ব'লে ওঠো

ঝড় যে উঠবে তাকে সবাই বলেছে শনি লাগো
এ সেই বায়না যাকে নিশপিশ করি হাতে হাতে
মউকাল রঞ্জনের সাথে আরো কথা হয়েছিল
গোপন বলের কথা বোবাকালাদের পরিবারে
চাঁদের দ্বিতীয় রোদ জলকে করেছে ভারীজল
অণুকে দিয়েছে অণু মারিকে মারির আরো কাছে
পাহাড়ে কি আর পাবো ঘটনায় তবু তো পাহাড়ী
কোথায় কোন শামিয়ানা কোন ট্রেন দুপুরে পড়েছে
ইকোদালানের গায়ে চনমন ক'রে ওঠে স্নায়ু
সেই কুহু দাও প্লিজ এবার
মলমের শোকে দাও ঘাতকের কানে ঝুমঝুমি

১৭-৬-৯১

অস্ত

লম্বা ছায়া ছোট হয়ে যাচ্ছে শুলে
তারপর মেঘ আসছে চলে যাবার জন্য
এই দেখে পরের পর মৃতদেহ

বিদ্যুৎ আছে তো ভয় কিসের
ধান আছে তো ভয় কিসের

দৃশ্যের প্রতিচমকে এখনও নড়ছে মরদৃশ্যের দুপাশ
দোলা শব্দের পেছল ভূত
যেমনি নড়ে তেমনি ভালবাসে আগুন ফাগুন
শ্মশান চত্বরে
বৃষ্টি পড়ে আমাদের কালাচাঁদের
জলবিন্দু কাত ক'রে
না চেনা গায়ে চাপল গরম কোট জুতো
বিজলী চমকায়

ধানের সোনা শুয়ে পড়েছে
ধানের রুপোও শুয়ে পড়েছে
সকালের মেঘ বিকেলে আর চেনা যাচ্ছেনা

এই সোনার কাঠি মাথায় থাকল
রুপোর কাঠি পায়ে
ঘুমিয়ে পড়ি অমৃত পাবো বলে

১৭-৭-৯১

অফিস যাত্রা

যে পায়ে বাধা সে পায়ে দৌড়
রেললাইনে মাথা কান বাঁকান
দৌড় শুনছে আর গুনছে কড়ি
দূষণরোধের সেমিনারে যেমন আর কি
এই চিমনি উঠল
ওই বালতি পড়ল কুয়োয়
ভাত টাত খেয়ে অফিস চলল ব্যানার্জি

কি সাহস কানে আবার সোনার দুল
সোনায় বাজা খিল্লি
ব্রেন দেখে তো মনে হয়না মেধার
ওপর ছিতরে দাঁড়ালো কামরা
রেলে বাটা তাসের তলায় খটাখট ব্রিজ
টাইপরাইটারের চোখ এখন জানালায়
কথা কলমার মতো ছোট
ভাষায় বাঁ ডান
দশটা পঁয়তিরিশ

১৭-৭-৯১

উল

শিশুরেলে অবাক উলওয়ালা
তার ছেলেমেয়েদের
তার রঙীন ছেলেমেয়েদের
তার কুকথা রাঙানো ছেলেমেয়েদের
আজ উলফারে শেষ লুটিপুটি
গ্রামগঞ্জের মুখে
ধাঁ ধাঁ করে পেরিয়ে যাচ্ছে হর্ষ
হাসিমুখে এ তো তারই ব্লেড তারই মাংস
যার উল তারই শীত
তাদের কি হবে

১৯-৭-৯১

রাণু খাতুন

কালো চিমনীর ধোঁয়াহীন মুখ আর অন্ধকার
রাণু খাতুনের নশ্বর ঝুমচাষে বেড়ে যাওয়া প্রতিফলন
কাচ কবিতার প্রচুর পুরনো দিন মনে পড়ায়
মাদল ধ্বনির প্রিয় পরিযায়
খুব প্রিয় গো
হাসি তো আমি শুনি শ'গুণ হাওয়ায়

রাণু কিন্তু এরম ছিলনা
সে শুধু হাসাতো
জানতো আগুনের ব্যবহার
আর কত সচ্ছল সাদা বাষ্পময় চিমনী
শাসক হয়ে উঠল বিদেশে
রাণু খাতুনের গরীব গুরবো
আমবাড়ি বেলাকোবা ছাড়ানো রাণুর বোরকা মুখ
আর ঢ্যাঙা চিমনীগুলো যে এখনও মহিলামোহন
গলগল ক'রে পড়ছে তরলে তরলে ঝুম হয়ে

ইট আসছে নাট বল্টু
লোহার পাইপ ও তার
সাদা পাখিদের ঠোঁটে ভেসে উঠছে চিমনীর ডগা
এখনও চমৎকার রাণুর দেখাশোনা
হাসতে হাসতে তার লোকজনেরা খিদের আগুন ছুড়ে ফেলল তলায়
সাদা পাখিদের মধ্যে রাণু খাতুনই শুধু অন্ধকার
স্লেটের চকদাগ মুছেও
দোয়াময়ী রাণু থেকে গেল

১০-১-৯২

রাণুর প্রিয় খেলা

রাণু আমার রক্তে মিশেছে
ধরাছোঁয়ার বাইরে সে এখন
নিন্দায় মোষডাকে সুলতার গতজন্মের সকালে
ঐ সুলতা ফিরে যাচ্ছে ফসিলপ্রণালী দিয়ে
ডান দিকে কোণায়
ছায়াটুকু দীর্ঘ করে দিয়ে
পায়ে পা জড়িয়ে যায় পড়ি বাকিটুকু
দ্রুত সবুজ পিছনের দিকে টানা
যেন এগোচ্ছে ছায়া ফেলে রেখে মানুষটাই
চশমায় জলসকাশ গুলগুল করে চমকায় সূর্য
ও-তো পাথরের আয়না নয়
নড়ছে ও কাছে আসছে দূত হয়ে
নীল ও ধূসরূপোলি ছলনা জায়গা বদলাচ্ছে
বাচ্চা বাতাসে তার উড়ে আসা শীতের চাদর
পরি যতটুকু পারি
জলের বাকিটুকু লাফিয়ে তোলে রাণু
মঠ থেকে
নিশাগম কিশোরীপালন থেকে
এ জন্মের কাছে ভাবী বেদনাবাসীর
জানলা খুলে যায়

১০-১-৯২

রাণুর পাহারা

কঠিন ভঙ্গী তার যেন খুব শক্ত দৃঢ় ভঙ্গুর ফসিল
গ্লাসে রাখলে গ্লাস হয়
শরীরে শরীর হয়ে সঙ্গে বেড়েছে
রাণু জানে সেই কথা কোণাচের পুরনো বরফে
বোতলের থেকে গ্লাসে তারপর মুখে ঢেলে দেয়
মার্বেল খেলতে খেলতে টিচারের গাঁট্টা খেয়ে প্রার্থনা সভায়
অনেকেই গেল
ক্ষয় এলো আরো পরে শীতকালে
যেদিন পাতলা সরের তলায় আক্ষেপ না বুঝে
দুধ থেকে ছানা বেরিয়ে এলো
আর বড়লোকের কাজে লাগলো
এভাবে সমুদ্রে বরফ ভাসতে ভাসতে কতদিন আমাদের
বিজ্ঞান শিখিয়েছে
কিন্তু শরীরটা নিজের বলে আর ভালবাসলো না

রাণু জানে সেই কথা কেবল আমাকে
তরলেই চাইলো সে
মনে প্রাণে এক করে চাইলো তারই পাহারায়

১০-১-৯২

রাণুর শান্তি

দেখতে কোরাযোনি আমি পৃথিবীর দিকে তাকাই
রাণুর কি রাণুকে মনে পড়ে কবর খুঁড়িয়েদের
বস্তিতে খেলার ছলে হিংসা কেচ্ছায় দমলাগা
কলকাতার মাখনষতি স্কিড থামানোর দাগ
পৃথিবীকে দেখা যাচ্ছেনা কই রাতকে বলা রজনী

সেই শব্দ পুতুলগাছের বনে বনে টব থেকে টবে
অদিব্য জড়তার পোশাক শুকুচ্ছে হ্যাঙারহীন
ভাল থেকে যত চোখ তত তার প্রতিপাদ্য জ্যামিতি
সংখ্যা তবু রাণু তবু এই আগুনের দিনে
বলা চলে যত মদ হবে তত রঙ্গীন হবে
জামা আর রাণু আর রাণুদের কোরামিন যোনি

দমকলবাহিনীর সে কেউ হলে আমার হাসি পেত
ভয় ছায়া সায়া নতুনের চেয়েও নতুন কবরে
পুতুল গাছেরা পুতুলযুদ্ধ লাগালে সুতোদের
চুম্বক কাঁপুনি রাণুমত্ত সে আবার টবের সোজাও
বিছানায় মিশে যাচ্ছি দিনে দিনে সবই ভালোয়
লেলিহান হয়ে উঠছে মুহুর্মুহু রাণুশান্তিগুলো

৭-৪-৯৪

রাণুর বই

রাণুকে খাতুন করার পরই রাণুর ফসিল-পুণ্য আমাকে প্রথম চমকায়। চাকাগুলোর বিন্দুবিসর্গে ভরে আছে গ্রন্থপোকা। খাচ্ছে কিন্তু ভালবাসা ফুরোচ্ছেনা মদিরায়। একই রাণু এবং রাণুর আতসহীন চাউনিও সেই লোক।

এই কথা লেখা বইয়ে বাতাসপাখির জানালা। রঙীন অক্ষরে দূরবীন লাগানো চোখ। নীলদাম। নীলগ্রামলাগা রকেটপোত। যতক্ষণ ক্যাসেট চলছে পাতাগুলো বাতাস ছেড়ে নামছেনা। রাণু ও আমার সমাস খেয়ে দেয়ে বিসর্জনের দিন কী নাচ। হাওয়াকলগুলোই টোটেম। তারাই আমাদের চমকানো শিখিয়েছে। হে নড়বড় এসো আইসক্রিম খাই দুজনে দুজনের।

দেখছি একটা-না-একটা না ছুঁয়ে ঘুরছেই সংখ্যায় বেড়ে যাবার তারল্য। তেজ ও ক্রিয়া সেই যে উড়েছে। ও রাণু! লাইব্রেরীর অটুট পরমাণু বই পড়ছে খাতুনকে। ভালোবাসার কথা আর বলতে হচ্ছেনা।

৬-৯-৯৪

তরুণী-পুরাণ

সাজ সজোরে বাঁকা চুল্লির গাঙ নেভালো চিমনী
হাওয়ায় তার শেষ ভাপ
যে আগুনে নিজেই বেঁকেছে আমাদের আমি
তরুণী-পুরাণ মহিমার মা আমিকে মুখ মুছিয়ে দিচ্ছে
বাষ্পের রেশটুকুও উবে গেল
উত্তর দিকে পড়ল মাথা
যুব দিনের যুব যে আনজান কাচমাতার কোলে
শিশু ধূন সাজের যতি এত জোরে মনে পড়ল
যে শিশু সে-ই বয়স্ক আমি হয়ে উঠল
যে ভাঙা কাচের ওপরেও দাঁড়িয়ে পড়া
এত স্বপ্নানী কুচিময় দ্যুতির সিম্ফনী

মানেনা কিছুই তারা গণিকা সাম্পানে
ফিরে আসে কখনো বালকাঠের ভেতরে
কখনো কচিপাথরের গায়ে ওপওরে
বাষ্পকরোটি ক্যারাকাস আজ বাঁকা
চুল্লিৎ ঋজু লিঙ্গের বাঁজাও হিমানিশকে খুঁজছে
আদূরভাষে ওগো ফসফেট বাজো জলভোর
সাদা ফসফেটে নাড়া বেঁধে গাও তো চাষাভাষায়

কী কল্লে জিনা, জখম, ভরা আমি খালি আমি
ভাঙতে ভাঙতে ভঙ্গ নর্কদোরেও থামল না গল্প
আবার সদ্য আমি কেন যে সদ্য

১৪-১-৯২

শারহুল

ঘণ্টার পর ঘণ্টা টাওয়ার রাতে আজ গামিশ লো
হাতে গুপতাংগ্ ভারতীয়ামির ইন্ধন
সিঁদাই জঙ্গলে গাঁথা হোমোহোম এ ওর ভেতরে
মাটি খুঁড়ে তুলছি
মাটির কথা বলব

ধাতু বাই ধাতু ফোলা বয়ার চাল সমুদ্রে
হস্তময় বারুদে ময়বারুদের ভেজা স্ফটিক
এ জীবনে যে শেখেনি সাঁতারের পরের সাঁতার
আজতক যার মাথা উঁচু অন্ধকারে পা
অপমান কাঁহাতক চেপে রাখা যায়
নিঃশ্বাস না নিয়ে বয়াকে যেতে দেয়া যায় দূরে
পালানো পাহাড়ে ভালো সাঁতারে কি কাজ
যেভাবে আর্যরা এলে পালিয়েছিল আমাদের ঠাকুরদাদারা

জলকে জলেই রাখো ভয়কে আমার পুরো ভয়ে
বারুদ কারখানার ওপর ধাতুচাপ কমে আসবে ভালই তো
যে সময় বারুদের ওপর ফুল পড়বে পাখি হাগবে
সবুজ নেংটি সবুজ মুকুট সবুজ তীর ও ধনুক
গণধর্ষণের আগের সময়টুকু
যখন বাঁদিকে ঘুরে গেলে স্বস্তিময় ফাঁকা স্কুলবাসটা
আর মিলিয়ে গেল ধাতুবালকের হাসি
ধাতুর কথা বলব
আমার ভেতরে শারহুল নাচে ভূতে
তার মেটে ঢং মেটে ঢং হাওয়ায় দোলা ইজ্জত
আজ পাহাড়ীয়ানায় আমার নাচের কথা বলব

১৫-১-৯২

দীপকের ভূত

দীপক নামের ভূত আর দীপক নামের মিত্রকে আমি আলাদা পাই হিবিস্কাসি নিকাশি পারা ইয়ামে। তখন দ্বিভাষী বিছানা। অগাধ ডিম আলোয় দান্তে বাইবেল পড়ছেন। নার্সারীরা ধরেছেন সবেমাত্র দুএকটা চোর ও আমাকে। দীপকের কাবেরীর মধ্যে এক হঠাৎ ঝরণা। আমি হাতের ফুল দিই তাতে।

অন্ধকার। ফলে অনুভূতি প্রবণ চিঠি। চুম্বকেরও শব্দ। চোখ বড় হয়ে ওঠার শ্বাস। কাকে জানি? কাউকে জানি। পাথরের ঢেউ আর পাথরের নৌকো। ভাষার এই ভাড়াটে কান্না এখন আমি দেখছি।

শুধুমাত্র টানগুলোয় স্ত্রী কাবেরী। টানগুলোয় আলোউর্ণার পোকাচলা। দীপক একটা চিঠির বান্ডিল। আমি যে দীপক আমি যে কাবেরী এবং নিকাশি রাত। একা চুম্বন এও।

২৪-৩-৯২

ওদ্দুর

ভূবন্ত নীল
চোখ পরিষ্কার হয়ে এল
নির্ভার সাব সাবলীল
গ্রহদের মধ্যে এটাই নিগ্রহ
পৃথিবীর
গণিকা আকাদেমির
লম্বা ও সবুজ মাঠ
দূরে পুরনো বরফ
রবিন পাখির রেণু
গানের সাথে বোলও
গল্পধ্বনি

কারো কোন ভূমিকা নেই বলে
আকাদেমির ছেলেমেয়েরা গণিকা হবার আগে পর্যন্ত
এখানে খ্যালে
স্কুলে যায়
স্কুলেরও পরের খোলস খুলে
ঠান্ডায় সব সবুজ ভুবন
তো নীলে ডুবতে থাকে মনে মনে
দরজা খোলে
গলায় ক্ষুর চালিয়ে দেয়
পা চলে ওদ্দুর
আক্ষেপ, আঃ, গলায় এই সবুজ স্বর
পরিষ্কার হয়ে ওঠে

২৪-৩-৯২

একজন চলচ্চিত্রকারের আত্মহত্যার ছবি

হঠাৎ দু-চারটে দিব্যি সিঁড়ি নেই
স্বপ্নতলায় পায়ে-ফোলানো মান্দাস
চলা শরের খানিকটায় মুখাগ্নির বোবা শায়ক
মলিন কার্তুজের পাশে
সবে আজগুবি হয়ে উঠছে প্রবাল কাটারি
জলবলয় বলছে ভ'রে ভ'রে যা

মরণোত্তর ঘন মহিমার ঘনক থেকে গান
যতটা সরু ও সাবধানে আয়ত হল
দিকক্ষণের আতসতলে যে আকার সেই আকারের কথা
বহুতল কাচের শেষ গায়ে
আমাদের প্রিয় ভাইচারা থেকে গাছ পর্যন্ত
তোলপাড় হচ্ছে অক্ষিপুটে
এ ছবির বোকাবেরং আর থমকে থাকা বিদ্যুৎবাহিনীর ইউনিফর্ম
খুলে নেবার কাজ যাদের মৃত্যুদৃশ্যেরও পরের দৃশ্যে
সিনেমায় কিছুক্ষণ লোডশেডিং-এর পরের প্রণালীতে দম বন্ধ হয়ে আসে

ডুবে যাবার পরেও বুদবুদ্ ছোট বড়
প্রবাল পাহাড়ে সামিট করার তৃপ্তি
তৃপ্তি জেলিফিশের লপটানিতে
সকালের টেবিলে জেলিমাখানো আধখানা সংলাপ
স্মরণ করছি ফাৎনার নিষ্ঠুর মুহূর্তগুলো
আর পুরনো বাড়ির ভাঙা দরবারীতে ঢুকছি

২৪-৭-৯২

বরফের হাতি

শব্দ সমবায়
দরজায় প্রখর ও পলকা দু ঠোঁট
গোল হয়ে উঠল শিষে ডালে ডালে
রোজের আকালে লম্বা রোজ সমবায়

যেন কিছু খুঁজে পেয়ে তুরন্ত হারালো শিষ
ভেতর শরীরে নড়া গন্ধে মুকুন্দে উজ্জ্বল
যখন সবুজ গলনপথ
গা যখন শিউরে ওঠা সাদা

তাতা মার্বেল ঠিকরে দেবেই শুঁড়
পা হবে সবুজের অলীক সভ্যতা
আর শিষ নেমে যাবে আগুনের সাথে

বাজায় নোলা কিন্তু তত খিদে নেই
শেকড়ের ধীর সুস্থ হিম চুড়েলের থৈ নীলে
ভুবনে এসেছি আবার চলেও যাবো
এইমত বিজ্ঞাপনে ঘাবড়াইনা একটুও

এখন একটু ওস্ পড়েছে আর ধান ফুটেছে মুখে
উজ্জ্বল কেঁপে ওঠা
ঢিল দেয়া স্বপ্ন
প্রশ্নহীন নথি হচ্ছে শরীরের ভেতরে ভেতরে

কথা না জমলে বাড়বে কেন হাতি
কিভাবে দেখব চোখ ছোট আর কান বড়

সাদা কিন্তু অচল

বক্তিমে যখন পাটে
ঝান্ডায়
সোল কলোনির রকেটে ক্যাসেটে গর্ভে

ছোট ছেলেকে পার্কে নিয়ে
দেখিয়েছি সাদা ও সোনালী সূর্যে বরফের হাতি
ধানের গর্ভশীষ আর বরফের হাতির মধ্যে মিল

খেলানো মার্বেল গতি
আছে, নেই, ধুলোপড়া, শব্দ সমবায়

২-৯-৯২

জাপানিকা

এক

লোহাজোড়া
সেই শব্দে অণু অণুপম
গ'ড়ে ওঠা
কে জানে কোথাকার মিশমিদের স্বপ্ন গ'ড়ে ওঠা
সূর্য দিল মরুময় মরু
বোমারু বিমানের ডাকে সিমসিম খুলে
বেরিয়ে পড়েছে বাচ্চারা
রোগা প্যাংলাদের জন্য ঝ'রে পড়ছে খাবারের বোমা
খাও সোনা
মিহি ও ভরসানো স্বাদগন্ধহীন
প্রেমটুকু লোহায় মচানো
বাকিটুকু দরিয়া জাপানী

১৯-২-৯২

দুই

ভাসানো ভাস
থামো স্থির
অস্থির বিষণ্ণ
এতো অন্ন এতো অন্ন এতো অন্ন!
সুন্দর, তবু ফিরিয়ে নেওয়া চোখ

সোজা গাছ
সোজা তার বাজনা
ভাবনায় বর্ষা জড়ানো
কিছু তো ভুল ক'রে চাইনা

জাপানী ভাষাতেই গোটা বিবাহ
পুরো অবয়বে বসানো দামী আহ্নিক
আনা প্রণালীর গাছ দেখে
সমভিখারীর বেশে তৈরি হচ্ছে নবীন কাবুকি
ন'ড়ে বসল বানানভুলো আবহাওয়ায় ছোটবেলা
গজরাক, সমস্ত আবার ক'রে হোক

দেশটায় ঢুকতে না ঢুকতেই মনে হল
বৃষ্টি ছাড়া-ই বেশ চলছে
বৃষ্টির আগে সামলে ওঠা শান্তিবাহিনী
ওগো পিপীলিকা ওগো জাপানিকা
বনশাই বনানী
জল কি তোমার চাই
তুলে নিই লাগিয়ে দেয়া রোখ?

সব পথ শ্মশানের দিকে গেছে
সব লোক শ্মশানের দিকে গেছে
অলাশ, প্রশংসনীয় শোক

২০-৯-৯২

তিন

এ জোয়ার
বাতাস হল ওইসব
বুনোপালক
এজোয়ার

জান জানোয়ার
চোখে ভেসে উঠল আলো
সবার চোখে সেই পালকের ঝলক

হাসছে অগ্নিগিরিশিখা
কফি খেতে খেতে
ওটুকু সময়েই ফোটা ফুলগুলো
আকাশ থেকে পড়ছে
বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে সবাই

মরি ওমা
কত স্নেহে খর্ব করেছো
সুন্দর করেছো খিদে

হে কানো আমাকে খাও
ঝরাও পালকগুলো
দেখি

২১-৯-৯২

চার

লাভাচাদরে কাটামাপের আয়ত
আরো শানাইকারি, ভুনো
চুলো তার চলনমত গাওয়া
নিচে চনমন করছে জ্বলন্ত অঙ্গভঙ্গী
উজ্জ্বল ছেলেমেয়েরা চারপাশে এমন প্রতিফলিত
কাহিনীময়

সোজা পোড়ানো হচ্ছে জ্যান্ত কিছু মানুষকে
স্বচ্ছ পাকথ'লে ফুটো হয়ে
বেরিয়ে পড়েছে সাবানগোলা
প্রেম ও ফাটকা গুলিয়ে ফেলেও কী পরিচ্ছন্ন
হাসি হাস্য

কাঁচা, শুকোনো, নিপাট ক'রে সেঁকা হচ্ছে
শোভন চোষায় দমক লাগা উত্তেজনা
এতদিনকার পারফিউম
পুড়েও মহামাংসে ম' ম' করে উঠছে রেস্তোরাঁ পাড়া

খাটতে খাটতে খাটো হয়ে যাচ্ছে মানুষ
ফলে কাবুকি সাজের দাম বেড়ে যাচ্ছে
রোজ নতুন ক'রে পথে পথ মাড়ানো
প্রতিপদে নতুন ঘড়ির ঘড়িময়তা বাজে
কাঁটায় কাঁটায় ভ'রে উঠল সিংহাসন

সাজপোশাক সাকে, সাকে পান করছি
বেদনাভরা লাভায় আজ উৎসারিত চালু আত্মা
বাঃ মঞ্চে ভেসে আসছে ওলাওমানো মাংসের গোলাপ
ভাজো আরো ওড়াও
মাছ মাংস
মানুষ
কবিতাকারির পিলপিল ছিল্‌প

১০-৯-৯২

পাঁচ

পাতা বলতে আমরা ছোটবেলায় যেরকম বুঝেছি
চেরিগাছের পাতা সেরকমই
আজকের চেরিহীনতার বর্ণে বোঝাই হাজার তেরোশো
অনেক দিয়েছো তুমি
বিকেল থেকে বার ক'রে আনা বৈকাল।
হোক না হোক চেরি ফুটবেই
হোক না হোক সামনে যাবে সবাই
পস্তাবে ও গাইবে দমাদম

তারপর লাঠিপেটার ছন্দে ইন্টারন্যাশনাল গাইবার দিনগুলো
তোমরা পেলেনা খোকা।
গতরে জ্যান্ত জিয়ো জায়মতী বাসনা
নিয়ম মাফিক রমরমার বোধি
এই নিয়ম ছাড়া সবকিছুই আমার সহ্য হচ্ছিল
স্বাধীনতা, আঃ, অনেকক্ষণ সবুজ গহনা
উয়েনো পার্কে হাতিনামা মধ্যবাগানে
নিয়মের তন্তুগুলো স্বচ্ছ হয়ে যায়।

৩০-৯-৯২

জলমরীচিকায়

বলের বলদ যেমন জলের জলদ
একই ঘৃণাক্ষরে লিখিত
শোক অব্দি স্মৃতি
ভাসমান
মেঘের পাহাড় জলের পাহাড় অলীকরূপার

এত ওপরে যে সেখান থেকে দৃশ্য আয় যায়
সমস্ত শস্য ফুরিয়ে যাবার পরের বিলমুখ

মুকুট একটা কি পরি
হে আমার ফসকাজনম ক্লান্ত আতস
মুকুট একটা কি পরি
আর বিকেলে পায়চারি সামন্ত শীতে
প্রসব বেদনা গায়ে

দেয়ালে ওই চন্দন লাগানো ছবি
কত কাজ করলাম
এ নটজীবন
চিবিয়ে চিবিয়ে ফেনিয়ে তুললাম
কালীমার্কা শেয়ালের জিভ আকাশচুম্বি
তবু জল পড়ল নিচের দিকে
আমি না ভিজলে আমার শস্য ভেজে না

প্রণামহীন সুখায়
ছবিকীটের দাগ
আমি তো আমাকে চিনতেই পারছিনা
এই সব জল মরীচিকায়

১৬-১০-৯২

রবার চুম্বক

জঙ্গল আর পাহাড়ের সিনে একবারই সুলতাকে রবারের নিপুণ মেঘ মনে হয়েছিল। শুধু তার মাথায় ছিল মেঘ আর মেঘাচোখ। কাচের কফিন দাঁড়িয়ে ওঠার আগেই ঢিল ছুড়েছিল কেউ, যখন আমরা জংলা ফুটপাথে।

লম্বা ও গোল ফর্মুলার যে কোন টুকরো রবার আত্মসাৎ করেও নিঃশ্বাস চুপসে ছিল প্রিয় শরীরে। নিভৃতের দিকে টানা ওপরতলা। শুভঙ্করী থেকে বিজ্ঞান পর্যন্ত জানা। মাছ লজিকের মেঘ—অবাক হয়েছি ছায়ামাত্র গহনা সন্তান ছিটকে পড়া দেখে।

অবাক হচ্ছি রবারের চুম্বকের মতো ব্যবহারে। শুকিয়ে ঝরে পড়ছে পাতার কাঠামো। জল নেই তার বিজলিয়ানা! ঘৃণায় ওড়া পাথরে ঘাম। চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে প্রস্তরমোচী দৃশ্য। স্থানের মোহে স্থানু। চুমু খেতে গিয়ে চুমুকের শব্দ চারধারে। ঠোঁটে ঠোঁটে সুলতার বিয়োনো রবার। ফসলের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিখ্যাত হয়ে গেল বসে আঁকার প্রতিযোগিতা।

এভাবে আমরা প্রথম কুটির শিল্প, দ্বিতীয়, এমনকি রেশম খুলতে খুলতে খোলসস্তূপের তৃতীয় কুটির শিল্প পর্যন্ত গুলিয়ে ফেলি। চলন্ত ভিড়ের মধ্যে হাত ধরতে গিয়ে দেখি সুলতা নেই। সে ছিল আদতে এক মুহূর্তের মেয়ে। তারপর বদ্‌লে বদ্‌লে কি যে হল!

মুছে মুছে চলে গেল সিনগুলো ফর্সা, মাইম মাখানো ব্যাকগ্রাউন্ড। চলে গেল অজানা ঋতুতে। জঙ্গল আর পাহাড়হীন পৃথিবীর শরীরে তার নিজের শরীর। রবার হয়ে ওঠার মুক্ত চতুষ্পাঠী আমাকেও টানছে। এইখানে পড়ে থাকা ছায়া দূরে টেনে ধরেছে কেউ। হেঁটে যেতে যেতে কুটিরহীন। গায়ের কাঁটা উঁচু নিচু চুম্বকের দিকে। মেঘে মেঘে ইচ্ছা ছড়ানো হাওয়া। সেই গাছের দ্বিবিধ কাণ্ডে একটাই বাঁকানো নল সংসারে। আঃ সংসার মেঘের বাতা — ছিঁড়ে ফেলার রোষ। সুলতার ম্যাটিনী চলছে।

২৮-১২-৯২

দাঙ্গামালা

এক

গলায় বোনা। হাত। দুহাত। সন্ধ্যাপাহাড়ে ফ্লুরোসেন্ট কমলা রঙের দাগ। ফুটপাতে, রেললাইনের ধারে, বাগানে বসে, দলমায়, একটাই কাণ্ড-কারখানায় কাঁটাচামচের ফস্‌কা আওয়াজ। সিঁড়িটার মাথা ছিল মাটির দাগটুকুতে আর পা ছিল আকাশে। সে ভাবল পায়ে প্লায়ে পেচকে যাওয়া আসল টম্যাটো। ভেলভেট পোকার ট্রেনে চালানি সস্‌। গলা এফোঁড় ওফোঁড় করছে মালাকে। ক্রসস্টিচ দেওয়া গাকাঁথা আর জমছেনা অযোধ্যায়। টম্যাটো স্তূপের ওপর খেলনা ছায়া ভীত। ওজন রোকা। খেলনা কুঠার। জেদী কুঠারও। তলায় সর্বক্ষণ প্রভাতীবুরু শিষ ও লোরি। বড়াই সবুজ বাড়ির শিশু মুনিষ। দেখছি রাজভিখারী লম্বা কথার! বিদ্যুতের শক্তি নাচাচ্ছে কণাদের সঙ্গে কণাসমষ্টিকেও। চার্জড্‌। শুক্রদের মধ্যে প্রিয়তম জিনাই পড়ছে সিঁড়িহীন ছোট কলমা কথা। মাউথ অর্গানে বাজানো লাল পাপড়ি খাওয়া উল্‌কি পলেস্তারা।

র‍্যান্ডম খেলনাদের খেলনারা যদি কল্পিত হয় তাহলে আমি যেতে যেতে খেলনাদের শিশু হতে পারি। কেউ বুনো, রেঁধো, খেতেও ডেকো মনে করে।

৩০-১২-৯২

দুই

রান্ডির হোক না হোক-এ নানারকম বোঁটার বিলকুলি। পানমশলার সবগুলো ছোট বড় আকার। যে ব্যাটা যৌনচোর যৌবনে বফলা। কত গোলাই তার ভেঙে গেল প্রতিবিম্ব নিয়ে। খুন ও খুনসুটি একই আকাশে মেরিজান। নাথিং নিউ। ঝড়ঝাপটা সামলাবার গথিক রান্ডি আমাকে কবুতর করেছে। আর আমি হাত পা গুলিয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইছি গম্বুজ স্মৃতির চুম্বক। সবার গলায় মালা, চেন, অচেনা বিদ্যুৎ। পাতায় পাতায় কমা লাগানো বোঁটা থেকে ঝুলে আছে বুকদেশের। ঝান্ডি উড়েছে প্রসূতির। পথে পথে উদ্ধারের ডাব্বায় ঝনাৎ বাজা নালন্দা নালন্দা।

৩০-১২-৯২

তিন

বাইনো পরা বিহার। বিদেশিয়া গাইতে গাইতে চমকে ওঠে সমুদ্রে হারানো রুপোলি সাঁতার। হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যায় না ওগরানো তাড়ির গন্ধে কয়েকটা জোনাকি। তখন লিট্টি সেঁকা হচ্ছে হীরেসারাই শ্রমিকদের ঝুপড়ি বাগানে। চারপাশে সম্প্রীতি মিছিল। গামারিয়ার চেয়েও বড় শহর থেকে এসেছে গাওনাসারা হীরেমনির বাবা। বেগুন পোড়াচ্ছে মাছের মত করে আর বলছে কহানীয়াঁ হনুমানজীর।

মহুল তোড়া রামলালাকা মসজিদ কউন কহল্
আউর মিরচাই বজরঙ্ হীরাই ভর্তা দুনো অগল্ বগল্

তারপর কারফিউ উঠে গেল। বাইনোও উঠে গেল। সমুদ্র ও তার শব্দ। কেননা লিট্টি খাবার সময় যে শব্দ ওঠে তা না শুনলে হজম হয় না।

৩০-১২-৯২

চার

দানবের ছানা হয়ে জন্মে
মনে মনে বাড়ছি
বটেরদের খালি বস্তিতে দেখি কেন্নো আর কেন্নো
সেবায় লাগার পুণ্য বটেররা বোঝেনা
দানব বলছি বটে
তবে পুলিশ আর মস্তানদের বড় ভয় করে
ভয় করে রাজনীতিক আর মুনিঋষিদেরও
মোছলা ঘেটোর পথে পথে শ্যাওড়া গাছ
ঘাপটি মারা ওরে আমার বাবা
ছানার জন্য কমিক্স্ আনতে যাওয়া বাবা
হাতের নখগুলো কেটে দিয়ে
দাঁত মেজে দিয়ে
হাতে কলম ধরিয়ে দিয়ে পায়ে সর্ষেদানা
তুমি আমাকে কলসীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছো,
ঈশপের নতুন মৃতে আরো একটা ইসবগুলছানা

আমি যে বটেরদের জগতে বটগাছ হ'তে
মনে মনে হতে চেয়েছি ভাইটির
সোজা অণু আর শোয়া অণুর মাঝে
পালানো সান্ত্বনা

৩১-১২-৯২

পাঁচ

বাইনো দূরবীন ছাড়ানো কালো সমুদ্র
অণুখোলায় ভীষণ ফিশন
কানে কানে আণবিকতায়
ছলানো গরম কহানীয়াঁ

দেখতে হবে পড়োশী কেমন
পড়োশিনী
কাঁদায় হারানো গিয়ার, গানের কুশব্দগুলো
বাণ মারতে যায়
অযোধ্যায়, গে পড়োশিনী!

কেলাসিত, নিচে পড়ে বাড়ছি
যেমন বাড়ছো ভাত হাঁড়িতে
অমর
তুমি ও রাণু
খুনের পরেও খুন শব্দটায়
তা দিচ্ছো
মালা ও রাণুকে দেখি এ ওর গলায়
ব'সে যাচ্ছে মিষ্ট

আণব আমি
কঠিন দিনে ভঙ্গু নেতানী প্রেক্ষায়
জলের তলায় লুকিয়েও
জল ফুলে ওঠা ঠেকাতে পারছিনা

৩১-১২-৯২

ঘাম

গায়ে প্রথম ঘাম
ওড়া উলফার ওই মেঘশালে নিতম্ব ঘর্ষণগুলো
কারে, টঙে, বন্দি করে বাঁধা
সবজে রঙের, কার্বনকপি গাছে চারকোনা জামা পরেছে
দিনে বছরের প্রথম দিনের ঘাম
আবহবার্তায় ফুসলে ওঠে বেতার বিপণী
একজন পড়ে চলেছে মেয়েলী ইথার থেকে

দেখতে দেখতে পরিশ্রম এসে গেল
বাজার খুলল বুধবার
রোদ পথ করে নিচ্ছে নিজের আড়মোড়া ফলো শব্দে
বরফের ঘাম দেখে বিশ্বাস করতে হল সুলতাকে
মেশাতে হল নমকনুনায় গায়ে
রোনা গানায় কেউ আর উঠতে চায়না
কখনো উঠতে হবে ভেবে
গায়ে জ্বর আসছে বুধবারের বেশ্যার

রুটিনের কথা যে যে মনে রেখেছে
চাষ জমিতে মেঘে পাইকার আড়ালে যে শুয়ে
তারও দেখি গা বেয়ে ঘাম কার্বনের ওপরে পড়েছে

২২-২-৯৩

স্বপ্নে যেন মরি

বাকসারা; এখন তারই ধুয়ো
কেকালয় থেকে
চশমার ওপরে চশমা তবে দেখা
মরি তো বর্ণে বর্ণে
শোনার জন্য, শুনো ভাণ্ডার ভাঙা হচ্ছে
চিনো গলাকাটার দাগ ও রেশরেখা
হায় ধুয়ো কায়মন কায়মনে
আর কেউ খাবার চাইতে আসবেনা এই শান্তি

কথার কোন কারণ নেই, এগুলো কথা নয়
ঘুরিয়ে পরা পায়ের পাতায় মরীচিকা জমছে
মরুবোনা হয়েছে কেকালয়ের সাক্ষাৎ নিচে
আর উচ্চময়ূরী ডিমে ফতেমার তা' দেওয়া দেখছে
শগুনের দোয়ায় ওজু-সারা জল গড়ালো
গুা এখন চুষতে পারে পুণ্য

যেমন যেন বর্ণে
মরতে হলে স্বপ্নে যেন মরি
কাকে পুষতে গিয়ে চালু
তোলে গল্পধ্বনি
দোহাই ধরে ও ধুয়ো
সংঘসন্তমণি

১৭-৩-৯৩

হারপুনের গান

হারপুন যে ছোঁড়ে তার গলায় একটা গান থাকা দরকার
উরসের দিনে যে তেজনা, ঘড়ি বলছে রাঁধো
উল্‌সে ওঠা গানের মেলানকলি
মারতে মারতেই বেঁচে ওঠা যাদের ক্ষুধার পালায়
পথ চলিত হারপুনে গান স্তন ধরেছে

উজ্জ্বল বোলাইনে আলোর বড়ভাসাই দেখছি বৌল হাতে
হারানো ঠিকানাই খুঁজছি হুঁশের ভেতর
মাছের চোখে মনুষ্যাকার চিঠি
কুদে পড়ল জলে
ভাবো মাছেরই চোখ মছলিনয়ন বলা
অনেক্ষণ ময়েশ্চারাইজ্‌ড্‌ হয়ে থাকবে
খালি বৌলে টমটমি, বসন্ত জলোয়া

পড়া হচ্ছে হরফগুলো হারাতে হারাতে
পুরো আদলের টেবিল ঘেরা সহাস্য নমুনা
বৌলে আমার ঘামের গন্ধ খুনের চাপা শব্দ
স্নায়ুশিকল বিকল চোখ গানমোচনের প্রিজম
গুঁড়োজলম গুঁড়োজলম স্রোত যেখানে পরিবেশিত
রঙীন চিত্রনাট্য হাতে চুলে চিরুণী
লোকটা চেয়ার শব্দ করে টানবে
হারপুনের গা থেকে টেনে খাবে দিব্যমাংসগুলো

১৯-৩-৯৩

আমি ও অরুণা

বিলম্বিত সিঁড়ি, উড়তে উড়তে বারবার লয় বসছে
সেমিজের কেন্দ্রে আর নেমে যাচ্ছে ভুবনে
গজিয়ে ওঠা গণিকা সাম্পানের বলক ঢেউ

সামনে নীবার আয়না, পারদ চেটে খেয়ে
সামাজিক ফুর্তিগুলো ফুটে উঠছে অরুণার গায়ে
পথে আমার পথমারাই কল বেলচা আরোহী
হিংসোনামা ওগো নটখট বিলম্বিত সিঁড়ি

কথায় কথিত যারা তাদের মধ্যে আমি ও অরুণার
চুলো ভেসে নেচে

২৩-৩-৯৩

খিদু

ওম্ চুন্নি ময়নাদের মধ্যে যেটি নিষ্পলক সারি
বর্তনবাজানো বেদে ক্লেশে খচিত হিরণগুফাগুলি
যারপরনাই সত্য কথাই বলবে
তোতলাও বলো নিনিনিস্ফো দুলবৃত্ত দোলাও
কানে আর আসতে বলো কাচের গুঁড়োগুঁড়োয়
খিদেকান্নার ঝলমলানো প্রিন্ট

কঠিন কোরো না কথা নিজেদের বোকামি ভাঙাতে
কফিনে জমানো জল উপুড় করে ঝেড়ে ফেলা হল
জানা যায় অবিংশত উড়ো
গরীবের কান্নাকাটি বানানো গরীবে

কে করেছে কার গল্প ওমশারিকার গোপন চুলে লাগা
দেশে দেশে গন্ধমাখা উপাসের পরম কণিকা

৩০-৩-৯৩

জিন জিন

লেপটন থেকে বাহারী বৃক্ষ গড়ে উঠল সোজা
এই তবে মুক্তি
এই তবে মোটামুটি কাণ্ডমোচন
বিরঙ্গা বলে জিনের জোড়া কাঁথায় ফণীর ভয়গান মাখানো শাপ
মাত্রায় চতুর্থবার
গমনে উল্কি পরা ঠাঁট কাগজে কাগজে
প্রতি শতাব্দীর অখাদ্য গামা বিটা

তারপর মাইক্রোফিল্ম হয়ে আসে চোখের ভেতর
রক্ষা হয় অবসরে ভালোবাসবে বলে
রাণুকে যাকে আমি কুন্তীর চেয়ে বড়
কোয়ার্কের মধ্য থেকে পরিচ্ছন্ন উঠে আসতে দেখি
সম্ভাব্য সকল রঙের বলই সেঁটে এক কাণ্ড করেছে
রাণুকে নিয়ে

পেয়ার দেওয়া বাকি সঙ্গে নিয়ে শোওয়া
আর মনে-মনে জানা ভোরে উঠব এবং
রাণুকে জানব না
এ-বংশে এমনই জিন প্রোটন বিভাজিকা
পনেরোশো সনের বলবৃক্ষ ও আমি একসঙ্গে বাঁচা অভ্যাস করে যাচ্ছি
গানের কথাগুলো গিটারের তার ছিঁড়ছে
জুড়ছি আলোফোয়ারা খেতে-খেতে

২৪-৩-৯৩

পারিজাত

মেরুদের উত্তর-মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে পারিজাত
আমি হাত বাড়ালে পারতাম
সোনা খুঁজিয়ের চুবড়িতে এই বাগান
সন্ধ্যার সন্ধ্যানামা
পালকি থেকে পালকিতে ঘোরা বিয়ানে
যে চোরের মেয়ে লুডোঘর টপকে
যে মাছকুমারী পরিগণিত কান্নায়
পারিজাত ফুল

আর্টের পর বানানসই মিউজিকে
অপেরা বনাম অপেরা
প্রেম
এই নবম বিদ্রোহ
ও কোষ ত্বরণী বিদ্যার জন্য আমি যেতে পারতাম
কুশপুতুলের শ্মশানে
হে সমাজ বনাবন
দু একটা গাছের কাছারি

দূরের পাগল আরো দূর থেকে
জনমবিতা
কোঁক থেকে একটা মাত্র শাদা টিপ জলের
জল
ঝাঁপের ভাঙা শব্দ জোড়া
নাচ
পারিজাত পারিজাত

২৭-৪-৯৩

নাতরোয়া

সত্যি সত্যি তরোয়াল হাতে
তরোয়াল
সোনাখনিরণ কোথায় তুমি
এখানে সত্যিই হাতে হাতে তরোয়াল
কোপ
কোপের পরেও তাড়াহীন
প্রথমে সাদায় রাঙানো সাদা ওহ্
হৃদবর্ণ

সেদিন হাওয়ায় গন্ধকমিক মানুষে মানুষে পতিত আমমুকুল
ঝড়শিলা ও আমি ও আমার বেদনাগামী আয়ু আলো
অমীমাংসিত তরুণী উঠে গেল জয় নামক হার নীলতম শাস্‌পার

মচকানো টেলিগ্রাফে এই
মৃতখাদ্যকে জ্যান্ত করে তোলা
মোরগত্ব বাণী

শরণাগত বাহাদুর জমাক্ষমায় ললিত সুরে সুরে দুফাল দুই স্বপ্ন
আর আমার মধ্যে অটুট মিছিল পিষ্ট দ্বিখণ্ডিত হাওয়া বাষ্প
হুইসিলে নাতরোয়া বৃষ্টি দৃষ্টি মৃষ্টি হীন

সাদা ছাড়া কি ক'রে কেউ লালের পর লাল

৭-৯-৯৩

সবুজসতী

ভাল করো সবুজসতী
দীর্ঘ ঈ-য়ে তোমার ফোটানো ফিল্টার আয়ু
ভাল করো
অবোধকে বোধ দাও
হিজড়েকে লিঙ্গ জটিলানি

জয় নামক নিআভায় জেলেনীর রোজকা জাল ছাড়ানো জেলি...
সোজা নাকি ‘‘‘মৎসকন্যা’’’ এই উচ্চারণ... জাল যখন শুকোচ্ছে... নিশ্বাস
নিতে পারছি... কোষমালা বিয়োচ্ছে কোষ, এই বড় কথা, পরমাণুর যা
সম্ভাবনা... অ্যামিবার... এবং মানুষের একটা কথা কবিতায় থাক একবারই...
বাচ্চারা বারে বারে বলুক —‘‘‘জয়হীন’’’

মৌকালের ক্ষয় অক্ষয় বারান্দায় টুং
ফাটল বুড়ো নেশার দেয়ালে
শীতে ফোটা ক্র্যাক গলায়
সরলের মধ্যে যত সরল মোরোনা
রঞ্জন ও আমার দুটো আন্ডারওয়ার গরম রেলিঙে

কোন ক্রিয়াই আর মানাচ্ছেনা পয়দা ছাড়া... নথ ন’ড়ে ন’ড়ে পালঙ্ক...
ঋতু... শুয়োরের বাচ্চা... মাচিস মারা বনাবন... ছুড়ে দেওয়া জালের
স্টিল ভেদ করছে আঁকা ধোঁয়া... লিঙ্গ পদাতিক... মুষড়কে করে তুলছে
গরম মুসুরি

ভাল করো সবুজসতী
পোড়ার আগে আর পোড়ার পরে
তুমি আমাদের সবুজ রয়ে যাও

২৭-৪-৯৩

বর্ষার ঝালর, আসলে সুলতার মহলপোড়া

মন মুখে আর জিভ হাতে
স্বাদে পরীর নুড়ি, এন্তেকালের
মানুষটিকে চেনা যাচ্ছেনা ঘুড়ি থেকে লাটাইয়ে
মনবাহিত সুতোয় প্রথমকার অবলোহিত করুণা
এখন মুখ থেকে ফেরত আসছে
হু-হু ক’রে উঠছে নিম্নচাপ ভাঙানো পরাবাদল

আমি এসব দেখছি ইটের ছাঁচ সরাতে সরাতে
এবং উপর্যুপরি মালে কফিনের নব ডেকোরেশন
সুলতা ও আমার মধ্যে যাওয়া আসা করছে
একটা হরাইজন্টাল ছিটকিনি
জবজব ঝড়ের জন্য রেডি জানালারুম
পরমাণু তৈরি হচ্ছে না ভাঙছে বুঝে ওঠার সময় নেই

ছুরি কাঁচির দিন আর যাবেনা দেখছি ক্যানভাস ছেড়ে
প্যালেটে রঙের বদলে গোলাপী হৃদয়, কিডনীর নীল বাস্তবতা
ঘনরোদের ফোঁটাকে দূর থেকে জব্দ করা হচ্ছে
হাতের তালুতে আঙুল সমেত লাফিয়ে উঠছে জিভ
চেনা যাচ্ছেনা নীল অ্যাপ্রনের তলায় আমাদের উপকারীকে
নুড়িদের বালুকণায় আঠারো বল্লম তবু কথা নেই

মনের খালি জায়গায় এখন সঙ্গতের গোণা তার
লন্ড্রীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠটিতে হাওয়া লাগা ইউটেরাসের সারি
কতদিন পরে সাইকেল চাপতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছি
কেউ কাউকে বাজাচ্ছেনা পোড়ামহলে, ভেজা ঝালর
মুখের অবশ মুছিয়ে দিচ্ছেনা বারবার
আমি ও সুলতা জড়াজড়ি ক’রে অপেক্ষা করছি ভয়ের

স্মৃতি লেখা ব্রেল অক্ষরে টাটকা উকোর শব্দ
শুনি টরেটক্কায় শুধরে ওঠা কোটালের গান
কেউ লক্ষ্য রাখছে আর অবাক হয়ে শুনছে সবাই
এত ইট কে পোড়াবে গুছিয়ে রাখবে অণুর গোলা
মাই দিতে দিতে ভূচন্দনের মাঈ
আমাদের বাড়িও উঠবে কাঁপতে কাঁপতে সুলতা নান্নী

২৯-৬-৯৩

ময়জনম

জল এলো জনমে
মরুকায় ফাটা মাঠে লাইনের মুখে কলটায়
চাই মাত্র আতসখানা সব্‌জে লিঙ্গ পানি
আর একটা জনজন করে ওঠা বাইস্কোপ
হাওয়া
তবু পর্দা নড়বেনা

ছাই
ফার্ন রোডে হাওয়া দিলো ভারতীয় স্ফটিক মিছিলে
আন্তরিক গাড়ি পল্যুশন ছাই ওড়ে বিছানায়
শুয়েছো ভাবো শুয়েছো গড়িয়াহাট ছাড়ানো হকার বৈশাখে
হাতগুলোতে কপট ঢোল
ছাই পর্যন্ত সবুজ জল বৃষ্টি হয়ে পড়ছে

স্টক এক্সচেঞ্জের হাই দেয়ালটাকে ব্যবহার করা যাক
পতঙ্গ
এছাড়া কাছ থেকে দেখা সম্ভব নাকি

টনকা তাপে জলসতীর আইসক্রিম জমে উঠেছে
গায়ে কনটুর ধামসে চল্ল পা-উট
ম্যাজিক তল্লাশে পড়া বৃষ্টির মিছিল ফুরালে
দেখছি দৃশ্য মেশানো কায়দার জিংশত
একটাও শুকনো সবুজ ফানি শাড়ি
জলের সাথে জ্যান্ত ফার্ণিয়াও

১১-৪-৯৪

মৃত্যু মেমরি

অদৃশ্য অনুবাদ
অনুবাদ করছি দৃশ্যগুলো
শব্দ থেকে অমীমাংসিত তরুণী তোমাকে খানিকটা
জাতীয় অক্ষরে ব্রেলে গন্ধহীন কাশে
কাশ ও অবকাশ দুটোতেই ছিল বাঁকুড়ার চিঠি
মৃত্যু মেমরি পরগণা ও ছল্লা

তারা খচিত জলাশয়ে পাত্র ডোবালাম। উঠে এলো জলের সাথে দুটো ছটপটে মৌরলা। নক্ষত্রকে আরো কাছ থেকে দেখার ইচ্ছে হল। ঠোঁট পর্যন্ত তুলে খেয়ে ফেললাম। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ শেষে বুড়ো অনুবাদেও মাঝারি পিন নম্বর তাপ্পি মারা দেখতে পাচ্ছো।

অহনার শান্তিনিকেতন অহনার শান্তিনিকেতন
পীস এবোড পীস
এবং ভুট্টাকাল

জঙ্গলের এই জায়গাটা পেরোবার সময় আমার অতীত মনে পড়ে। রেল বাইরেলে ভালবাসছি স্ত্রীয়াঁ বরফ। দূর থেকে। ছুরি হাতে নীলতম হীরকবন্দরে অস্থায়ী। মতি সামান্যই। নামব কি নামব না। অহনা?

ভুট্টা শিহরিত দোলনচাকীর এই দোষ
নাচ বেলেনি, মদ নেবেনি ঝর্ণাতারা
কোনদিন না
আত্মীয় যাদের মনে হয়, পাছে আত্মীয় হয়ে ওঠে, তারা। অনুবাদের প্রশ্নে এই জায়গাটায়... এবং মৃত্যু মেমরির কাছে... অহনার কাছে মৃত খাদ্যকে জ্যান্ত করে তুলি।

১৮-৯-৯৩

মনসুন, একটি স্থিরচিত্র

কারো লেখা কবিতাই আমরা পড়িনি। আমরা নিজেদের কবিতাও পড়িনি। এবং যারা এই দৃশ্য দেখছে পদ্যপয়ারে। আলসে থেকে বিপজ্জনক ঝোঁকা। এরা আমাদের প্রেমিকা।

লোহার আকাশ
বায়ু মুদ্রা
কিরণ পদাবলী

পড়ছে টম্বুরিণে গুঙ্গা হয়ে। গলিরাণ্ডির লালে। মেঘে মেঘে সমুদ্র প্রহারে। কেননা আমি বধির। আমাদের নাচতে নাচতেই যা কিছু শৃঙ্খলা। সাতটি শুধু? তারাদের অনন্তকালের আলো পড়ছে বৃষ্টি হয়ে। দেখছি মানুষ পছন্দ করেনা গরীবের দেশে।

সীমান্তে
না বিদ্যুৎ
ধানগুলো সব
জলের নমুনা
হাসতে হাসতে খুন

আমি জানিনা মানুষ কেন। ওরা তো নিজে থেকেই এ্যাতো। আমাদের পথ এবং পথ থেকে হে প্রেমিকা। লাখি মেরোনা রেলিঙকে। পালাও। ভিজুক অদৃষ্ট।

১৮-৯-৯৩

টিয়ার হাট

টিয়ার হাটে টেলিফোন অনবরত। হোলা, শীত, পরম্পরায় চিবুনোর শব্দ। অ্যালমন্ড আখরোটের কিচেন গার্ডেন। চচ্চড়ি চাপিয়ে সুলতা মুখ বাড়ালো। ঠোঁটে লা। একই লোক চালু প্রত্যেকটা মিছিলে। টিয়ার হাটে যে বিক্রী করবে এবং যে কিনবে তারা একই লোক। এটা বুঝতে পারা কি খুব কঠিন যে বিছানায় একই স্ত্রী এবং একটাই পুরুষ? তারা সুলতা ও বারীন?

তবু ভরতপুরে রাজখারশোঁয়ায় মাটাডোরের টায়ারে জেগে ওঠা জন্ম-জন্মান্তরের ব্রেক। এসে গেছি। ছবি তুলছি তবক্‌তুম। হাসতে হাসতে সুলতার লকার চুরি হয়ে যাচ্ছে টিয়ার হাটে।

খাঁচা বাঁ হাতে টেনে বাঁদিকে ফেলা। ডান দিকে টিয়ার অখাদ্য মাংস। টেলিফোন অনবরত।

১৮-৯-৯৩

রোমযুগ

লাস চলছেই ভেতরে ভেতরে
রোম জাগানো হরমোনের নামটাও অগাস্টাস
গা উল্লাসে চোরাসন্না
মানো কিন্তু বোকোনা যখন খাই দীর্ঘতম ভাত
পৃথিবীর যারা খেলোনা
তাদের কথা মনে পড়ায় আমি উঠতেই পারি না আর

এর মধ্যে মন ব'লে কিছু নেই
সবটাই গতরমন্তর ঢক্কা দশটার লোকাল নিনাদ
আমপাতার দরজা দিয়ে নকল স্তন সবার হাতে হাতে
লাসকে লাস্য করে তোলার উলু পড়ল জিন্দা বিহারে
নবঘরামির অনবরত চামড়ায় চলবেই আনলাজোরির ট্রেন
অদ্ভুত এক যুগ এসেছে যখন
মরে যাবার চেয়ে বেঁচে ওঠা অনেক রিয়াল

অরুণাকে নিয়ে কারবার শুরু হয়েছিল
ঘনিয়ে আনার সময় বন্ধ হয়ে গেছি ঘনকে
দোলপার ভাষা রোদে বিরোদে
শুকোতে শুকোতে বিজ্ঞাপন উবে গেল
তবু স্বচ্ছ কথাটা বলতেই পারছিনা সরল ক'রে
যে ভাত আমার বিষয় ছিলনা

জাগারোম প্রিক সন্নায় স্থির-বৃষ্টির ঊর্ধ্বভাগ
যেমন আয়অরুণার ভেতরে বন্দি বেরোতে চাইছি
এবং তুমি স্ফটিকটা খুঁজে পেলে ইস্তাম্বুলে
অর্থ চতুরালে বার্তায়
ইকোলজিহীন পৃথিবীতে আবার রোমযুগে

২৪-৯-৯৩

ফুলের চাষ, তারই একটা মাধ্যম

এক

লেখা চেতনার পল্লী এই সিঁড়ি, নিষিদ্ধ, আঁক মেনে চলা আলোর মেশিন শুরু হল। ফুলের ঝাঁকুনি শুরু হল। ছবি সারাই থামিয়ে দূর থেকে শান্ত চেতনাকে দেখি কষ্ট করে। চেনার পথে হাওয়া-পহেলির জমানো পায়ে শিশির হয়ে লাগি। এত ক'রেও আবিষ্কার করতে হচ্ছে ভোজনরত নিজেকে। সিঁড়ি নেমে যাবার নেগেটিভ মাঝে মাঝে বুদ্ধবার্তার সাদা দাগ। বাড়িগুলো সব পড়ে গেলেই টের পাই নিজের উঠে দাঁড়ানো ছোট্ট লাঙল যা দিয়ে ফুলচাষ হবে। আমাদের ফুল কি ভাল লাগবে না এখন কদিন? নীলফিকে দূর রাষ্ট্রহীনতায় জাহাজি নির্জলা? কান্নার মেলানকলি ধারণ করা হবে কি হবে না বুঝতে পারছি না। বুঝি না লোডশেডিং-এ ফোটনের মুখোশগুলো। বিনীত। পায়ে লাগি।

দুই

গাছ দিয়ে লেখা জঙ্গলে দুচারটে মৃত মহিষ দিয়ে বোঝানো যাবে না ভূমিকম্পের গুরুত্ব। ওরই মধ্যে জায়গা ফাঁকা করে পুঁতে দেওয়া হচ্ছে মড়াদের। মনে মনে টাঙানো হচ্ছে ফুলের ছবি। উৎপন্ন হবার মুখে হাতে আমার মাসকাবারি মুদ্রায় নমামি। জাগলে জাগাও মারলে মারো আমরা সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা খেলবই। ফুলবাগান খাবো যেমন ফুল আমাকে রোজ খায়।

তিন

টুকরো মানুষের ফুলচেতনার চাষ। পাহাড় গ্যালারি। বাষ্পে অসম বৃষ্টি। সবই আমাদের ত্রিসীমানায় নামতে নামতে দেখা, ছবি থেকে যাচ্ছে সিঁড়ি বেয়ে। ফেলনা দুহাতে তোশা, মাঝখানে বাজানো ঘণ্টা দুলছে। পাথর জোড়াই চলেছে যেদিন, যেদিন ইতিহাস আমাদের বিয়োগ করেছে, যেদিন ফুলচেতনা সম্পর্কে শেষ লেকচার কামরা থেকে থামল ঘুমে, নামল ছোট লাঙলে।

চার

কুশপুতুলের গান আমি শুনতে পাই মাঝে মাঝ যখন পাল্লায় ভারি বায়ুমূল। বোতল খালি হয়ে যাবার শব্দে অনুগতি। মিছিলহীন মানুষের দুঃখ আমার এই রকম মনে হয় মাঝে মাঝে। মানুষের টুকরোরা ইতিহাস বিয়োগ করছে আর বলছে, হিস্টরি সেপারেটস্ আস্। যখন আগুন লাগবে সেই তাপ উঠেছে। একটা নয় প্লিজ, দুটো চোখ দিয়েই ব্যাপারটা বোঝা হোক।

পাঁচ

কাঁপতে কাঁপতে ওয়াড় পরানো হচ্ছে রোগা বল্লরীর গায়ে। ভূমি রয়েছে স্থির। কোতল সম্পর্কে ধারণাগুলোর জন্য দায়ী ফুলচাষে ব্যস্ত এখন ফনফন করছে পাহাড়। কতবার ভালমন্দে হে গেরামভার, তুমিও, অসহায় লোকাল ঈশ্বর, পায়ে লাগি।

১৫-১০-৯৩

কুশপুতুলের বাচ্চা

আকাশের দু একটা টুকরো আমি খাই এখন
ভাঙা দু এক পিস রোজ না রোজ দেয় বিরাদরী
এখন খিদে পেলে গেঞ্জী খুলি
মরা নাচুনীর বুক টিপে ও কিলিয়ে মেমসাব
দম নিই সাদা অ্যাপ্রন ফুলিয়ে
তারপর হারমোনিয়া জলে নীলনবী
আর খাবার ঘণ্টা
মরা পাথরের তুলনামূলক আকাশগতি, একটা কচ্ছপের
হলুদ পিঠ থেকে দেখছে খেলার মাছ
মেলা ভাঙা পাপড়, আমার মুখ ভরে উঠছে
ইদানীং বেড়াতে যাবার ইচ্ছায় রামধনু, প্রভু
জোড়াই করছে গরীবের কবিতা আর বড়লোকের কবিতা
রামবনামের দুনিয়ায় দেখো মাথা নাচছে তবু মাথা রয়েছে স্থির
সারাজীবনে সূর্যোদয়ের তিনটে নমুনা জানা হয়েছে
তবু পা চাইছে আরো আন্তর্জাতিকতা
অর্থহীন অনন্ত সুলতার অমর বাহুরা
অ্যালবামের এই সায়াশহরে গন্ধভিন চেকনাই ফাটানো জিভ
নিয়ন্ত্রণহীন মুখে ঢুকছে আর বেরোতে ভুলছেনা

যেদিন দৈনিক ব্রথেল ঘর নিশ্শামন
যেমন গামিনীপাখি, শুঁয়োপোকা ও গুটির সম্পর্ক
রেশমসুধার খোঁজ উঁচুস্তনের কাছে জানা যাক
মদির ক্ষীরিকাবাব যা চুম্ব বহুদিন
দিকে দিকে গজিয়ে ওঠা কুশপুতুল ভিজবে শিশিরে
এবং শলাকা হেঁটে যাবে পরম চরম ঘাসে
ভাবনাটাই কবিতা যেমন নাচের বায়ুপনা
তুমি সরে গেলে যেমন ঘন আকারের তুমিই শূন্য হয়ে রইলে
বায়ুদের বণ্টন প্রণালী ওহো

উড়ন খাটোলা
নাম হল শুরুমাটি বারীন জড়োয়া
মোজাহীন বলেই ধরা পড়ে যাচ্ছে বারবার
লৌহপারাবার দেখার জন্য
বাড়ি বসে সূর্যোদয় দেখার জন্য গৃহহীন
বড়জোর হাট্টাকাট্টা পিঁপড়ে হতে পারি
শ্রেণী থেকে ভাগিয়ে দেওয়া কুশপুতুলের বাচ্চা
এসব ভালর জন্যই হয়
কেরোসিন ধারায় ভাসতে ভাসতে মনে হয়
রোজ একটা নতুন পৃথিবী
সুন্দরবনে অঙ্কুর
দেখো তুমি সুলতা মাচিস মারা যাকে বলে
যাকে বলে সূর্যআনা পাই
ভাল ও খারাপ লোচ্চা এই জ্ঞান আমাদের হল কি না
যুদ্ধ কি সত্যি থেমে গেল... পথের মারামারি!
ঘরের... ঘর
এবং খেলনা মাছ দেখছে বৃষ্টি রোকানো কাচধারা
কুশপুতুলের বাচ্চারা বড় হলে কুশপতুল হবে
এই কথা কি ছিল?
নতুন আকাশ দেখার জন্য আমরা রোজ চাইব
আকাশ ভেঙে পড়ুক আমার মাথায়
আর খেতে খেতে নাচব মরা নাচুনীর বাকি নাচগুলো

ভেজা মন্দির নাকি ক্ষিদ্দাপলিনা
এসব গম খতনা করা হয়েছে
আগুনসীমার বাইরেটা মুর্মুগুহা থেকে বেশ পরিষ্কার
পটানো হচ্ছে মানুষচরা গাছকে
যেন না হাঁটে ক্ষেত্রনাপা রিবনে
লাগাম
তাড়িত চিবাই ভোররাম মিশিয়ে

আগ-এর মুখ থেকে শুরু করি গোটা চিতা
ধড় মুণ্ডু মানুষের টুকরোগুলোও মানুষ বলে চেনা যাচ্ছে
পিঁপড়ে হয়ে আমি তোমার মেঝে দেয়াল ছাদে
সুড়সুড়ি দিয়ে শুরু টের আমরা একই ভেলায়
কাটছি টের পাচ্ছো
সব কিছুই চলতে থাকুক অগতি হয়ে
টুকরোয় ফেঁপে উঠুক সংখ্যায়
যখন পাপড় দিয়ে শুরু হচ্ছে
আকাশের এক টুকরো দিয়ে
আসলে মাপছি কতখানি পেরে উঠব

এছাড়া চারপাশটাকে বিশ্ব মনে করার কোন উপায় দেখিনা
চোখে চাওয়া উলটো অক্ষরে
নোনট প্রতিহিজ রাতুল নান
নিনীল হ্যামক দুলছে বাতাসরোলায়
অগ্নিছায়ায় রৌদ্রতলার গরীব বাসিন্দায়
জতুরামধনু চেপেই আঁকছি আঁকনার খরগতি
কেন দেখতে পাচ্ছি
ফুটো হয়ে আবার জুড়ে যাচ্ছে আকাশ
সমুদ্র আগুনের ভেতর যত অগ্নি
ছাই বিরোধী সুলতার সচিত্র যোনির তোড়ায়
আমাদের ক্ষুদ্র পামূল বিশ্ব
মেলা দেখতে আসা বাচ্চা ছেলেটার মুখে পাপড়ের টুকরোটা

৩-১-৯৪

অটোরাত

গর্ত সে মাটিতেই হোক বা বাতাসে
চিমনী যেদিন কুয়োর গুণ পেল
বায়ুমোড়ে ওমমাথায় শান্ত হল শকুনি
সহজ নিঃশ্বাসে সেদিন আমি পেট ভ'রে প্রতিবিম্বটা খেলাম

আসলে গুণই ওদের পেয়েছে ওলা ওমের প্রচুর ফোকরে
ঋতুগলনের পায়চারি জোড়া শহরে দুবিম্ব কোণায়
খাবার পর এক মাইল হাঁটার নামে
গরীবগুর্বোরা আবেগের চোটে আর থামতে শিখলনা
প্রতিবিম্ব হারানোটা টের পেলোনা কেউ

ফলে হল কি চিমনী আর কুয়োরা
দিন দুপুরের অটোরাতে হাঁটতে শুরু করল রিয়্যালি
জল আর ধোঁয়া চিট করছে আমাকে
মাটি আর আকাশ চেঁচিয়ে বলি
চিট করছে গুণে পড়া বুলবুল দম্পতিকেও
এ তল্লাটে মানুষের ব্যবহার এত আশংকায় পড়েনি কখনো

আমি কি পড়িনি আরো ঘোর বিপদে পনিয়া কোম্পানি
যখন ছায়া নেই বলেই যোনিমিশ্রিত কুয়ো ও চিমনী
প্রতিভয় হয়ে উঠল কবিতার সফ্‌ট্‌ওয়্যারে
আর ঘুমহীন গরীবরা মধ্য আধরাতে
আধখানা ক্যাম্পোজ দিয়ে আধগ্লাস অটোরাতকে ভয়তমে গিলে ফেলল

১৫-৬-৯৪

বয়াম-ভ্রূণ হো হো

বয়ামের মাথা নিচের দিকে তাকিয়ে দেখছে শেষ লেবেনচুষগুলো
তার হার্ট এবং রক্তরেখা ফ্যালোপিয়ান ফসিল
এবং বয়ামটি নিজেকেও অটুট চিত্রিত

হুমর্মে টয়ট্রেনটার সাদা এখনো চলছে আসবাবে
বাতানুকূল বৃদ্ধমঙ্কারি এবং দু-একজন অবশ্য মেকানিক
বই চশমা ও স্প্যানার হাতে
অক্ষত এই মেশিনশীল বয়াম অবাক করছেনা যাত্রিদের

ভ্রূণসকাশ সূর্য এবং নুংকু ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে ফ্যাক্ট
একতাঅণুর ভাঙচুর মনেলয় আর হচ্ছেনা
চুমুখাবার সময় জিভ হয়ে উঠছে সুবাদের বড়
ডিজাইন বোর্ড পরিবেশ জমে ওঠা ক্ষুদে বন্ধুরা
হেসে উঠল চা কারখানায় মাইম নমুনায়
অজ্ঞান
এবং ভীতি
ছোট হয়ে আসছে বাতায় বাতাসিতে

এই যে বিজনবাড়ি এই যে কাচের সেফটি ছাড়ানো উৎফুল্লতা
বয়ামের গায়ে লাগা সুটেবল কনডোম
ফিটফাট দাঁড়ানো দুসময়ের পাহাড় মাহাড়
গালে গালে লেবেনচুষ
ঘুরছে হাত্তারি

৮-৮-৯৪

টেকনিকালীন পদ্য

ঘনকের আইডিয়া আমার বাইরে থেকে যেটুকু হয়েছিল
তা ভেঙে গেল আজ পারদ আছড়ে পড়ায়
থার্মোমিটার হাতে কাচ ও বাতাসভেদী
শরীরের টুকরোগুলো দেখি ছড়িয়ে পড়ছে বেকারই
স্তনাংকে হিউমিড চেপে ধরা অন্তস্তিয়

বারাসত কিম্বা ব্যারাকপুরের ভাইরাস আমি আর বলতে পারব না
ভাঙা বা জোড়া পারদকে গোলই মনে হল বাইরে থেকে
মনে হল সময় ব্যাকগিয়ারে ঘনকের ভেতরে পৌঁছে দেবে আমাকে
যদি ঘনক বলে সত্যিই কিছু থাকে

অঙ্কে জমানো আঁক বৃত্তকে উলটো গহনায়
প্রাম থেকে ছোট্ট আমি বলোতো কোন ডিম্বছড়ায় ডিমে
পালকি চাপি ঝাঁপ বন্ধ ক'রে প্রতীক্ষা করি জার্ক
দেখি হাত দিয়ে পাট করা হচ্ছে ইভলিউটের ঝোলা অংশগুলো
কাপুত ছবি
দ্রাম নামক পায়রা এবং এ ছবি পছন্দ করা রাণু সমকায়

আয়নার নিউক্লিয়াসে অদৃশ্য কোকিল পাপিয়ার দু-ধরন
প্রোটিনার মীনাবাজারে সোমথ প্রোটন
আর মর্চেমান টেকনিকালীন গন্ধ উঠছে পারদ বিভাজনে

ধুলো বড় হয়ে উঠছে গালাপাগোসে আগ্রায় আমাদের ডিনার টেবিলে
প্রাণীদের গ্রহণকটোরায় প্রতিকবিতার বিম্ব তিনবার রঙীন লাফালো
পারদেরই পড়া বলতে তিনতরন্তি ওয়েল কামনায় জম নিসাদা
ফোটনের মেঘমিতি মুর্তবি চশমা পোড়ানো ধোঁয়ায়
তখনো পড়া হয়নি রাণুর জুড়ান্ থার্মো

৮-৮-৯৪

নোপারিজাত

মাকু শব্দটা খারাপ শোনায় বলে তার নাম দেওয়া হল পারিজাত
পারিজাত এখন মেরুদের মধ্যে চিলিং এফেক্ট দেবে
ঊর্ধ্ব বা অধ তার ইলেকট্রন সফর নিয়ে
আমাদের চিন্তার অবকাশ নেই
জাহাজগুলো স্কট বা কুক পয়েন্ট থেকে ফিরে আসবে ভোরে বিকেলে
নোঙর হলে বলব ভয় চেপে আনন্দ সংবাদগুলো
এবং বৈদ্যুতিক তাঁতের
ফরমুলা চড়াবো ছেলের অঙ্কখাতায় গায়ে জামাকাপড়ে
সোনা খুঁজিয়ের চুবড়ি এই বাগানে এসে মাদুর হল
এবং শুলো যাদুই বাস্তব বোধে স্বর্ণকাঠ
গাছে গাছে অবাক জলপান
নৌটঙ্কির প্রতিটি সুনা বোলে চমকালো খালিঘর
উবু পুতুলের উপনয়নে দু একটা গাছের কাছারি
বন্দি তবু দুলছে কানপাশা
পারিজাতের

আর্টক্লাসের পরগানে বানানসই কোষত্বরণ বোঝানো হল
অর্কিড চিহড়লতা গলগ্রহের গলায় কাঠগড়া বসিয়ে
মাকুদের গাঁয়ের কুমারী আর চিনতে পারছেনা দিশার ঘর
বরফ টু বরফ উত্তর দক্ষিণ সবখানেই পারিজাত
রোবোদের ইন্দ্রিয় সরাইখানার মুখোমুখি আনন্দকে অবাক হয়ে দেখছে

৯-৮-৯৪

জলের সিনেমা

এপাড়া ওপাড়ার জল আকাশে উঠে এককাট্টা হচ্ছে সবাই
আত্মারাও পড়ে থাকেনি
তাদের কোন হাত পা নেই মুখ ও লিঙ্গ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে
বায়োস্কোপের পর্দায় গড়ানো বৃষ্টির মধ্য দিয়ে
মরুকায় ফাটা মাঠে লাইনের মুখে কলটায়
জলের মজা পেয়েছে রাক্ষসে

ছাই
ফার্ণ রোডে হাওয়া দিল এক ভারতীয় কুমারীর দিলে
আন্তরিক ক্লোরোফিল গাড়ি
পল্যুশন
ছাই ওড়ে বিছানায়
শুয়েছো ভাবো শুয়েছো গাড়িয়াহাটা ছাড়ানো বৈশাখে
হাত দুটোতে কপট ঢোল বাতি বা নিষ্পাতি
ভেজা হচ্ছে একস্তম্ভ আত্মারই বৃষ্টিতে

আরো যাওয়া হাওয়া পেল ছাই ও জল
সিনেমার দেয়ালটার ভেতরে ঢুকে
ট্রেনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল নিজের স্টেশনে
রাক্ষস তাদের শুধু জলমজাটুকু
গায়ে কণ্টুর ধামসে চলা পাউট কুরবাণী

দেখছি দৃশ্য মেশানো কায়দায় জিংশত
একটাও শুকনো সবুজ শাড়ি
ফুরফুরে জলের সাথে জ্যান্ত কুমারী

৯-৮-৯৪

বেলুনফাটার শব্দ

ছেঁড়া বেলুনটাকে জরায়ু বলতে হলে
আমি রঙছাড়া কোন বেলুন ভাবতে পারি না
হাওয়া জামায় ভ্রমরভ্রূণ
বেড়ে উঠছে বেলুনের সাথে মাথার বেড্রোম
স্বপ্ন সম্প্রসারিত হচ্ছে

এই ঘরে অবসান বেলুনের শিশুরা
দ্রুতবালিকার কমন লাভ ও মোজাম্বিক ম্যাপ এঁকেছে
গর্ভরাজ ফুলের তারতম্য আমি রঙ দেখছি না কোথাও
ছুরি কাঁচি স্বরবর্ণ আজ দস্তানা পরেছে
রঙ ছাড়াই দীপ্ত সকাল এবং বৃষ্টি ভলকানো

বেলুনহীন শিশুরোল আমি ভাবতে পারি না
এবং শব্দহীন জরায়ু পার্টস না চেনা ডাক্তার
যেখানে কোন মেয়েমানুষের গন্ধ নেই
মাথায় কোন ইন্দ্রিয় নেই

১৯-৯-৯৪

দূর কুয়াশা

অনেক কান্নাকাটির পর চাউলকে চাল-এর পোশাকে দেখলাম
মেয়েরা তা খুলে দিচ্ছে
এ-ই ভাল ছিল
আজ অন্নময়ী শব্দ ভাপ্‌কি দিয়ে পথে বসিয়ে গেল
কিছু অক্ষর সবুজ আর কিছু অক্ষর লাল
এ আমি বিশ্বাস করতাম না যদিনা দেখতাম বইয়ে আঁকা বিশ্বে
শব্দগুলো কথা বলছে কালো আর সাদা ভাষায়

তাহলে রঙ নয়
ওইটুকু রিয়াল ক্ষুধায় চালানো দুই চোখে
এখন আমি শব্দের স্যালাডগুলো খাচ্ছি
পোনা গাছ মাটি কাঁদা হচ্ছে

জলের বর্ণ এ জীবনে আর দেখবনা গতরদানে
শুধু কানদুটো এখনো খালি বলে ধানিকুয়াশারা ভিড় করেছে
এই যে এতদূর হেঁটে এলাম
এতদূর কুয়াশা

২২-১১-৯৪

ভাসা ভাষায় প্রেমকা একঠো কবিতা

এই ভাষায় জানিনা প্রেমের কবিতা লেখা যাবে কি না। ধরে নেওয়া যাবে কি না প্রেমিকার মাথাপাছা। গাড্ডায় যাওয়া বা প্রেমে পড়ার মত বাজে কথা না বলে আমি প্রেমে দাঁড়ানো বা শোয়ার কথাই বলতে চাই। তোমার পাশে। তোমারই পাশে সুলতা। যত দেবীমূর্তি তুমি দেখেছো তাদের সবার চেয়ে তোমার পেছনটা বেশি নিটোল—এনিয়ে তোমার কানে যারা এতদিন দেব-সুলভ কাব্য শুনিয়েছে তাদের হাত ছিল না। যাদের হাত ছিল তাদের কঙ্কালগুলোয় কোন লিঙ্গ নেই দেখে তোমার হাসি পেলে আমিও লজ্জায় পড়ে যাবো।

আমিই তোমাকে জন্ম দিই পরীমেশিন এবং ঢুকে যাই তোমার মধ্যে। তুমি আমাকে খুব সাবধানে কাটো আর গ'ড়ে তোল তোমার মনের মত। এভাবে প্রতিমুহূর্তে সুলতা, তোমাকে আমি ও তুমি আমাকে ছেড়ে দিয়ে দুটো ছায়াকে লেপটে থাকতে দিই। এসো মুক্ত হতে থাকি আরো শক্ত দাঁড়ানো ও শোয়ার মধ্যেকার পড়ে যাওয়া হাত বাড়িয়ে রুকে। ভালবাসার কোন আলাদা মানে নেই ছায়ামুক্তি ছাড়া। তাহলে আলো নিয়ে আমরা কি করব? সুইচ নিয়ে? মাথা আর হৃদয়ের মধ্যে কোন আলো তো নেই।

হৃমকে অসুখে ফেলার পরেও পরীমেশিন, আমি তোমার ভেতর আম-ডুল-ডুল বা আত্তিপাত্তি খেলার হুইসিল বাজাচ্ছি; তুমি হাসার বদলে চমকে উঠছো কেন? বিয়ে বিয়া বয়া—এই তিনতরন্তি ভেসে থাকার পিন্-কে উস্কে মোড়ানো সুলতা লেটস ফাক অ্যান্ড ফাক দেম লাফিং আকাশ ও পাতাল পর্যন্ত। শালা চুমু না খেয়ে মাইরি এইড্স্ হেজিয়ে এই প্রেমের কবিতা! ব্যাটা, একটাও পড়িনি। তুমি?

শুদ্ধ কবিতার মিনমিনে ধুতিকে জব্বর হাওয়ায় ওড়াচ্ছো

১৪-১১-৯৪

ভেলভেট পোকার ট্রেন

যা একদিন মনে হয়েছিল লাল ভেলভেট পোকা, হাতে তোলা যাবে ঘাস থেকে বা দেশলাই বাক্সে পোরা যাবে তা আমার সঙ্গে বড় হয়ে উঠলনা আর। সেই ফিলিংটা কিন্তু রয়ে গেল, তা যেকোন মেয়ের গায়ে হাত দিলেই টের পাই। এর মধ্যে আবার কোন সম্পর্ক টম্পর্কের কথা উঠিওনা অথবা কলম ক্যারাটে শেখা গুন্ডা মেয়েদের কথা যারা যৌনতা জাগিয়ে ভালবাসে বাক্সেরই দেশলাইগুলো।

তা সেই ফিলিং-এর দিনে আমি মেঘচন্দ্র বা বোকালাল রাজনীতির কথা ফুলবোনা। পাহাড় দেখতে যাবো না দৌড়ে, রাত জেগে ক্ল্যাসিকাল শুনতে, অলোকের সাথে মদ নিয়ে বসতে যাবো না। ভেলভেট পোকারা চারপাশ থেকে আমাকে ঘিরে বেড় দিয়ে চলতে শুরু করলে আমি একটা শব্দও তো শুনতে পাবো না। শব্দহীন একটা কবিতা শুধু অক্ষর দিয়ে সাজালে আমি ঐ মেয়েদের মধ্যেই গিয়ে পড়ি। শত্রুমিত্র যে হও ব্যাপারটা কি তোমরা সবাই এভাবেই টের পাও? ভেলভেট পোকার ট্রেনে আমাকে দেখতে পাচ্ছো কি?

১৪-১২-৯৪

প্রকল্প বাঘ

এইতো কেউ ফেরোমন বলে গেল। ভয়ে আমার বাড়ি ভেঙে যায়। আর দাঁড়ায় না স্বপ্নের আগে। রোজের এই ধ্বনি তরঙ্গ থেকে নেমে এসে আমাকে ভরিয়ে আবার তরঙ্গে ঢুকে যায় যেন কিছুই হয়নি। রোজ রোজ এই বাঁশ আর খুনসুটির পর্যায়ে নেই, আমি সিঁটিয়ে থাকি কেউ ডাকলেই। তোমাদের এরকম হয়না? পাওনা ভেঙে পড়া বাড়ির ভাসা ফেরত প্রবীণ ধ্বনির হালকা চাল? কবেকার সেই ধ্বনি কোথাও ধাক্কা খায়নি। এতটুকু টসকায়নি ফেরোমন ডাক। তাহলে কি তরঙ্গের অবতংশ নেই, ক্ষয়, ক্রমশ ঢিলেমি! যেমন তারা থেকে আলো পথেই ফুরিয়ে যায়, আমার দম ফুরিয়ে যায় স্বাধীনতার সামনে পড়লে।

ফেরোমন, কেউ আটকে ফেলছে পাড়া। 'মন' শব্দটায় তখুনি সন্দেহ হয়েছিল। ফসাতে চাইবে পুরনো ধাপ্পায়। তখন স্বপ্ন পর্যন্ত অপেক্ষা না করে দুহাতে ডেব্রি সরাতে চাইলাম সাহসভয়ে। ভাঙা ইট কাঠ লোহা পলেস্তারা কাগজপত্তর মাংস হাড় গেঞ্জি ছেঁড়া খোঁড়া খুনসুটি গপ্পোগুলো।

দেখি আমার দুপাশে দুটো হাতি এসে হোহো হাত লাগিয়ে চটপট সব সরাচ্ছে—ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে শব্দ—আমরা কথা বলছি আর পুরনো ও নতুন ধ্বনির মধ্যে কোন তফাত থাকছে না। থ্যাঙ্কিউ হাতি। কথাকে পুরনো চাপা লম্বা তরঙ্গের ক'রে ফেলে নতুন ও পুরনো একাকার ক'রে দেবার জন্য ধন্যবাদ। আরো ধন্যবাদ বাঘ সম্পর্কে আমার আদিখ্যেতা দূর ক'রে আরো বড় ভয়ের জন্য, আমাকে আরো বড় বাড়ির জন্য তৈরি করেছো বলে।

১৪-১২-৯৪

শিকড় কুচি

শুরুর লাল
আটখানা মহিলাবন্দরে পুনর্মুন শব্দ
নির্বাক যুগে রঙেদের নেগেটিভ এডিট করতে বসে
লাল গভীর হতে হতে নির্বাক নীল
ডিপ নীল কনডোম অটল হয়েছে জগৎজোড়া
অক্ষর বাকল

ছাড়াতে ছাড়াতে ওষুধ স্বভাবের প্রান্তে ভোঁদা মুখ
হম্বিসেতুর পরে সেতুপন্ন চল
বিকেলবারি পেরিয়ে যুববাতাসের মধ্যে তার দু একটা সাদা দাড়ি
সাধারণত শুরু
মিল রিমিল হোম দাঙ্গানো চুড়োয় আওয়াজ সামটে য়াজ
ঘড়ি দুঘড়ির তাস বাটা হচ্ছে আবার
দুলছে জলে পলা পরানো অনামিকানো গোধূলি
নোঙর শিকড় নোঙর শিকড়
উচ্চারণে থ্রি হার্টস ও তরঙ্গে কনডোম
সারাদিনের বিজ্ঞাপন সারাদিনের গায়ে
সুলতা তুমি
বাকলগুলো ও হোয় খেতে দেখছো

চির অসম ঝোরা বাওয়া বাতাসে
কঙ্ক কেটো থেকে শেষ ভাপের ডান
সার তুক অজন ভীমপলাশ আজ মূককীটের বিছানায়
আজ আবার অবলোহিত শান্তি

২২-২-৯৫

সমস্য ককর্পণ শব্দটি কবিতায় নিয়ে

চোখের পরী বাতাস হারালো এখানে
এলিজি খুঁজে বেড়াচ্ছে তার
মেজরাব পল্‌কা ঘোড়া জার্নিলিঙ্গিত বায়ুনাল
মৃত বটের মুনিয়াদের সিরিজগন্ধ
খবরের কাগজে তৃতীয় পাতার মতো জরুরি ছবি সুলতার যন্ত্রগানে
মোড়ক খোলা ওশাড়ভূত পাখিরা বাতাস হারালো
ককর্পণ যুবতী-পাথরে বসল বনকা ডোডো

হরমোন আর ইলেকট্রনরা নিজেদের আক্রমণ করেছে হাসির মধ্যে
কান্না একটাই
রিফিল করছে স্বয়ম্বরে পরী
কে জিতবে কেউ জানেনা দুখীরা চিঠি লিখছে কাকে
মাংসের কোমল ক্রাশারে ডেকে ওঠার ভান করল মোরগটি
এত কাছেও যুবতী পাথরটি শুনতে পাচ্ছেনা ট্রেনের আর্তনাদ
কোন ট্রেন বালবাচ্চাদের ডাকছেনা
এত না-এর মধ্যে বসা প্রজাপতিটির ঘাম থাকবে কি করে
আর হ্যাঁ সেই হাসিটিও কেউ
আজকের এই পলক ধরো বার্তাই বাতাস যাবে

দেখছি এরোপ্লেনটা আকাশে দাঁড়িয়ে আছে
সরল কম্পিত রেখায় ঝোলা চিল
তুমি আইসক্রিম হাসলে সুলতা টিপে দিলে এনটার
ভেতরে ভেতরে চলছে তিন বায়ুর স্ক্রিন
থামলে থামাও চললে চালাও পরের ফ্রেমে
মত্যুজন্মের কাঁচা চিৎকারে জোশ পেয়েছে ককর্পণ
উৎসব
এলিজি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

২৮-২-৯৫

লু

প্রকাশক— কৌরব
জানুয়ারি ২০০২
প্রচ্ছদ— হিরন্ময়

কবিতালিপির ধারণা ও তার রূপ

ফোলা মোমের গল্প

ছায়া ফসিল
তুমি
তোমারই প্রতিঅংশ বিনে
পৃথিবীর যেখানটায় বারে বারে থাকো আজো
প্রথম খনিত মনে পাতা
পুরস্কার

খবরের কাগজে খুঁজি ধাবায় ব'সে
লাভার বিরোধে এই ধীর বেড়ানো দু'পক্ষের নতুন শূন্য

না বলা কথায় ভ'রে উঠছে ফসিলদের মধ্যে তোমার প্রাণ
তুমি হয়ত আছো সেই গ্রহদের মধ্যে উপগ্রহে
চাইছি খুব ক'রে খাওয়া না খাওয়ার ওপর আলোছায়া খেলাতে খেলাতে

বিয়োগান্ত সেনারা নেমে পড়ল হেঁসেলের ভয়ে
ভুল ও সত্যি মাফলার ছবি পাচারের মমতায়
হলুদ্দের মধ্যে ধানের ক্যাচি সোনালীতে নেমে পড়ল
মাথা নুইয়ে চুল উঠতে দিল
নাচুনি হাওয়ার দল নাচবেই ধানতরঙ্গ যদ্দুর মেঠো
অনুস্বার সুদ্দ ক্ষ্যাপা এবংগুলো নিয়ে
পুরাণ মোমের চোতগড়ায় খন্‌কে ওঠা ট্যুরিস্ট
শারীরিক চিঠি লিখছি তোমাকে।

ফোলা মোমের শিল্যুট আর ডেটলের রেমিংটন গন্ধে
মৃত্যু-ইকোলজি আমি ভুলবো না
রাকস্যাকে আমরা যৌনজড়িত খাসপক্ষ
মাফিক-পেরোন কাঁপা অন্ন
এখনো দাবী করছে গরম ফিটিং-প্রিয় মেজরাবদের

যারা পাথরের সামনে বড় পাথর হয়ে মৌন সমাচারী
শীতমেশিন ও নবিশ
যন্ত্রে বাজানো গানে বেনোভয়গুলো
সবাই জোট বেঁধেছে ছায়াহীন
আমিও পল্লবী মোমের মধ্যে ঢুকে পড়ছি

অফিস-বিয়োনো পলগুলোয় খলবল করছে ভাতের আয়ত শব্দ
চোখ আয়না হয়ে যায়
এত নিশ্চুপ ও স্নায়বিক স্ট্যাচুগুলোর ভেতরকার ধাতু
ভ্রাম্যমান খিদের পিছনে ঘুরে যাচ্ছে এই কলম
শারীরিক চিঠি লিখছি

দাঁড়িয়ে বা শুয়ে তুষারচেরা ফায়ারিং মাঠে
চিত্রের সুলতা তুমি
ভায়ো

কথাওয়ালী পুতুলের মোম-টু-মোম চাপ ছাড়াই
এবং জড়তাপ
ভু বনে পথের রুচিতে ভাবনায় ভাবিত ধূপ
ট্যুরিস্ট বসেছে তার ওপরে
তার ওপরে অঙ্কন আজ
চামড়ায় পিগমেন্ট লেপা হচ্ছে সরল ক'রে
এবং শুকোন হচ্ছে সবুজ চামর দুলিয়ে

গলতে গলতে একজোট হচ্ছে সুলতা
ইকোলজির সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসছে
যোনিমূলকে
ছায়াজ্যান্ত ওহীন মুদ্রায় ফাইন্যাল বুদবুদে

বুদবুদ ফোলাচ্ছে চিঠিটার ধাতুমলমগুলো

অব্যয় মোছা অধরে নিজেরই ক্ষীণদাঁত সময় বাড়িয়ে নিচ্ছে
বারবার পাথর ও আয়না পালটাচ্ছে নাম
জড়ভাবিতার দৌড়ে যাওয়া স্নায়ু
আঙুলের আঙুল ধ'রে গায়ে হেঁটে চল্ল
উঁচুনিচু মানছে না আর

দমকা রোদে চৈত্রমাসের বিভুঁই
কমাহীন মৃগশান্তিগুলো সুলতার মশান গোচরে
যে-কোন দিনের শীৎকার রেশে রেশে দেখছি
স্নায়ুর রেশমী ফেঁসোয় ওড়াশেষ নজর
এবং ফসিলজোড়ার আওয়াজ
লগ বিলগ আমাদের বাড়ির নোনায় নিদকালীন টরেটক্কা
ছিঁড়ে ফেলার শব্দ

মোমিয়ে ওঠা মোমকলায়
ময়ূরদের ময়ূর জাদু
ফোলিত প্রসবে চিঠি ফুঃ রাসপেটানো মাদল
লৌকধারায় ভীষণ মচকে উঠছে বি থেকে বিলি
বিলীয়মান মোমোটোয়ারের গন্ধ ও
মেজরাবের হাসিন দাগ সবাই

২৮-২-৯৪

দলমার ব্লু-প্রিন্ট

১
দূর চশমা বীণ
মিথ নীলিমার বিকার ভেঙেছে এরা
ওয়াগনগুলো ঠান্ডা হচ্ছে জিপসীদের অভাবে
মেশানো কাচের গিটারে লমা লমা
বাজারে বেরোবার হারানো মুডে
যে সব নীল রং আলাদা করা যাচ্ছে না
এসো রং লাগাই এবং চাকাগুলোয় তেল
এবং দাঁড়িয়ে থাকি শরীরের মধ্যে
ঘুরুক ক্যামেরা
চারপাশে গোল্লা কেটে জানুক
আমি এই আমারই আলোটা

২
কাঠ যাবে আসান জিরুল গ্যাস চেম্বারের শামিয়ানা
জুড়ে দেয়া হচ্ছে জিপশহরে
পড়ানো হচ্ছে প্রস্তর ও প্রস্তরীটির বায়ুস্তর জামা
চলিত ফার্লং আমার সামনে
ছোটো এবং ছুটির মাথার তথ্যদপ্তরে
বনশাই করা পিওনদের ব্যাগে দুকদম ঢুলি
চোখ ছোট ক'রে মাথায় বড় চল্‌কা পার্টস মোছা আমাকে
এবং ভিক্ষাশেষের কিশোরী হাতি
চেনা যাচ্ছে আকারে চলন্ত ক্যামেরাটিকেও
জঙ্গলে কাউকে মনে হল না ল্যাংটো
চশমা খুললে এবার সবুজ ব্যাপারটা দলমা
রং খুললে মেঘ
মুখোশ খুললে ঝড়
এতক্ষণে উঁচা ত্রিসীমায় থনপুকার ধ্বনি
পাহাড়ের ছদ্মবেশে শুয়ে থাকা সুলতার ঘুম ভাঙল কিনা

৩
দ্যাখো দেখছি জিপশহরে হীরেক্ষেতের ওপর বৃষ্টি
হীরেসারাই শ্রমিকরা এবং আমি
বস্তি এনেছি মাথায় করে
মালামালি চেল্লামেল্লি সাঁজোয়া এপ্রিলের বরফগুদাম
আজ নিশিরোদে বর্ণবৃষ্টি
ভিজে যাচ্ছে হাতমিথুনের যুবনৌকা
কবিতার বীজ থেকে ছানা কবিতা এত দ্রুত গজাতে পারে
হীরেসারাইকেও বস্তুমিলন বলা যবে
ভাবতে পারিনি কবিতার মূককীটগুলো ফুটে উঠবে সবাই
মিথ মিথেনের দলমা কাহিনী চিত্রে দেখব
নাকি পড়ব নিনীল চশমা বারবার মুছে
বস্তিটির ব্লুপ্রিন্টের ওপর ভারী হিম হয়ে
চোলাই বারান্দা

৪
এপ্রিলের ক্যালেন্ডার গাছে দু'একটা তারিখ আমারই দাগানো
রাকস্যাকে রাখা লোকটা কই?
সকালের কবর চালানো
পেন্সিল
কয়লা থেকে ফিরে আসা
পেট্রোল থেকে ফিরে আসা ফসিলের টুটা ফাটা শব্দ
শোনা ইকোলজিতে ঘোরানো হিসির অক্ষর
তারিফ কেন্দ্র ওঃ সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি
মাথানো মাথায় এপ্রিল সেই লোকটার
ভয়
রোজ বেড়ে যায় গাছ আর ফসিল কেঁপে ওঠে
পরিবারকে চিনতে না পারা ফ্লপ সিনেমা
পায়ে চলা মা লিটল শব্দ যুবতী পয়ার
হালকা চালের পদ্যরেখাগুলো
দলমায় জেগে ওঠা ঝটিতি দলমার রাকস্যাক

পড়ে আছে

৫
যামরশালায় একবার কৃষ্ণ অনুভূতির হাতুড়ি গান
সূর্যটি গেছে কোয়ার্কে
মুহু এবং মুহু ক্ষণিকার লেপটনে চামরচিহ্ন কে বুঝেছে
রেশ নেই ইলেকট্রনিকেও
থনপুকারের টাইম চিল খুব বিকেল

৬
অনুর্ভাষা নেই
এই যে শরীর থরোথরো এ তো তারই ভাঙচুর
অনুবিষাদ ঝাম
বিকোষিত আর গণতান্ত্রিক ইন্টেস্টাইন
আমার আপেক্ষিক বাচ্চিকুসুমকে দোয়া
হে উচ্চতাবিনাশী হাওয়া
বিদারো

৭
কর্কট পাহাড় কারো কথা শুনছে না
এমনকি দলমায়
জলের কলেরা

৮
দলমা আজকে হাফপ্যান্ট পরেছে
হাতটাঙির গা উলগুলানো উদাম
মুখে বসানো ক্যামেরার শেষে ঐ বিজলীঘাটি থেকে হাইড আউট
বাহির্লুক্কা উল্‌টিয়োনা ত্রিরা
নুনের তবকচাট প্রাণপানি আঃ দু একটা ফিল্টার উইলস
টপকে টপকে নামছে দুজনের জন্য দুজন ম্যারাথন এ্যথলিট

৯
কাউকে নিয়ে এত কথা বলা ঠিক হচ্ছে নাকি
ডাকছি তবু হরিণ আসছে না
হাফ যাদুঘরে প্রাণ থাকবে না স্বভাবে
জানা ছিল ইতিকথার কাকলাশ পাহাড়কে পাহাড়ে
চেপে ধরা যাবে না
যেভাবে আজ তিনমাত্রাকে চেপে নীল ফ্ল্যাট করা হয়েছে বিছানো টেবিলে
আমার চোখের সামনে

১০
এবার গভীর কিছু বলব মনে করো
সুলতাকে ছেড়ে যাবার সময় আকছার ব্রেক ফেল করে
গাছের গাছনি বায়
দূরবীণ আছড়ে ফ্যালে
চিড়িয়াখানা বিগড়াতে থাকে রাঁঢ়িবাড়ীর
জনজন ক'রে ওঠা পথের নক্সায় পথহীন ওঠানামার ধারা
যেদিন দলমা সেদিন মাথায় শুধুই পক্ষপাতহীন দলমার কচি আঙুল
কার যেন
গোনা হিজড়া অপেরা

১৪-৪-৯৪

ক্লোরো স্বপ্ন

স্বপ্নাকলিদের মধ্যে কোরা সুলতাকে অনেকেই চেনে
গায়ে ক্লোরোফিল থাকলে যা হয় রাত্তিরে
প্রসাঁওতালি কুঠার
অর্গল, অর্গলভান যে অর্কিডের

নীল ও সবুজের তরঙ্গে-ত্মীয় কনফিউশন
দিনের মোরামে তাকে চিনে ওঠাই মুশকিল
ভেতরে মেঘ নেই, ওড়া অণু
মাত্র আকাশের পাখি
স্থায়ী ফুলেরা মাত্র
যান্ত্রিক স্বপ্ন এসেছে তপ্তবালুর রকমফেরে
দু একটা কলির স্নায়ু হয়েছে টং
পত্রপাঠ করব না স্থির করেছি

সূর্য আগুন অথবা মানুষ যা যা করতে পারে
স্বপ্নাদের নিচতলায় গ'লে শুকিয়ে মামড়ি আকারের ওপর স্নায়ুচাষ
তলসুলতার স্মৃতি লেখা বিছানা
জিভ সাঁতার কাটছে হরমোনের কারখানায় বাধ্য হ'য়ে

২৭-৩-৯৫

ঝাড় খণ্ডে গ্রহণ

বড় আলোর ভোর বেলায় একদিন কাঠের গাছেও গ্রহণ লাগল
ফেলে দেওয়া হল তৈরি খাবার থেকে ছদ্মবেশী ছবি
মাটিতে লাট খেয়ে আবার উঠছে সোপগানে
প্রবাসী স্প্রিংগীত পাতা
সে কারো খাদ্য নয়

সে রং রাঙানো নয় পথিক তরঙ্গ

দৃশ্যের সাথে সাথে চোখও আমাদের দ্রুত হ'য়ে
গ্রহণ করছে ওড়া পাতার অ্যালবাম পুরাণ
ভাঙাবাড়ি ইট কাঠ মোজাহীন ঝাড়খণ্ড
ও বিদ্যুতিন যে গানগুলো নিয়ে যাচ্ছে
টম্বুর ঘামানো

কথায় এসো হাঁটি
করোনা-কে ভেঙে খাই এবারের সবুজ পাঞ্জাবি

৩-৪-৯৫

ইথার রথ

মাটির দুগজ গানে আবার গাছ কুসুমদের শিরিষদের
তাদের ছেলেপুলেরা আজ ছেলেগান ও মেয়েগান নিয়ে
স্বরলিপির আলাদা চারায়
কিরায়
জংমানানো জলের সাইকেলে

তো কোন কোন কঙ্কালের মুখে গানকুঠ
এবং কোন কোন কাঁকালের প্রশ্ন মিছিল পর্যন্ত যেতে পারছে না
মানুষের আকারে তরলের নবজন্ম হচ্ছে কি ভাবে

হাতে মাইক্রোফোন মঞ্চ ডিগাধুম গারেট
গর্মিত মোচন হচ্ছে কবিতার সফটওয়্যার সময়তান
যৌনসেল জিনে চুমু খাচ্ছে শারীরিক স্মৃত্রি ছবি

বনে ও মনে নোটেশনে ভরা কুঠারগুলির শব্দ
অর্গানের অর্গাজমের দিগন্ত চাই

ইথারলাগানো তরুণীপদ চাই শেষ হোক
আমাদের তোমাআমাদের
নামানুষ নাগাছ চৌপাই চৌতারে
একই কথা একটাই কবিতা বারেবারে

৫-৪-৯৫

মৃত্যু স্বরলিপি

ঘুম থেকে উঠে দেখি সবুজ গেলাসে
পলাশের মদ
কাচের সিম্ফনী ভেঙে যাবার
টুটা ফুটা ক্ষেতে গোটানো মশারি অব্‌দি চরাচর
কংক্রিট কুঁচকে ওঠার গান কারখানা হুটার
নায়িকাহীন কবিতায় একজন নায়িকার ফোলা মোম
এবার গলে পড়বে পলাশের মদে
বুকের বোতামে বুকের পাশবোতামের রং
লক্ষ্য করার জন্য সাক্ষ্য মানি ট্যুরিস্ট-এর
রোদগুলি নীরব সিম্ফনী যদি যে বলতে পারে আমাদের
কাগজে ফিচার লিখতে পারে কি ভাবে ফুটেছিল
মৃত্যু স্বরলিপি

৪-৫-৯৫

হাসপাতাল সিরিজ

১
এই যারা আগুন
যারা জল
যাদের ভালবাসাতরঙ্গটি বাতাস ধরে রাখছে না
বাতাস
শব্দের দুপুর পায়ে মুট
পট ফটাৎ মানেনি দৃশিত ব্রোমাইড
কমালোর লালে সুইচ হাতে শীতরুম ও রুমি

সূর্যত এই ঘর্ষরীর রুমির বদনাংকে
পট্টি জড়ানো আঁধার আঘাত
প্রাম প্রাম
খাওগো ফুলের তোড়া
এই যারা কীট
যারা গন্ধ

৩-১০-৯৫

২
দাম রাখো
এই কৌচে পরানো জিন্‌স
নটার সকাল
আমার হাতে মুষড়ানো সদারং ওষুধগুলোয়
রাবণবালার নিতম্বনীল নেই কেন

গুণপনা নিয়ে কথা হচ্ছিল উত্তুরে
কিছুটা কম্বল ঢাকা
খানিকটা সংক্রামিত জুরি
চেয়া
চেয়ারলু

দাম রাখো

আতুল বাতুল শামলায় সফেদ বর্ণমালা
কণ্ঠপোড়া যত্নে মাটি চাপানো হচ্ছে
উড়ে কি গেল হাসপাতালের পরিশীলিত ফারাক
ওই হা হোয়
পয়সার সাথে সম্পর্কও নেই কালকের বৃষ্টির

৩-১০-৯৫

৩
পায়ের নিচে মেঝে
মাথার ওপর ছাদ
মাঝখানে কিছু নেই
স্বচ্ছ
তাতে কোন হাত নেই
খাদ খাদ্য ও খিদের সমতল কনকর্ড
গল্পের আগের ঘরে

এই আমার গ্রহবেদনার ভালমন্দ চালানি কার্টন
জঙ্গলের খেলা আমরা ছেড়ে দিয়েছি বহুদিন
মরুবতন মানুষের দেশী মেঘ
জলের বদমাশি

স্মৃতির আদিতে যাদের যোনিচিত্র কষ্টে আছে তারা
যারা স্তন থেকে শুরু করেছে তারা বরং বেটার
ফুল খাবার বেলা
গুলি খাবার বেলা
তু তু লা লা
মাথা ও পায়ের চালে মিল আনতে দিন গেল
ওঃ ও ও ও ও ও
আঃ আ আ আ আ আ

৩-১০-৯৫

৪
নানা জায়গা থেকে নানা দিকে
সময় যাচ্ছে
ছাঁদ হারানোর কালে প্রতিকার বড় হয়ে উঠছে
তোমার রুমি-মুখের চেয়ে
চকনামেলানো ছাদগুলো শূন্দ্রুত্
প্রেস্ক্রিপশনের স্বরলিপিতে কাগজের হাতে পায়ে নির্ভার

দু এক মুহূর্ত চোখ দিয়ে বলা ধরেছে মনে
তারাদের মধ্যে যাদের গ্র্যাভিটি আড়াল করে না
কষ্টের ওপর রোদের চমৎকার জুতড়িৎকল
সমস্ত দাবানল বাঁচাবার জন্য পুড়িয়ে করছে টিট
সতীপনাকে
সন্ধ্যের পা হাড়ে অগ্নিমালাই

রেজোনিত শীৎকার ব্রেক করেছে
রাতের হুম
চুরমার
কানে তালা সেময় সেময়
পেয়ে গেছি বেয়ারা ইলেকট্রনদের শাসন করার যন্ত্র
হাতে বোতাম
চারমাত্রার ছবিত প্যান্টিমাইম

১৪-১০-৯৫

৫
হাসপাতালে এসে আমার অনেক উপকার হল
অবার হওয়াও বেড়ে গেল খুব
বনে জঙ্গলে গিয়ে যা বুঝতে পারিনি আগে
আজ কেবিনের জানালায় দাঁড়িয়ে আবিষ্কার হল তা
যেমন ঘাসেরা এমন কি ঘাসের ঘাসেরাও সবুজ উগলে দিচ্ছে
আর আমি উগলে দিচ্ছি বারীনকে

বুদ্ধিমানরা তাদের বুদ্ধি
আর বোকারা তাদের বোকামি
নার্সরা ঝরিয়ে ফেলছে নার্সিং এবং বাড়ির ভাবনা

এ আমি জীবনে ভুলব না যে পরিচয়গুলো আসলে ঝরে পড়া
রুমির ভালবাসাগুলো, কবিতার
কবিকে যা ঝাঁঝরা করেছে
আমাকে ওষুধগুলো, দুপুর
দুপুরহীনতায় আমার কারখানা ফুলে উঠছে আমাকে ছাড়াই

মিছিল, মানুষের বা পাতার
আসলে ঋতু-মিছিল
হাসপাতাল ঝরাতে ঝরাতে
স্বপ্ন ঝরাতে ঝরাতে

১৪-১০-৯৫

৬
শারদীয়া হাসপাতালে একদিন ডুবুরীরা ভেসে উঠল বাতাসে
অক্সিজেন সিলিন্ডার খুলে নিতে গেলে তারা আপত্তি করল
স্কুবা ফিন চামড়া ও চশমা
চশমা তাদের সাহায্য করেছিল খুব ভাসতে কোরালে
যেন জলেই আছে মন্দ নড়াচড়া
মন্দ উপন্যাস ও প্রবন্ধগুলো থেকে

তারা ক্রমশ শুয়ে পড়তে চায়
ফুল ফুলেছে ভেসেও উঠতে চায়
জল ও বাতাসের প্রঘাতকে এক করে ফেলতে চায় তারা
অনেকেই তামাশা দেখছে তাদের বিছানা ঘিরে
এবং অভিনয়ে মুগ্ধ হচ্ছে আবেগে

আমার হাসি পেল হে শরৎ

এসব শারদীয়াকে শুইয়ে দিয়ে তুমি এখন কোথায় ফুটছো?
স্যাভলনের গাছ ঘুমিয়ে
ওষুধের গাড়িবারান্দা
সুস্থ ভূতেরা আবার মাস্ক প'রে জলে নেমে যাচ্ছে
এখন নিশাচর পাখিদের লক্ষ্য রাখছি
তারা কিভাবে নিজেদের শরৎ আর নিজেদের হাসপাতাল চিনে নেয়

১৫-১০-৯৫

৭
মৃত্যুকালীন আচরণের মধ্যে তাকে আমরা ফুটে উঠতে দেখি
দেখি প্রজাপতিও
আলপনার ব্লোআপে তিনসারেগা বটানিকা রং
চল্ল জানালা
আমরাও চলি সমান্তরাল কবরচাষীর সাদা বিছানাগুলো

তার শরীরমাপের বাতাস খুবই ঝঞ্ঝাকুল
জায়গা দখলের জন্য তাদের স্পিনগতি হিংস্র হয়ে উঠছে
সময়মত সরে যেতে পারেনি বলে
রাস্তায় পেটাচ্ছে বোকা মানুষদের

কই তার ভাবনা কোথায় তার তরলতর ওষুধ
ঘুমের মধ্যে সাদা পাহাড়
প্রজাপতির ওড়া
লক্ষ্য করি প্রজাপতির ওড়ায় পড়া
চালানের গাড়ির শব্দে ফুটে উঠছে বায়ুপেষার কল

১৫-১০-৯৫

৮
গলা নিয়ে কিছু বিভ্রম আমারও ছিল
কোষনিকেশ সন্ধ্যা নামে শম্বুক
দখল করে পোকামাকড়দের জগৎ
আবার হুলও ফোটায়

কাশে আর কাশায় জেগে ওঠাকে

তখন থেমে থাকে রেললাইনের পাশে বাতিল কন্ট্রোলরুমগুলি
নিউরনদের দেশে
তারা নিজেরাই ঠিক করে নেয় কে কে পাব্লিককে লাইন দেবে
আর কারা করবে অ্যাম্বুশ
শম্বুক কোথায় দাঁড়াবে
খবরের কাগজে যেমন আলো অন্ধকার বা ঘড়ির শব্দ নেই
সন্ধ্যা যখন রাত হয়ে যায়
আর রাত হয়ে যায় ইস্তিরি করা সাদা নিউরন
তখন বিদেশ হয়ে ওঠে নামহীন
খবরগুলোয় চোখ নেই
খাবারগুলোয় ইচ্ছে নেই
পা টিপে টিপে ওপরে উঠছি অচেনা হাওয়ায় বেশ মজা
আমার টুঁটির ওপর সবার রাগ চলে যাচ্ছে

১৬-১০-৯৫

খুঁজতে গেলে সম্পর্ক হারিয়ে যায়

১

আমার গান পেয়েছে ভাই আমার গান পেয়েছে বোন

এসো আমরা ভাই বোনে মারামারি না ক'রে গানের বন্দুকটি চেপে ধরি ঠান্ডা। ঠান্ডা! উত্তর স্টেশনে এক পাহাড়ের জঙ্গলে রাতের স্বরলিপি, আমাদের খানাখন্দ ভরা নথরাশের ওপর ঝিলিক চোখ টুরিস্টের, এই পৃথিবীতে যারা টুরিস্ট, বেড়াতে এসেছে তাদের ঘুটঘুটে সাদা ও গন্ধহীন সুন্দর ভাতের চমক

প্রাতরাশের গান

বন্দুকের গান এসো আমরা দুই ভাই বোন খানাখন্দে প'ড়ে মিলেমিশে হজম করি। বিছানা রাস্তা, বিছানা রানওয়ে, বিছানা সমুদ্রের ওপরে জলের ওপরে নিচে গভীর ওপরে সমটান, আমাদের ঘুমের আগের টুকুযৌন ভালোবাসা। আগে চলো ভোর হবার আগে দুজন পরম হেগে আসি লুকিয়ে। সঙ্গে রাখো গানের বন্দুক।

২

পালিও না সঙ্গে থাকো বোন, আমরা সবাই যদি কার্বনের ছেলে মেয়ে কার বোন ভেবে দেখা যাক। কাঠে না লোহায় আর গাছে না মানুষে মিট্টিবোমা, আমাদের রাস্তা কে রুকবে? তুলে দেবো এই ওপরে এই ভেতরে মধু-কাঠের চেয়ার, বহ্নিময় বেদী ও হাতল। হাতল থেকে হাত ছাড়িয়ে সে পালিয়ে যাবে বিদ্যুতিনের মরামিছিলে। এই টোটেম হাতি চলছে, সঙ্গে থাকো, পালিও না বোন। হাঁটু ভাঁজ করা, গাওয়া, বন্দুক চালানো নিদ্রা, কাপড় কেচে শুকোতে দেওয়া হাওয়ায় গাছের ডাল, মরা ইলেকট্রন আমাদের যোনির পাশে শুকিয়ে মামড়ি হয়ে গেছে দেখতে ভাল লাগছে না? ডোন্ট গো, পালিও না ভাইকে ছেড়ে, পালিও না বোনকে ছেড়ে সংস্কৃত ভাষার পাখি

৩

বোন আমার সাবজেক্ট নয় তুমি বুঝতেই পেরেছো বোন, অনু চাইলে অনুখোলা আমার পাতে পড়ে, বোনখোলা তুমি, আমার বিষয় নও। সেলাই করা হৃদয়, নাথ, অনাথ, কউনো বাড়িতে একা প্যাস্টেলগুলোর চাঁদে বাচ্চা বসানো নবনাও ছাতা হিরোসিমার ওপর। তোমার ওপর আমারটা উল্টোতারায় চেরা বোনটা, এখন পর্যন্ত খচ্চর ভাইটাকে মাসদ্রোহ থেকে বাঁচিয়েছো আঁচল সামলে। লোহা ধার করার ফুলকি আর কার্বনের আঁশ এই উল্লম্ব অশ্রুপতনের শব্দ, জড়িয়ে ধরে কাঁপতে কাঁপতে অপমানের ক্ষুধার ও ক্ষমার শব্দ বোন, এত ভালবাসার পরেও বিষয়হীনতার, জন্মকে হারিয়ে ফেলার ফক্কা আণবিকতার গল্প আমার নয়, তোমাকে চুমু খেতে খেতে চোখের জল মুছতে মুছতে, এ আর, কে বেশি এনজয় করেছে জি!

এ বোন

৪

কে তুমি নথ নদ নদীর বিবাহে ভরাম বোন, লোকে এবার আমাকে বাঞ্চোৎ বলতে ছাড়বে না, মিথ্যুক মেঘ বায়ু ম'ফলা জোড়া স্নায়ু, প্রেসো, প্রেসতে থাকো বন্যার পলিমাটি, নিওনে বানানো ধর্ণা চলতে থাকুক আমাকে বাঁচাবে ব'লে।

রংগুলি আসলে রঙীন ঘুড়ি শব্দগুলি ফাল্গুন ছাড়ানো। তুমি কে? যদি আমিই না থাকি

আংটি ওষুধ শেয়ার আর মরে গেলেও বোলো না ওপর থেকে বা নিচ থেকে ভেঙে পড়াটা সমান দুঃখের। আলটিমেটলি আমরা এক জায়গাতেই নেমে আসি নদীর জল বয়ে গেলে মাথার ওপরে অনেকক্ষণ বহুক্ষণ ধ'রে।

প্রথম চতুর্ভুজে ফিরে।

১৮/২১-১১-৯৫

ইন্দ্রিয় বাগান

স্টোভটা গিটারের চেয়ে ছোট হয়ে গেল
ফলে স্বাভাবিক ভাবে নিতম্বে পড়ল আগুন
গাছ কাঠ বা কয়লা আগুন-ছোঁয়া কার্বনের মুক্তি নেই
লোহার তারগুলো মূলহীন হয়ে নোটেশন গেল ভুলে
চেয়ে দেখি কাল্পনিক রাগও মুষড়ে পড়েছে এই ছবিটায়
সেকেন্ড হ্যান্ড গোলাপ গোঁজা সুলতার ইন্দ্রিয় নেই তো কি
গানের জন্য ইন্দ্রিয় লাগে নাকি

বাতাস এমন কি বাতাস ছাড়াও চিতা
চিতা ছাড়াও গান গানের গ্রাসগুলো
কাঠের চেয়ার শোয়া ভূমিকায় বহ্নিময় বেদী
হাতল ইলেকট্রন ও বিদ্যুতিনের মরামহিমায়
এই টোটেম হাতি
সবুজ হাত থেকে নেমে চিবুচ্ছে হাতটাই
হাত বা গিটার গানান
সুলতার আমরা যারা শেষ সঙ্গী সাথী

১৫-১১-৯৫

মিট্টি সংগীত

নীল ভোরের টিউনিকে ধুলো ঝেড়ে জেগে উঠল
শ্রমিক পাখির নীলমুন
ধোঁয়ায় ভলকানো
স্বপ্নের পাথালি বস্তি ভার্টিকালি দূরে আবিষ্কারে
নিশমাঝে স্থায়ী মানুষের মুখে
ঢেউরা সাঁতার কাটছে

ধোঁয়াশান্ত আগুনপোড়েনাগুনপোড়েনা
মিট্টি সংগীতের মতো
স্বজলে
ছায়ায়
অ্যাতো মানুষের
এতোয়া মুনের মিট্টিভাগার হুটার

৯-৯-৯৬

হুটারপাখি

লোহা ও কাঠ গাছ ও পাথরকে আমরা এ-তাড়ায় চিনতে পারিনি
কয়েকপিস জ্যামলাগানো স্বপ্ন টিফিনবাক্সে
রান্নাঘর থেকে বাথরুমের কর্ডলাইনে
ছবি থেকে ইন্দ্রিয়গুলো রবার দিয়ে মুছে ফেলার পর খানিক ভোর
বাদ্যযন্ত্র এখন লোহা ও কাঠ পাথর ও গাছ

ফ্ল্যাশ টানার ভৈরো যামুন শব্দ
গুনগুন ভয়ে চলকে উঠেছে চায়ের কাপ
এই হুটারপাখি তৈরি হয়েছে ভ্রমরঙীন ফুলদানী

শ্রমিকদের জন্য আলো যখন এল
তারা শ্রমিকদের গায়েই পড়ল আগেভাগে
দেখে মনে হয় আলোদেরও শ্রমিক আছে অনেক
লোহার কাঠের দুমুখো কোম্পানি

৯-৯-৯৬

মুখোমুখি

আমি দেখি মুখ
পপার দেয়ালে মেঘের মধ্যে ধুলায়
রিয়ার ইলেকট্রিসিটি
স্প্রিংগীত থেকে পোকাগুলো আমাদের বাড়িতেও চড়াও হয়

গলন্ত ঘড়ি ও স্থায়ী মানুষ
কার্বন কপির নম্বরে অনুমানের ঝটকা যৌবন
ছাই বুধবার

চিতাখানার বিয়োগবলে হাজার চোখের স্বজল
মন খারাপ হলে দুগান
হায় মোছা মনের সংলাপ

কাজ চলছে মোছামনের এবং এখন পর্যন্ত নাম না-বলা
ঘড়ি কোমার ইন্দ্রিয় + ইন্দ্রিয়া
ইন্দ্রিয়া
বিদ্যুতানি পোকাগুলো মিলে ও না মিলে প্রিয় মুখ
যদি মুখ তবে তার শ্রেষ্ঠ লীজবি বুধবার।

৯-৯-৯৬

মাছের ভাতখণ্ড

আজ জেলেরা যে গান গাইছে তা না-মাছেদের কাছে শেখা
ছুরি ও নপুংরক্ত নকল করছে আমাকে
জলশেকলের যোবন
ভেসে যাচ্ছে জলোয়া জলোনাদের বস্তিবোধ
কারো কোনো সামাল নেই এনসাইক্লোপিডিয়ায়

জানি না কায়কার প্লুরাল বাঁশি
দুঃখে ফ'সে গিয়ে আমাদের কাজ করাই হল না
ছুরি কাঁচি রেখে শাবল ও গাঁইতি
হাতমুঠোয় চকমেলানো ভাগ্যিস মালামোড়ানো গন্ধ
ব্ল্যাকবোর্ডে
জেলেদের ঢেউফোকটের লিপি

জাল ও ট্রলার ভ'রে গেলে বাঁশির আর অবকাশ থাকে না
ঝগড়ার উপনিষদ পাখিদের উপনিষদ
জেগে ওঠা গুম্ফকে গুম্ফা করা মা বাবা
অলস ভোঁকলে মহাজনরার ভেতরেও বস্তিবোধি
ঢং ঢং করছে মৎসপুরাণের লেখকবন্ধু ও রোদে মেলা নন্দন জাল
গানের আগুপিছু বঁটির ও মেছুনিরও আগুপিছু আকাশি আঁশশাড়ি

আজ কিছু কাল কিছুটা অর্থনীতির বেড়ালগানে গান
জেলে জল মেয়েমল না-মাছের লড়াই চিন্তো বায়ু
এবং ঘুড়ির লাটাই খানিক্ষানি

৯-৯-৯৬

চিঠিহীন মানুষ

আগুন করি
গুণগুনা বা রংদার
আগুনভুনা চিঠিরা কোথায় যায়
অক্ষর-আত্মার ওড়া নকশিকথায় ধোঁয়ালতা

খাবার পাতে চোখের জল পড়ছে
এই তো সঠিক নুন বা পান্ত
চিঠিদের ইমোশনগুলো

আগুন বানাই
ভুনা চিঠ্ঠির কাজল লাগানো মুঠায় শর্‌শর্‌
স্বচ্ছ
সচ্ছ সাদায়
মিয়ানো ভুর ক্লান্তি

সিঁদ
মৃত্যুর সিধে
সিধায় দোয়ার কী লাল্‌চে
পথে ঘাটের মাতনমুখে
ফালতু ঘরের খুন কাছে
ওঘাম

ও খতোবাণ্ডিলের আভাকীর্তন
পুরনো চিঠির কবিয়ালে শেষমীড়ের চক্ষুজন ও অন্ধকাম
আগুন মনে মনে

এসব জানা আমি জানতাম না কি
অক্ষরদানী দানা বালি স্বচ্ছজলের স্বপ্নদি
গন্ত খোলা প্রামবুলেটের হাসি আমি

হাসি ও আগুন ভালবাসি
আর কি কাজ
দুরবাসারো দিন সময় ডাকছাপের ঠকাস শব্দগুলো

দুই উপর্যুপরি আঙুল এবং একমাত্র দোপা
Retreat die, thyV
অনেকে সামনের দিকে চেয়েছে
backback ব'লে আমি penduলাম সাঁ তা
রাগে রে গা ভেংচে ওঠা

ভাবলাম সময়কে মকশো করাবো পাছুপণ
গর্ভ বীজ ইচ্ছার বায়োলজিকাল হরমোন থেকে
চিঠিলেখার হাতগুলো হার্ট চোখ চোখের মাথা

কত কি চেয়েছো তোমরা জানতে জানাতে
ভালবাসার ছকগুলো গুটিয়ে ছিঁড়ে ফেলছি যে
কথা কাগজ আলাদা হচ্ছে এখন

আলাদা করতে পারিনি টুকরো কাগজ সাদামণ্ড আমাকেও হাড়েমাসে
করেছো bleaching বাঁশবট বাগের সব্‌জি ইচ্ছায় bore হয়ে গেলে
মরবো বলেও যে জঙ্গলের গোড়ায় জল দিতে দিতে ঘাম হল ওঘাম

আগুনের ছদ্মবেশে শিক্ষিত করেছে আমাকেদের কাগজ জঙ্গল
এবং আগুনখামের উভয় খামেনচিঠি

এখন বোঝ উৎস দুটি জঙ্গল ও মন
তেইশ বছরের mood খিচুড়ি
আগুন অপেক্ষা করছে দায়বিদায়ের

দুঃখেরও আছে এক বারোফাট্টাই মজা

যার জিভ আছে এবং শাবক ক্ষমাহীন
Result যোগফল আমার তো fireplaceও নেই চিমনীর শীত
কিন্তু কষ্ট হচ্ছে তবুআ গুণের নিষ্পক্ছ্ খাই দেখে
যোগফল কোন কি ফল, মানুষেরই

জড়ো আঙুলের ফাঁক দিয়ে চোরা আলো হাওয়ায় সেকালের উত্তেজনা
আর নেই, পবিম থেকে পূচ্ছের ছায়া তাবড় বায়ুকলে আর নেই,
চিঠিদের লেখকদের কলমের মন আর নেই আমার মতো, কবি
লেখার শেষ কার্মন
কালো প্রজাপতিদের রহস্যে গাজামায় গন্ধে অর্কিড ও পাখি
সেজেছে উড়ছে ও বসছে ছেহারা

খাচ্ছে ভুনা অক্ষরগোস্তি
মহলের মহিলার কার মৈথু মুঠা

ক্লান্তি ক্লান্তি তিমোরের রেপিত রমণীর নোবেল লশান্তি
হাল্কা হল্কা
হাল্কা হল্কা

হাসি ও হাওয়ায় ভিন্ন অনেক দেখি মূক কাগজের ইএকটা
চোখে আজ পায়ের দুমুঠা থেকে গজিয়ে ওঠা শিরাতন্তুর গাছ
চেতনায় লাল জামা ও কঙ্কালহীন

আগুন করি
গীতের চিঠি শীতের চিঠি খালি হয়ে যাই সবাই
লেখা ও খেলার দাগে চল্ রবার চালাই

দোলকের এই দোষ
cosine sine-এ তার অঙ্কে নাই মতি
বানানো আগুনের দশা নিয়ে
আবার ইয়ার্কিবিহীন

শাম night bubbles ধর্ণা মুক্তভার
man without letters

২২-১২-৯৬

পরাপুং জাতের গেছো মরণ

চতুর্দিন মৃত
জলের পাথরে এই মানের ছাপা লিঙ্গ
জ্যান্ত ছবির পলাশটন অবসরে

যে সব মন্দিরে শিওজীও হাসে
দন্ডীলাগানো মাগীদের পুনর্বার পাড়ায় পাথরে
চাট্টিলাল বরখায় গোলকবিতার গোলাক্কার গেল

বদলা ডাকের হোলে আলোর বীমারে খটাখট
ঘটাঘট
হুক্কাহুয়া নামের বুনো
গাশোয়া লাটাই বশে স্বপনের বাড়ির কাছাকাছি
কোন পথ দিয়ে কী চড়ে আসি মর্গদ্বারে

জীবন্ত লোকের মধ্যে তুমি আমাকে খুঁজো না সুলতা
তোমাদের পাড়ায় ট্যাঁশ অন্ধকারে হাল্লা কুকুরের পায়ে সেক্সি মোজা
মহাপ্রস্থানের পথে প্লেন মরুভূমি
তাহাতেও উচাঁনিচা সাঁওতালি মেঘের চ্যাঙারি

কোপানো জলমা(ঠ) —
দিনের বেলায় তুমি তোমাকেই
চারদিন চারদি লাল লাশ

দেখুন স্যার গাছের বাচ্চারা গাছের সাথে খেলা করে না কেন
অরিজল স্যালাইনওয়াটার আইওপেনার
জিহ্বায় পুলুস
পাল্টাসন
চতুর্দিন মৃতক প্রসবের প্রসবের প্রসবের পরেও পুংসক

৩০-১২-৯৬

পোষাকীন্তশব্দ

ভাবো ভোর কোন শব্দ নেই ক্তিগত
শব্দবিরোধী তরঙ্গদের আজ ছেড়ে দেয়া হয়েছে হাজত থেকে
আজ decible নামিয়ে বউ শব্দের বৌকে নামিয়ে
entre নির্বাণ
পর্দায় শুধু চোখের রং ও আলপনার বদল pattern
লাফিয়ে তার মৃতদে ভে যাচ্ছে

নিঃস্বন্ নিসন্ নিস্ব ব্যাং গুম
চোওত্ সাদা নর্কসুন্দর গর্ভে waoবান
খাবান্নিশা

ক্ষেতে ক্ষেতে পেট ভ'রে উঠছে আলোখার
এমনভাবে হাসলো যেন বৃষ্টি দেখেছে
তারপর ভেজা লোকের মতোও হাসলো
torso calligraphy

The interesting jemming Ruby
becomming বানান্নেশা
ভয়কে সাহস দিচ্ছে
টিকটিক ঠিকঠিক সূর্যের কোন শব্দ নেই
অথবা আমরা শুনতে পাই না ভোরকে ভোরাও
শুনতে চাই না প্রাণীদের খাওয়ার সঙ্গীতগুলো

৩১-১২-৯৬

কানচোই

পিকাস ও রঙে ভরা পলাশটন
আকাশথম
মোমোজিকা
জলজলরে চোখ personal sound-এ নজর রেখেছে
Rain tree & brain tree লাটিম

আস্তে পাখি

আমার হোন গাছের সন্তান
আয়ুদায়ী বায়ুদায়ি ট্যোওওঅঅঅঅংংগ
বেলাটিন সাজে green windmills

আকাশ বলা নিজত্ব আওয়াজ
প্রজাপতির হোয়তি থেকে রুয়ামের সবুজ বাতাসজড়কল

ওওওওঙ্ঙ্ঙ্ঙ্মণিপদ্মে হুউউউম্ম্ম্ম্

পাখিদের কোন ভালবাসাহীন সৌন্দ
মানুষের মায়াময় পরশ খাবার চিবুনো থেকে
পরম্ পরম্ শব্দ উঠছে

কানচোই কান চাই

ফিরন্ত পাখিদের শ্রমপরী আমরাওঅবাকে

৩১-১২-৯৬

পানিপীড়া

পার্সোনাল সাউন্ড ওপার
নাল কথাটায় কোয়াশীতের টর্সোনাল
নভেম্বরের মন
ডানাময় হাতের এতটা আমার মনে নেই

এসবই মুখদেহানুর শব্দনূর
সজল মন্দর ছোটা পানিপীড়া
খোঁজো
খোঁজোনা

একটা ঠান্ডা পাহাড়ের মুখোমুখি বসে আসি স্রাবন স্রাবন
কত বছর ধ'রে মেঘ মেঘাতু
হাড়ের ওপর বসেছিলাম বুরু
হাড়
হাড়ের ওপর ফুল নীল চার পাপড়ি তিনটে শুঁড়
আতস কাচ ছাড়া ন্দন্ নাব্জীর ক্যাম্পের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই

ইউ সি লাস্ট মুদ্দুর
এবং ঠান্ডা পাহাড়ের কমন পট
ভুলাভটকা সমুদ্রের দিকে পাড়ি দিয়েও মনে নেই
তোমার ঠোঁটের নিচে বাঁদিকের তিলটায় ছিল অদ্ভুত শবদূর
এই যে কম্পন ব্যক্তিগত ও বিকিরণশীল
তাকে আমি দেহ দিতে পারি না
উচ্চারণের মুখ

৫-৪-৯৭

হারানো ট্রেন

ঘুড়ির কায়ায় একখণ্ড বাতাস উড়ছে
দীঘির জলে বাড়িগুলো নাচছে
অন্নভাষায় তুমিও নাচছো ফাঁসিকাঠের তশরীফে
বসেছো নড়বড় গানের দিকে
ফাঁসিকাঠের গাছে চ'ড়ে আমি এসব দেখতে পাচ্ছি

লেখাশীত তাতে কী
হৃদয়ে কালিন মেঘ তাতে কী
তোমার ভেতর আমি ঢুকে যাচ্ছি
এখন তুমিই আমি
মেয়েকে শান্তিনিকেতনের ট্রেনে চাপিয়ে ফিরলাম
প্রথমাংশের উপপিস কলোনি এখন পটঝরনা
রয়ালখুশির চানে তুমিই

অন্ন আর ফাঁসি অন্য কোনো বাঁশি কষ্ট হয়
বাঁচে কোনো পাগলপনা জলের চেয়ে দ্রুত
জলেরই ওপর ভেসে যায়
একি আমাদের চান একি আমাদের হারিয়ে যাওয়া ট্রেন

৮-৪-৯৭

কোন কেলাসের শব্দ

মাস্তুল Mast বিয়োগ Oak ওকলান্তিক
অশরুর সাগরের ভাবে আমি চোখ বন্ধ করতে পারিনা
কথা শব্দ ধ্বনি শব্দ কথা শব্দ ধ্বনি শব্দ
পরীদের গল্পেও কষ্ট থাকে
সমুদ্রের ধাক্কা তাদের গোল ক'রে দিয়েছে

নবোকভের মান্ডারিন থেকে মন্দার মন্দর
স-মন্দর সমুদ্র মুদ্র মুদ্রামন্ত্রের পাণিপীড়া
অফলন মাঘভাতারে দ্বিতীয় দিমাগ ছেড়ে
এখন তৃতীয় মোজায় রেগে যাই রক্তের দানা
পকেটে ডান হাত ঢুকিয়ে রাখার পুরনো কায়দা
যদি আমার সঙ্গে দাঁড়ায় বাচ্চা মোতে

সুরলিপি সরতে সরতে স্বরে
জায়গা নিয়েছে রক্তপলাশ
আমি যেতে পারি নি ব'লে তারা গাছ থেকে নামেনি
মাস্তুলের মাথা মুণ্ডুতে মনে পড়ছে জলের স্মৃতি
হাসতে কষ্টে শব্দই ফলছে
দুখী পাখি
পাখির মাংস মাস্তুলে বসেছে

৮-৪-৯৭

শব্দের মেশিনেশন

দশটা পাঁচটার লোক যে কবিতা দেখেছে পথপটে
পতঝড় কথাটা বললেও দেখা উচিত একটার পর একটা পাতা
কত ঘণ্টা কত মিনিট অফিস ছুটি হয়ে যায়
আমাদের দুঃখ ছুটিহীনদের নিয়ে কবিতায়
কবিতায় কোনো যন্ত্র নেই ঘড়িরও নেই শব্দ

মুক্ত গোলকধাঁধায় খেলাধুলোর চিত্র পুরো জায়গায়
শব্দগোনা সুইচ দুর্ঘটনাকে নিশ্চিত করছে
বৃষ্টিকে করছে বৃষ্টিতর
এবং আপাত কবিতায় কোনো যন্ত্র নেই
ঘড়িরও নেই শব্দ

১১-৪-৯৭

চৈবৈ

ছায়া চড়ানো বালিকা বাগালের সন্ধ্যা
বিপদ ঘনিয়ে এলে চৈত্রছড়ায়
অন্ধকার বিন্দু হয়ে এলে
দেখো বিন্দু বিন্দু আলোর নাচ বালিকাটির
নৌকো
কবিরা ভ্রমণে চলেছে

মিডো হিউমিডে সবাই বয়
চলে পাথর পর্যন্ত পাহাড় পর্যন্ত হৃদয় অর্থাৎ
আমাদেরও বয়ে গেছে কতদিন

প্রতিশহরে আমরা লাগিয়েছি অনেক গাছ
লাগানো গাছের বাচ্চা তাদের ইলেকট্রিসিটিহীন লিপস্টিক
এখনও খুব দামী নয় চৈত্র চরিত্রহীন পয়লা বইশাখী
এখনও বাগাল শব্দটি পাস্তুর ছায়াদের জড়ো করছে নাকি

যাইনা বলে কি আর যেতেও হবেনা বালিকাতে

১৪-৪-৯৭

স্কুলমন

বাচ্চারা এই প্রথম ছেড়ে যাচ্ছে মা বাবাকে
হঠাৎ পিছন ফিরে দেখছি আমি
জলরঙের চোখে ইস্কুলীন আলো

এই ইস্কুল আমাদের ভাবনা দেবে আরো
ঘণ্টায় ঘণ্টা বাজাবে
টিউমারে টিউমার

ঈশ্বরের কেরিয়ারে আজও ফুল আগন্তুক বেশে
একই কাগজের ওপর বসেছে পাহাড় এবং চড়াই
ডানাকাটা পরীদের বাচ্চাদের ফোলামোম শুক্রবারে এসে
অনেক অনেক বারে পাখনায় প্যাডেল লাগানো

জেনানার ভাজায় বসেছে পুরুষ মাছি
তার কোন মানে নেই
তার কোন অনুরোধ নেই ভূমিকম্পের দিনে
একথা বিশ্বাস করতে হল

একথা বিশ্বাস করতে হল যে
মিলন প্রয়াসী মা বাবারা মোমরং নিয়ে কিছুই ভাবেনি
বাচ্চাদের এমন গগনসংগ্ ঈশ্বনীয় স্কুলমন ছবি
স্কুলমন

৭-৫-৯৭

ভাষাও

ভোর এল
তাকে আমরা মুখের মধ্যে নিলাম না
আলোকে চেঁছে ফেললাম গাল থেকে
পাখিরা খবর পড়বে তাদের জামা কাপড় কই

জাহাজহীন সকাল
এখানে আমরা নদী লিখি
যেও না ছেড়ে

জলধার যত তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে
কাটাকুটির পর পূর্ণ হই বনস্পনায়
মানুষযুক্ত গাছকে মা-গা ব'লে
তুমি কি ভালবাসো পুরনো দিনের গ্রহণপর্ব

খুব ধীরে দুপুর জানুয়ারি
ঘোড়ার ব্যাপারটা কী হল জানিনা ভাই

এটা নয় কোন কাজের কথা
ধাতুপুরুষে কায়ানাবিকের নেটিভানি
কামারশালা বমবম ক'রে হয়তো চলছে পালকহীন

সাগরের মাঝখানে নন্তকে পাই চুপ টের
জিন মাংসের নোটেশনে কাপড় মেলেছে সন্ধ্যা
হাবিজাবি লাইন তবু লাইন

ত্তরের রোদ ক্ষিণের শীত তিগত আয়নায়
চিৎ শীৎ গাই না গাই দোনামোনাও
কোরাল কলোনির মাছ
চোখে জল
অজানা প্রিন্টের ভাষা ফিরে আসবে কাল

৩০-১২-৯৭

গজালাঙ

আনমাথায় সংগঠিত গানের এখন ছোটবেলা
কচি আঙুলে মায়ের অঙ্গলাস বেদানা
এখন গজলদের গজালা

তাইতো ভ্রমরভ্রম
ছোট কার্বনের সদাগতি আঁকা হিজিবিজি ইলেকট্রন পাতা
রিফিউজিদের যত দোষ যত নোং যত্ন
পাতা রেল পাতায় পাতায়

গান যখন বড় হয়ে উঠছে তার জন্য এল
স্মৃতিমুক্ত শবদানী
খোঁড়া কবর তোড়া কফিন হুইলচেয়ারের স্বর

স্মরণ আমাকে বারে বারে কারখানায় এনে ফ্যালে
স্মরণ আমাকে বারে বারে গেট থেকে ছুঁড়ে ফেলে দ্যায়
দুরকম গানকে মেলাতে মেশাতে আমি ক্রোমোগানে
ক্রোমোগানে বন্দুকের হিউমার জামে
মত্তময় গানের ছোট বড় নিয়ে মায়ের অঙ্গে হাঙ্গামায়

হে ভাঁড়ার ভাড়ারই তো শবদানী ঈশ্বরের বায়ুতে চিনিচিনি ধাক্কায়
গঠন ছাড়া তাদের কচি আঙুলের
বুড়ো আঙুলের স্মৃতির পাশা গজালাঙ

২০-৬-৯৭

অবাক বাজনা

ইশময় এলো ছায়ার টোনায় লৌকিকে
যাদুহে ঈশ্বর ইস্কুলের পোড়ো বছরায়
তখন খুব সূর্য ঢাকা
এবং তার ঢাকনা ওঠানো ফুলগুলো পড়ে ঈশায়
লালে ও হলুদের HOLLAরা যতখানি কুশপুতুলের কুশগমানো কূউ

মাংসত দেখা নিরক্ত নির
নি-কে তুমি নাই ভেবোনা কিন্তু
মেঘ করেছে? সুসময় এলো নাকি
অনেকে দেখি হাভাত খেতে ক্ষেতে

মলাটে অবাক হয়ে দাঁড়ানো লাঙল
লাঙল কি চেনো তোমার নাসময়ে এই ভিগিটার
ফোকলোর জাতীয় ম্যাটপেপারে রেলিং ছবিদের সাদাকালো
মাদুর গড়ানো সময় ধাবা ঋতুয়

যদি গান শুনতে না চাও
তবে আমাদের আন্তগান শোনো
টেবিলের নিচে পায়ে মাংস খাওয়ার বাজনা
ধরো অবাক হলেনা
ধরো অবাক হতে দেখিনি কখনো
বাজনার বাঁক দেখতে হবে কখনো ভাবিনি

২০-৬-৯৭

কুরুক্ষেত্রে এক কৌরব বা পিয়ানো কুমার

সবাই জানে কিন্তু বলছে না
পিয়াসু কুমারকে আমরা চিনতাম চিকণ শব্দে
রঙীন চোখ জলের স্বাদ গন্ধে এক আয়না পড়েছিল
ধাঁউটদের মাঝেও সে নাচছিল দুপায়ে ব্রেলনাচ
ওলটানো গানে লিপে লিপ্সাময় নাচের আফগান
জেনানার শেষ থেকে শুরু তুষার আজ স্নোফলিত
সামুদ্রিক ঝড়ের নামকরণ কে করে
সবাই জানে না

অতর্কিত ঘণ্টায় শীৎমোড়া মোর হয়ে গেল
দ্রুত নেমে পড়ল সুকুমার সিঁথিমোড়ে
পয়ার থেকে টায়রাজোনের তর্কটি আমরা জানি
কালো হাওয়াই রীডগুলোর পথে স্বপ্ন পড়ছে
কালো পিয়ানোর চল আমাদের গেছে

গভীর কথা বলব ভাই সুকুমারকে একবার পাঠিও
দক্ষিণে খুঁজেছি ওকে উত্তরে
কবিতাংসের দোকানে দোকানে

এই দোকানের কথায় আমার সবংবাড়ি মাথায় জাঙ্গলিক
বলি কুঠার কিন্তু সত্য নয়
বলি কবিতা বাইরে বসে পড়ি
এল ঘুণীর জীবন আমাদের পিয়ানো কুমারের
জংকালে এক জঙ্গীন কৌরব

১১-৪-৯৮

বারীন নামের কবিতা

যে ভাবে চট ক'রে ফর্সা বললাম কাবেরীকে
না

ব্যাপারটা এরকম ভাবে হয়
রবারের তাড়ি হাঁড়ির পাড়ায়
না

শালমন দক্ষিণের গাছে তোর্ষায় আলো অনালো
আগুপিছু তরঙ্গ বাড়ের দিকে রাশ খুলেছে
বাইরে দারুণ ভেতরে তোর্ষা তরাশ ছাপার ভুলে

প্রাতরাশ ক্ষেতে কবিতার ডিম থেকে
ফুটে উঠছে ছানা কবিতা
চারা নাচারা অমান্য ক'রে সাপ অবিতা আর পাখি অবিতা
কে যে কার টোষ্ট করেছে
চায়ের গন্ধ কাবেরীর গন্ধ কে যে কার কবিতা
বাড়ছে কমছে লেপটনে ফলকোয়ানো কোয়ার্ক

এই ফল খেতে খেতে তুমি বারীন নামের কবিতাটিকে
কখনো সখনো দেখো আমি নেই

১২-৪-৯৮

কবিতাংশের দোকানে

ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য একটা কবিতা বানাবো ভাবি
শুনবো কবিতা তরঙ্গের কবিতাগুলি
সকেট নব হুইলের ট্রেনিং নিয়ে আসি
কবিতা নামের বালিকার কাছে

কবিতাংশের দোকানে গেলে (এখানে
কবিতাদার হবে না কবিতাদির ঠিক বুঝতে পারিনা)
সে আমার কাছে কবিতার সার্কিট ছকটি চায়
অথবা যদি বিল অফ কবিতা মেটিরিয়ালস
থাকে

আমি এসব জানিনা ব'লে সে আমাকে চেনালো
কবুতর খোপে খোপে সুখী কবিতার অংশ
এবং দুখী মানুষের কবিতাংশগুলো
এই তক চিনি তাকে বলি

এরপর সে যখন মহিলা কবিতার অংশ দেখাতে চায়
আমি অভ্যাস বশত ইতিউতি চাইলাম বলেই লজ্জা পাই
সে আরও আমাকে শুয়োর কবিতা খচ্চর কবিতা

শেষ পর্যন্ত দুটো চোখ আর দুটো কান নিয়ে
ফিরে এসেছি, দেখি
পুরো ছকটায় তারা নানা জায়গায় ফিট করে
এরকম ফিটিংপ্রিয় কবিতা আমি তো আগেই জানতাম
কবিতা নামের বালিকাটি আমাকে এ জন্যই সহ্য করতো

১২-৪-৯৮

ময়মায়

পাথর পাথর মাইলুজ টু মরো
ঘড়ি দেখছি উল্টো পথে হাঁটছে
ইয়ার্কি না, আমি কখনো উল্টো ঘড়ি দেখিনি
দেখিনি মানুষগামী অণু এবং অনুগামী ডিমগ্যালাক্সিতে
কাঁটায় কাঁটা ময়

পরপর এসে পড়ল অপ্রাণী আগামী ইসব ঈষ্ট
এসে পড়ল স্বদেশ সেনের ওপর বসা মাছির মদ
বারীন ও ধীমানের কালপ্রিট স্টুডিওর ওয়ালকাট
লেখার খেলা যে না বুঝেছে খেলার লেখা
কষ্ট যে পেয়েছে হোলিবাকে

দ্যাখো হোম টাইমে লিখলাম ঘর সময়
মামাফিয়া ঘর্ষময়ে খাটিয়াপলাশ অনুদিত
নয়তো কেন জাহাজহীন গঙ্গায় দেশের দুঃখ ফুটে ওঠে
ঘড়ি দো ঘড়ি ওটুকুই
ওটুকু
ণবিকবোম খর্চা হয়ে তবুও জাপসূর্য ভলকানো

১২-৪-৯৮

গানের পকেট

বাজার সেরে ফিরছে গাছপালাদের টুকরো ঝোলার হাত
এবং পলাগোমেদের মানানসই আঙুল
কতদিন সাধা হয়নি সবজিভাজির মা বাবাকে
ডুবন্ত গাছ সূর্য সারাণ্ডার সান্ধ্য বয়সে আমাদের বয়সী মনোরমা

তার গাছের এখন মেনপোজ মা-গা পেরিয়ে কাঁপতে থাকে
মনোরমা এখন বুড়ো হয়েছে
গানগাঁর কোরাল কলোনি আমরা চামড়ার ওপর দাবী করি
নি-ধার জল তার ভেতরেও নানা ওজোনের রোশনাই
মানুষকে চাকু মারার এসব ভয় গল্পিওনা আমাকে
এবং গলফগ্রীনের মুখে আমার একা বোনকে চমকিও না
পুরনো দিন তুমি কি তীর্থে যাও আমাদের মতোন
গেয়ে ওঠো শ্যাওলা মাড়ানো বান্টুগান

পা-গা পামেঘদিকে চন্দনগ্রহের সাঁঝাপানিতে বুটকলাই
সবাই মোজা পরেছে হাওয়াই শীতের ফাঁকতে
মাটির মানুষ তার মাটির চোখ ও স্মৃতিমা
তরকারিরই বা কত মধুরপদ রাঁধা হল ঐ হাতে

কি আছে বিশ্ববন্দনা পেরিয়ে আমাদের হাফপ্যান্টের পকেটে
গানের পকেটে প'ড়ে আমরাও কি ধাক্কায় হাসিনি

২০-৪-৯৮

ফেউ

রক্ত জাতীয় নদীনালার মধ্যে খুনপর্ব
চুকে যাবার পর চাষীংকৃতি ফেউ লেগেছে সোমের ডালে
চাঁদকে সোম বলার পরেও গ্রামের কেউ মানলোনা এই ফেউকে
কুঠার ফুরিয়ে গেলে তারা লাঙল চেপে ধরলো
সরকার ভাংলো ঘর ভাংলো চেপে ধরলো ডেসিবেল

কানাকানি শেষ হবার মুখে
শীতোষ্ণ
বেলিফুলের কেয়ারি লাফিয়ে চলেছে পরছাই জল

দ্যাখো ওরা ষাট করেছে আজোয়া জাঙ্গলিকি
ছেটবেলার বালুয় খেলনা
এসব পেরিয়ে গেলেই ফেউ ফেরানো হল
যেমন অবিশ্বাস যেমন নাভিশ্বাস বিটামর্মের হাশিস গঙ্গাজলে

২০-৪-৯৮

প্রতীকের স্কুল

সাহস করে গানের সামনে দাঁড়িয়ে তোমাকে দেখি
রক্ত এলো ঝাঁপিয়ে
খালবিলে

আল কেটে ফেলার পর বোঝা গেল
রক্তে রোয়া ধান কাকে বলে
হাসপাতালের চাষীংকৃতি গানে ফেউ-মুখ আঁকা ছোটা ফেউ
আঁক থেকেই প্রায় উঠে আসা
উড়ো জাহাজ থেকে নেমেও পড়া তরঙ্গাকাশে
দেখি শীতোষ্ণ ইন্টারনেটে আমাদের বেলিফুলের তরঙ্গ পরছাই

তখন তোমার কথা মনে পড়ল বাংলুচাষী
সরকার ভাংলো ঘর ভাংলো চেপে ধরল ডেসিবেল
জাঙ্গলিক গানের সামনে মনে পড়ল তোমার সাহস
ও হালের মর্ফসিস

ঐ তো প্রতীকের জুতো প'ড়ে
ঐ প্রতীকের স্কুল

২৩-৪-৯৮

গোলাপী কুকুর

খেলার ছলেই কুত্তাটা গোলাপ খেল
সেতো আর জিরাফ নয়
আমাদের বাগানের গাছটাকে জিরাফ বলেছিল অশোক
গোলাপ এক ধরনের মায়াবী ক্যাকটাস বলেছিল
স্বর্গের গাইড তার কুর্তা ছেড়ে পথ দেখালো আজ

আলো এখানে সুসজ্জিত এতই
আমার ব্রাশ আর কিছু করতেই পারছে না
পিঙ্কিত স্ট্যাচু কুত্তো আমার মাথার ভেতর
ভয় পেয়েছে
জিরাফরা ভয় পায় বলে শুনিনি

অশোক কিন্তু বলেনি এত কথা
বলেনি আমিই মানুষ
আমার কথাই মানুষের কথা সে কই বলেনি তো এমন করে
কুত্তু মানুষ ও জিরাফের মধ্যে মিলগুলো ধোঁয়া ছাড়ছে ভোঁ দিয়ে
খালি গোলাপ আমাদের জড়িয়ে দিল
এই দিন দেখতে আমি এতদিনের যত্নের কথা না-ও ভুলতে পারি

২৫-৪-৯৮

সহজ কবিতা

১
কারো কারো মাথার ভেতর বাগান
কারো কারো মাথার ভেতর বাঁশি
পাখি ওড়ে
মুখে
ফুলের নোটেশনে
কলমে কলমে
লিখে ফ্যালে সহজ কবিতা
চোখ কিছুই দ্যাখেনা কান কিছুই শোনেনা নাক

তাদের চুল গড়িয়ে পথ নেমে আসে বাগদাদ পর্যন্ত

পা পুড়ে গ্যালে মন পুড়ে গ্যালে সেই পথের শুকনো চ্যাপ্টারে
গাদা গাদা এবং লক্ষ লক্ষ হ্যাঁ ও না-এর
গোলমাল ও মিলনকলা টের পাই
অপমান ঝেড়ে ক্ষুধা আমাকে কলা খেতে ডাকে

পথ ধ'রে দুলে দুলে কলাবার সময়
পথের মাথাটিকে দেখতে পাই বিমান জালে
এবং অবাক হয়ে বাগানভরা মাথাটিকে দেখি
আরো অনেক মাথায় সাজা নতুন বাগানে

২-৭-৯৮

২
কথাবার্তাদের গাপ ক'রে দলমায় চরতে ছেড়ে দিই
বিজনের আলোবাতাসের ফিকেয় ওরা হারিয়ে যায় অনেকে
তালমেলের মধ্যে বদমাশ হ্যাঁনার দলবাজি চোখে পড়েনা
তো এই কবিতাকে আমি শীতে শুকিয়ে
গ্রীষ্মে পুড়িয়ে বর্ষাভেজায় পোক্ত ক'রে ছাড়ি

কবিতার দাদারা তখন আর তাকে চিনতে পারেনা
করাত দিয়ে কেটে ও পেরেক মেরে
বাচ্চাদের জন্য তৈরি করে প্রাম
বাচ্চাদের বাচ্চারাও বড় হয়ে গেলে
প্রামটি তখনও মজবুত কবিতা প্রণালী

দলমা থেকে কবিতা সাপ্লাই আমি আর বন্ধ করতে পারিনা
মনেই পড়েনা যে আমার
কথাবার্তাদের সাথে আমি বেইমানি করেছিলাম
যাদুঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে

২-৭-৯৮

শব্দের প্ল্যান

১
শব্দের প্ল্যানে নিবিড় তা দিচ্ছি
তাহলে এই শব্দের ছানাগুলো সাদা প্রোটিন নাকি

গার্জেনদেরও আছে অনেক শব্দছানা এবং শিক্ষক
অভিধানের দিনে সেই পাতারই মৌসুমী গেট
স্ফুলিঙ্গ থেকে লিঙ্গকে মুছে ভাবতে বসা **পেরেন্ট টিচার মিটিং**

ফু কে দিল
বাতাস আনল
কাঁপন পরিযায়ী
বয়স বড় জটিল হয়ে অফিস থেকে ফিরল

পাখিপায়ের অনেক রোদ গাছ ডিঙিয়ে এই তা দেখছে
অপেক্ষা করছে ভাবনাগুলো ভাঙার
ওয়াড়হীন গাছে লেপের সাদা গুঁড়ো শীতে
কাঁপনাফল মনকষা ভালো লাগানোর স্প্রিংগীত

মাথায় মাথার প্ল্যান বউকেও বলিনি
যে কাঁপতে হবে
শব্দের ভেতরেই শব্দের প্ল্যানগুলো ছিল
কাউকে বলিনি

৮-৭-৯৮

২
একদিন দেখি অণুবাগানে সন্ধ্যা আন বিকোচ্ছে
সঙ্গে তার প্রেস তেজস
বিষ
ফোরন

ফোড়নের অভাবে আমার ডাল গলেনা আর
ফুলের রঙে আরো স্ট্রংগান আরো সস
মাথা ছাড়াই কত হাত পায়ে নাচের নড়ন
ক্ষুধার কথা পড়ে না মন নাই

এই তো বাগান ফোরন
এই তো সন্ধ্যা চ'লে সাথে অণুপমের গেল

অণুর পমপম দেখে গেল প্রেস

১১-৭-৯৮

৩
শেষমুখে একটা দারুণ তাড়াহুড়োয় জলবল
টেবিলে তোমার হত্যাত্ম মুখ
সিনেমায় এক বিনা টিকিটের সর্বহারা
ভৌগোলিক কষ্টের ওপর পর্দা পালটে একটা জেনারেল ঋতু
উদাহর্ণ হয়ে রইল

মরে যাবার ষ্টাইল সেলুলয়েডে সুন্দর হয়ে থাকল
চোখের পিছনে পীড়াহারাদের কথা ভুলে গেলে
যেমন ভুলে গেলে ছেলেভুলানো সর্বহারা রোড ও বায়োস্কোপ ছবি
ঘাঘরার ভেতর আর্কাইভ এবং ঘাঘরায় পাখির পার্লামেন্ট

যদি কীর্তন না করি তবে হিন্দি গান গাই
তাক ক'রে গাও গান এই তো চল
টেবিল ও তোমার মুখে আচ্ছা রাখি ছুপা চকমকান
আড়ে বলি ভুলো আমাদের ভাটকা তাড়াহুড়ো
চান কোরো আবার জলসিনে

১১-৭-৯৮

৪
বরফ এখানে আমার গা-এর মতো
লাইনে দাঁড়িয়ে অনেক দেরি হল পৌঁছতে
শেষে হাত লাগিয়ে দেখি গ্লাভস খুলিনি
তবুও বরফ আমার মুখের মতো
একথা মেঘ পাহাড় ও দেয়ালের দিকে তাকিয়েও
আমার মনে হয়েছে

ব্যবহার করতে করতে বউ-এর মাই আমার হাত ছাড়ানো
ছেলের মুখ ছাড়ানো
সংসারের সমস্ত স্নেহকে ছাড়িয়ে গেছে
বাজার দরে দয়ালু
অঙ্ক বিজ্ঞান আমাদের কত শেখালু
কত মানালু
তবুও সবি হাত ছাড়ানো **লাভলু গ্লাভস**
যা বরফে এটকেও যায় গ'লেও যায়
যেমন লাইন আছে হঠাৎ আমি নেই
আবেগ আমাকে ফাঁকা করে চলে গেছে।

১১-৭-৯৮

৫
চাঁদ কেন চশমা পরেছে এনিয়ে আমাদের কথা হোক
কে তাকে চশমা দিল
শরীরের জন্য আমাদের ইভনিং ওয়াক কেন বেড়ে গেল

বাড়ানো লিপস্টিকের সামনে ফয়জারের ঘাবড়ানো মুখ
মাংসের মনে মাংস
শ্রাবণের মনে শ্রাবণ আসছে
কাজে লিপস্টিকে তার গরমেন্টের মোটা মোটা কাচ
ও ধনধান্য দেখছে **চাঁদের চশমা**

কথা হোক এসব নিয়ে এই তো এসব নিয়ে
এসব কি এসবেই থাকবে নাকি এইসব পেঁদিয়ে ভাগাবো
চাঁদ কেন চশমা পরেছে এনিয়ে আমাদের কথা হোক
আমরা ভালো দেখবো আমাদের ভালো দেখবে কি চাঁদ

১১-৭-৯৮

৬
গরুরা বেশ জলছবি খাচ্ছে
পান খাচ্ছে মেয়েলি মেঘ হাতঝান্ডায় ইরাকের বালুডাইনি
শুকনো চর্বি না কামড়ালে মাছে পুছারে
তেলরংকে কৃত্রিম মনে হোতনা
মনে হোতনা ট্রামের দুলুনি ময়দান ছাড়িয়ে যাচ্ছে দুরদুর বৃষ্টি
ভোসরি ভোর দিগন্তে পাঁজর ফুটছে স্বরবর্ণে

কোলে বসলে পরাণু বলতে পারি
রাত্রাম ও মাশরুম গরু **তুমি কি কেবলি ছবি**
আমরা খেয়েও নিতে পারি ইয়াকের দুধ
হাতিরা যখন আঁকছিল আমাদের

ফুটপাথকে পাহাড় ভেবে ঘামকে নদী
হে আমাদের জনজী বন
হে আমার প্লিজ অনুটিও

১৩-৭-৯৮

৭
এটা শামুকের পাড়া তো কি
শামুকের স্বপ্ন জানি কি

বুড়ো হলুদ আর নাতি সবুজ এই নিয়ে যার বিজ্ঞান
পাহাড়ী বহুর পাহাড়ী গা
বহুপাতার পরে বন্ধুর পাখি এল

দুর্গ গেরস্তের বাইরে রাখা দুটো স্পেড আর একটা চিড়িয়া
কেউ কাউকে চেনে না খোলসে পালকে
ঠান্ডা পাহাড় অবস্থামন কিম্বারদুর্গ
ছুঁয়ে দেখো

জায়গা নেই তো কি
যে যার নিজের গায়ে ধান গজাও

ছুঁয়ে দেখো সবার গায়ে ধান গাছের মাথার ওপর
সন্ধ্যার ধোঁয়া বসেছে

১৪-৭-৯৮

৮

শোনাটা বেশ প্রাচীন এবং **সোনাটায় রোদ**
রোদধ্বনি শুনতে পাই বললে লোকে হাসবে
রোদের ডায়রিয়া বললে আরও

এর কোন ওষুধ নেই প্রতিওষুধের মধ্যেও
মুখ ঠোঁট জিভ না নেড়ে গান গাই যেভাবে
স্রেফ মস্তিকে বললেই হল
এজন্য কেউ কেউ জঙ্গলকে বলবে প্রকৃতি যা কিনা সবার জন্য কমন্
প্রতিপ্রকৃতির কথা উঠলে লোকে হাসবে

কবিতা লিখতে বসে লোক হাসাবার কথা নয় জুলাইবারে
খাঁটি নয় তবুও কি আগলে রাখিনি সংসার
রোদ পড়েছে তারে তুমি কাপড় মেলোনি
শ্রবণের শ্রাবণ চক্করে
ডেসিবেলের কথা উঠলে সেন্টিবেল দিয়ে শুরু করো
ধীরে ধীরে পিয়ানোকে পোছ সোনা

১৪-৭-৯৮

৯

পোড়াবরফের দেশে জলের কঙ্কাল দেখে থামি
কাটাহাতের দিকে
যাদুঘর শেষে সুলতার চোখে চোখে ডিমপাতন
ধুতে বসি ঢেউ কলোনির বোতাম খুলে
খুন করি বৃত্তকে বৃত্ত আমাকে খুন করে

কাটা হাত কাটা জিভ কেঁপে উঠি
শান সাবানে নখ ঘষে যায়
গায়ের রোমগুলো পর্যন্ত ক্ষেপে যায়
ডিম যারা খাচ্ছে তারা প্রশ্ন করছেনা
বৃত্ত টোবানো হলে বরফ পোড়ানো হলে
পটলের দাম বাড়লে তাকে আর চিড়তে দেয়না সুলতা
মিছিলের মধ্যে এক রিয়াল মিছিল বাছে তারই দোকানে

হয়তো কিছুই করি না
দোকানে বসে পুড়িয়ে ভিজিয়ে শুধু
সুলতাকে ভাবি

১৫-৭-৯৮

১০

এমন সময় শিশির দুমাদুম হাতুড়ি হয়ে নামল
টোকা দিলেই টোকা
না দিলে মাথায় কুয়াশার অ্যাঙ্গেল
অণুদের বিয়ে ভাঙতে বসেছে যে
দিনের বেলাই বাঘ ডেকেছে
লুদিল আজ মুষড়েছে বিজ্ঞাপন শ্রেণীর

লম্বা লাইন আর লিখতে নারি মন্তাজে মন্তাপের
আছি

সে কি আর হরিণের মতো ক'রে
সমস্ত বাচ্চারাই তো ভালো
আর ভালো আয়নার সামনে তোমার তৃতীয় আয়নাটি
আঁকাবাঁকা চলনের পিছনে বিপদখানি

তোমাকে বলছি
এই আঘাতের শিশির তোমাকে বলছি
সূর্যকেও

২২-৭-৯৮

১১
বারেবারে না বললে জানবে কী ক'রে এগুলো ভালোকথা
এগুলো ছায়াদেশ

আমারো তোমারো মাটির স্রোতে জল ঢেলানো
দেশপ্রেতের বাইপাসে দূররীণিত পৃথিবীর ট্রেন
ফসিলছায়াদের খানিঅনেক মনটুকরোর ওয়াগন
ধোয়াপর্বে কাটাইপর্বে পালিশপর্বে আমাদের
কত গল্প হল আয়চুরি
জীবনানন্দ ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে প্রিয় পরিহাসগুলো
জানবে কি ক'রে

বর্ষাকালে যখন বৃষ্টি পড়ছেনা তখন এক শীতমেশিনের শব্দ ওঠে
এক **মৃত্যু ইকোলজি**
এক সবুজশান্তি নামে স্নাবিক স্নাবিক ক্যাম্প খুলিয়ের চলনে
এবং একদ্বিতীয় দুনিয়াদার পল্লবে পল্লবে
জানবে কি করে এসব স্টেশন বাজারে পাওয়া যেত
যদি থামত ট্রেন যদি থামতো ওম ফেব্রুয়ারী

২২-৭-৯৮

১২
রোশনাই কি আছে
আমাদের বলতে দেরি হলো
মোমভি লেন আভাচারিয়া ফুটেছে বালুকাবলীর গোপনাঙ্গে
স্পার্মের দিগন্ত এখন ভারতীয় মনে হচ্ছে
সূর্যকে এখন ভারতীয় মনে হচ্ছে
গর্ভিত তীর **জলসাগর** সূর্য প্রণাম করো

একটাই তো আমি ও তুমি একই কবিতায় নিষ্পাপ
বাপ
মোমের মা
পায়ে পায়ে বাংলার ঘাস বাংলা জানে না

যেন টেবিল ভগবানে বসেছে ত্রিপুরা-চাঁদ
কোনো মানে নেই বাসে ঝোলা বা ঝোলায় দামি আলুর
পেট্রোলিয়াম থেকে মোম বার করার সময় আমাদের মনে কি থাকে না
পাম্প করি স্পার্ক ওয়েবসাইটে ভাড়াটে বাসিন্দা
জুড়ি গাড়ি সূর্য চালু হওয়ার জন্মে
আঁখ রোশ ও কষ্টে পাওয়া প্রতিশোধ

মুখে যৌন হাসিয়াজলের স্বচ্ছতাম
দু'হাতে তুমি হাউজাপটিয়ে বসেছ সময়তোপে

২৩-৭-৯৮

১৩
বৃষ্টির টেন্ডার খুলি
খুলি পাহাড়ের দেশে পোলপটে ওমনি-রোদের গাড়ি
সারা কান্না আবার কাঁদবে নাকি
হামা দেবে রাই টেবিলে
ফেলে হামি এবং টেন্ডার হাল্লা শুরু হল

পয়সা নেই বললে চলবেনা আর ছিনতাই গপ্পো

সিনেমা ইউনিট খুলে সাজাচ্ছে কত লোক
জ্যামিতিক জল কোপানো সারা অঙ্ক
ঘাসঝলস গানের বল্লীবাঁক চোঙা লেবু চা খাচ্ছে
ঘামরোদ টানা হল গাছের সবুজ প্রতিমায়

এপ্রিলের ক্লোরোফিলে ছুটির বদমাশি ফুউল
কৃত্রিম বৃষ্টির জন্য ট্যাঙ্ক চাপানো হচ্ছে
খুলি পাহাড়ের ওপরে ডিয়ার

টেন্ডারের চাহাল্লা চোখে কাম্বো
খোলা হচ্ছে নিজেদের মধ্যে চেয়ার টেবিল খাম
জলের লোকাস কখনো চাইবাসা কখনো চান্ডিলে

২৪-৭-৯৮

১৪
শারীরিক চিঠিগুলোর ডাক কিন্তু ডাকে না কাউকে
মৃত্যু ইকোলজির মধ্যে অথচ একটাই ফিটিংপ্রিয়
নিশ্ গন্ধ

সুলতা লেখে চিত্রে দাঁড়ানো স্নায়বিক আবহাওয়া
এবং পড়েও চিত্রিত ক'রে পুতুলকলোনির সমাগমে
বিছানায় শারীরিক চিঠি

আমার এটাই ভাল লাগে
এই যে ফাইনাল বুদ্‌বুদের ভেতর আমাদের ফারাক বেড়ে যাচ্ছে
বারবার পাথর এবং আয়না পালটাচ্ছে নাম
মুখ লুকিয়ে সুলতা আমাকে কিছুতেই ছাড়বেনা
কথা আর কি

গন্ধে আমি মশগুল হয়ে শারীরিক চিঠি লিখি

পথ নামিয়ে ইলেকট্রনের **জুলুষকাল**
২৫-৭-৯৮

১৫
জুলুষকালে পাথর ভগবান স্বচ্ছ হ'ল
পাখিডানার পুরোটা হাতে ধ'রে হাতেই লাগানো
ওপর থেকে
পথে পথে
কতখুশির পামপাতা তায় টেক্সচার
পদ্মপাতায় আজামান কঙ্কালবেশ ও পালকগুলো
পড়ছে ভগবান

পড়ছে এমন ক'রে আয়ুরেখা ভাগ্যরেখাগুলো

পাথর যখন তারা যখন ছোটে যখন **শ্মশানমুখী** চুল
বাচ্চারা ধ'রে রেখেছে গ্রামের পথে বালু
বাড়ি করবে ফারাক্কার চাঁদে
পদ্মার ইলিশ নিয়ে রিক্সা থেকে নামছে **মেডিসিন সুশীল**
কখনো পাখির মাংস নিয়ে তামতামানো সুশীল কাহিনী
বাড়ি থেকে কতদূরে পিওনহারা জ্যামিতির ইকোয়ালগুলো
ছোড়া পাথরের বড় সময়ের রেখায় জুলুষকাল

১৭-৮-৯৮

১৬
'কে কবি — কবে কে মোরে? ঘটকালি করি,
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
সেই কি যে যম দমী?...' ('কবি' ... 'চতুর্দশপদী' — মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

উনচুম্বন ঠোঁট

চোখে ওইটুকু পড়ে বিজন বিভুঁই

বরফ সদনের ওপেক দেয়াল রবার্তো ফ্রস্তো
ফ্রেস্কো
যম দমী চোখে শমী স্বর নেই তাই মধু
জানো কী কিছু এই ওই স্বর কানে
চেষ্টা করছি হাওয়া ত্বক পৌঁছতে
খেলা চলে যায় সেক্সে ফোনে তারা জ্যামিতির
বরফ পাতনে ওস্ ওষ্ঠে
কাঠের গাছে কাঠের গাছে চুমকাও শতপদী

উঠছে যে কষ্ট করেছে ভেবেছে আনন্দ
এবং শুয়েছে গ্রামবাংলার কম্ফর্টার বিছানায়
পাহাড়ের খাঁজে তাঁবু হট-রাগ যৌবন চোঁয়ানো
সুলতাকে আমি নামি আমি সুলতাকে

হৃদয়ে এমন করে অন্নপনা
উপরতলের মহিমা কিরণ দেশ **মাইকেল ম্যাডসন**-এর
মিছিলের একদম শেষে কথানাবলা স্বপ্নলোকটির
ব্যাভিয়েরা চাঁদে জবজব করছে শেষ বয়ান

প্রাচুম্বনকে উনচুম্বন লিখলাম মহিমাকে মাহিম
এই মাহিম আমাদের মাইকেলী-করা বয়সকে নিয়ে যাবে
সাগরকে দাড়ি এবং টেবিলকে সুলতাবে
পার্কস্ট্রীট বাগান পথের পাশে দাঁড়াতে বলবে
আমরা যেন পথিক
গোরস্থানে আমাদের ছেলেরা মেয়েরা পথিকানি

তার নাচ নেচেছি তার গানও গেয়েছি মাইকে মাইকে

১৭-৮-৯৮

সাড়াসাড়ি কবিতার সমন পছন

এপিঠ

লুচিশিল্পের পাখনায় একদিন তক্ত করছে পাথর গম্ভীরা
নিরোধ রিমোটকলে ফুলে উঠল অঙ্কুরমানুষ
বালুদেশ
আগুনের অগ্নি রিলেশনে
দৃশ্যকে মিইয়ে যেতে দিচ্ছিনা এত সহজে

আহির ও সীমার পাছা নাড়ি ওনা আকাশতন গানে
ইচ্ছে আমার মানসপন্থী ধানতাড়িং কাশে খেতে বসেছে
দুধের স্বাদ ওং মদে ও বীর্য্যে
জল হয়ে যাই ভীষণ ফিশন হাওয়ানো আলোয় চিলু
পদে পদে বদলা ও হলকায় ওড়া জড়িবুটি পাখনা
ডায়ানার ঝ'রে পড়া অণুগুলো

অফিস ফেরত রান্নাঘর কলেজ বা মেছুনির বঁটি
ভাই অঙ্কুরমানুষ হিসে ফেলি খাই অঙ্কুরটিও
বড় হই বম ভুখানির মিয়ামি চাঁদ সঙ্গে
আবাদে আবাদে রাঁধা ছাতামাথা ভালবাসাখানি

ওপিঠ

রুটির গল্প শুনতে শুনতে লুচিদের বোন
চুপসে গেল বেঞ্চে তার পাশের পার্কে
বসেছে কেউ মুখের কাগজে
মাশরুম ধোঁয়া নাকে মাছভাজা
দুকানে ট্রমবোন দোলে দুলদুল ঘোড়া
পালা-ই-বকরীদ মুখটা দেখি আণবিক আন্তরিক
হাঁফ ছাড়ে অ্যাটম বোমা

আমরা পাব্লিক রুটির বদলে লুচির গল্প
লুচির বদলে বোমার তোমার কি
নাগাসাকির বেঞ্চে বসেছো কেন দেখিদেখি
অঙ্কুর মানুষ হিসি করছে
অন্ধকারেও মিয়ামি চাঁদ দুটো
উথলে চুচি গাইছে ডায়ানা কিং

২৪-৭-৯৮

মুখের চশমা

একটি সরলরেখা হেঁটে যাচ্ছে নদীর ওপারে
অন্ধরঙের জল বোধ হয়
দেশপ্রেত চশমা-মুখর
আমাদের ভুমানা ফুসফুস
মাটি কামড়ে থাকে

শঙ্খ ঢাকি কষ্ট ঢাকি লগবিলগে কাঠ অঙ্কে
শরীর দুললে মনটাও দুলেছিল
আঙ্গুলের বন্যাতম এবং বৃত্ত
দূরে দেখছি সরলরেখাটি ভণ্ডঁর ছাড়ানো

জল এত গভীর এত ত্রাস এত মৃতচ্ছাড়া
গম্ভীর কবিতা আমি চারপাশে দেখতে পাইনা
সরলরেখাকে সরলরেখা বলে ফেলি
শঙ্খকে মুখর শঙ্খথানা
মুখ কোথায়
মুখের চশমায়

২৬-৮-৯৮

রঙীন চোখের মারামারি

দৃষ্টি
ওখার দৃষ্টি
চঞ্চু উকারে ওকারের চোখ বদরা সত্যিই বদ
সাপ্তাহিক সবুজের মধ্য থেকে জিভও এগিয়ে নীলোনা
কাশমাকাশের বাতাস এখন লাংসে
টই টম্বুর টই ওটই টুই

লালঝর্ণার আনচানে পুরো স্নানের শব্দ
পাথালি ও নষ্ট হয়ে চায় পালাতে
আরো তার বর্ষাদশা সদ্য পেরোন
পুরণো খানকির এই তো বেশ
ভূষায় যত্নে ওঠা শারদ যুবকের কাশমাকাশ
আমরা এ পর্যন্ত জানি
যে তার চোখকে বিশ্বাস করলেও কানকে

শহর ও শহরানী বেড়াতে বেরিয়েছে জোড়ে
সঙ্গে তাদের দেশলাই দরজা তরজা বিরামকুপ
সঙ্গে তাদের পিওনহারা ডাক
ডাকের সাজ মাকালী-মন শীমন
সীমান্তের জলনদীদি রক্তনালা লালঝর্ণা
নীল জিভের ওপর সাদা ডিমগুলি তেতে উঠেছে চোখের কোলে

২৩-৯-৯৮

পদ্য আঁকার সময়

সুলতাকে লাগাবার সময় মাটিকায়না বিদ্যুৎ কাজ করছিল
এখন আমি একে ছোটাই কি ভাবে

সে এক চমৎকার সময় চোখ দোলাবেই
লেকট্রন আগুন ও আলো মেলানোর যৌনতুন
সে এক চমৎকার সময়
পাতার পর পাতার পর পাতার পর গাছ বই তোনা

সুলতাকে পেলে আমি মগজের দিক ভুল করি
পাথর দিয়ে পাথরকেই ঠুকতে হয়
মেঘ দিয়ে মেঘকে
মেয়ে

মেয়েদের যেখানে সুনাম যেখানে রবীন্দ্রনাথ এসেছিল
পদ্য আঁকিয়ের গাছপিদিম তলাবার হাওয়া খেয়ে ফেলেছে
কেউ আমাদের খেতে দ্যায় কিনা
কোট খিদে আনকোট আমাকে লাগায় কি সুলতা

২৫-৯-৯৮

মণিকার সেকেন্ডহ্যান্ড বাড়ি

রাত ক'য়ে সূর্য কবির ভেতর সেঁদোয়
আর কবি সূর্যের ভেতর কোন দূষণ পায়না
দরজা বন্ধ ক'রে বাড়ি বদল ভাবলো
হেম ফোঁড় থেমে রইলো
হেমলক
মণিকার তিনটি রোডে ধুলোয় ঢালা শিশির ভাবনা
কারগিল নিয়ে আবেগদতাড়িত সন্ধ্যাগুলোর পর

কবি এখন বাতানো উইন্ডমিল
হাওয়া উঠেছে কলম করা কাগজে
কবি জল তুলছে আর বিজলী তুলছে সারাজীবন
ভোর হলে রোজ মণিকা মাথা থেকে বেরিয়ে স্কুলে যায়

মণিকা প্রথমে মণিকাই
তারপরে সে সেকেন্ডহ্যান্ড বাড়ি
শান্তহল্লাটির জন্য পুষেছে কবিকে

২৫-৯-৯৮

সাইবার্গ

চোখ শোনা আর কান বলা সমের সাইবার
শুরু হয়েছে ছোটবেলার এক অসুখভোলায়
এই গল্পে কবির রবার গাছে বনসাই মাকড়সা
তাড়িয়ে দিলে জালটি তার বাড়ির অলংকার

শ্রমিক হবার পর আমার কাণ্ড ও কারখানা
এমনকি চিমনীরও অগ্রদানী পতন আকাশ কাগজে
আমি দেখিনি রাতের পাংচারে বসা হাতল জ্যাক ছেনি
জেনির কোতলপদে ইন্দ্রিয় ধূনের সাইবার্গ

প্রাত্ ও প্রতীক ভাবতে পারো তাই পা রেখেছি শূন্যে
কলম ভেবেছে কলা ছুরি ও কমলা কোয়ার নদীরেখা
ভাত বাড়তেই জানে, আমি জানি ভাতকে বাড়াতে সেবাসদন ত্বক
চামড়ায় শব্দ লেগে জলের কলেরা

সেকো বিষ শুঁকো ধোঁয়া কাবু করেছে মাকড়সাকে
রবার বাগানের পয়দা রবার দোষ ধরবো কি করে
'ক্ষমা করলাম' মুখের চ্ছটা টুক্‌রো দেয়ালে
হাওয়ার বিনুনীদোল ব্যক্তিগত স্বর্গসাইবারে

২৫-৯-৯৮

বাতাসের বার

কাচের ভেতরে যে ভাঙনের শব্দগুলি ছিল
মওকা জোড়াই পেয়ে তারা সাপের চল্ নিলো একদিন
বেরিয়েও এল চোখের সামনে ঘরদোরে আমারই ঘরদোরে
সাপটি সাদা তোকে আমি পিগমেন্ট দেবোনা
ভীতুর সাবধান দেখি শব্দভিতে শেয়ার নিশ্বাসে
শুনি আসলে শুনি কাচখানা বাচ্চাদের কানে
সত্য সাদা পাপোষ এড়িয়ে চলা
বাতাসের বাঁধে একটা অক্সিজেন-বার পেয়েছিলাম

আমার মঙ্গল শরত তার জাঙ্গলিক গুণ এঁকে চলে
জিভ চলে শব্দ করেনা ভয় কেটে গ্যালো
মালদায় মুর্শিদাবাদে নাটুকে জল আমার ঘুম বরবাদ করেছে
জিভ চললে কেঁপে উঠি, প্রতি-সাপ, কেঁপে উঠি
আকাশিয়া প্রাণীভির খবর কাগজগুলো পুঁতে যাই প্রতি-সর্প নীড়ে

ভাঙে, ল্যাংড়া হয় দূরের সুন্দর চলন
বুলবুলটি উড়ে নাকের সামনে এলে ডজ্ করি ভয়ে
ভেঙে ফেলি অন্তত মনে করি কাচের ঘরগুলি নেই
না কামড়ে পালিয়ে যায় সাপ না ব'লে চিনিয়ে
বাতাসের বার ভেঙে যায় দেখি শালা
গ'ড়ে ওঠা মিথের য-ফলা

২-১০-৯৮

জ্যোতিষী বলল রত্ন ধারণ করো

রুবির আংটি থেকে অ্যান্টির অ্যান্টিকেয় বেশ
বেশেয়ার ভূগোলে ইমোশনাল বৃষ্টি
বরফ টিয়ার্স দানায় সাদানো মুকুট
পাথর থেকে শব্দ ভাঙানো রুবি আমার হাতের মুঠোয়
মিথানো কার্তিক ধনুময়

আমি আমার চোখের দাঁত থেকে আর বেরোতে পারবনা
আর পুরো সাংবাদিক সেই মেয়ে ছাড়া কেউ মরশুমে
ছ্যাঁদা আলোর ঘামে নারঙীন আলো উজালাম হাজার ফুটনোটে
পৃথিবীর গ-করীব টুকরোগুলো দেখবে বুলডোজারের ড্রাইভারকে
এই বেদনা একদিন একদিন চলন্ত খাবার টেবিলে
সুটেবল আঙুল বাদনে

যাচ্ছে সন্ধ্যার মুখে কার্তিকের শব্দরা শব
ভেজা মাঠ ছেঁড়া পোশাক গোপন ভিড়ে
রুবি তবু রা কাড়ছেনা
তোমার বিলগুলো সব মিটিয়ে দেবো সোনা
তুমিই খাবার তোমার আঙুল তুমিই তো আমি

২৩-১০-৯৮

গ্যালারি ফিফটিন

১
ভিস্তি আর ব্যাগপাইপারের চল উঠে গেলে
ময়না কবিতার এই হার্টখানা
অসংগীত আলোর এই নার্ভাসপণ
তদন্ত কে করবে খাওয়াবে জলগান আর
বাঁচিয়ে রাখবে জবাব
জবা
গোলাপ নয় জবা ফুসলে তোলে ডাঙ্গরজরি
লালপথের দম মাছি বসলেও কেঁপে উঠছে

আলো হাওয়া জল মাত্র আর কি চাই
সাইরেন ঢালা হচ্ছে মহুয়ান্বিত স্বপ্নে
লালচি হাল্লায় ওড়া পাশকুড়ার মাঠদিমাগ
ফুলচেতনার ফ্লেম ফ্রেম মাংসরঙের জতুমানুষ
আমার জানালার নিচে জানাল্ হাওয়া জল
ধ্বংসকালীন একটু আলোয় পোস্টমর্টিত কবিতা

২৫-৩-৯৯

২
সবার জন্যই একটা তারা আছে
সান্ধ্য দূরবীনে তা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে
খোকার ম্যাপ বাবার ম্যাপে তখন যুদ্ধ ঝনযোনি
তারা জ্বরানো
আর তো কিছু করার নেই ওশ্ ওষুধের বারান্দা
জোড়া এবং টুকরো উইন্ডমিল
কনফিউশন জোড়ায় না টুকরায় তারায় না দূরবীনে
নাকি উনিশশো সত্তর সালের ম্যাপে

বেরোবার পথে লম্বা ঝর্ণানো সুন্দরী শোনার কান

বলি সুন্দরী হাসি নোত্তর পাদক্ষিণ
ম্যাপ গোটানোর পালায় বাতাস
এই পালা পড়ছে ছাদে তুবড়ে দুঃখভূগোলে
গায়েব ইতিহাস এবং থ্রি হার্টস লম্বা বারান্দায়
একটাই স্তন খোকা
সময় নষ্ট করা বই পড়ছে নিচে

২৫-৩-৯৮

৩
ছবির মধ্যে ব'সে ছবিটাকে দেখব কি করে
আত্মহত্যার ঝোঁক খুব বেড়ে গেছে
বাইরে যাবার

পড়তে দেখি জল কাগজ ময়লা পাতা পর্ণ
রেলিং অনুভূতি একদিন চলে গেল
মনে হল খোকার চোদ্দয় আমি
পড়ার মধ্যে হাওয়া তো আছেই
আত্মহত্যার মধ্যেও
আত্মহত্যার ঝোঁক খুব বেড়ে গেছে

ছেলেটার মধ্যে ব'সে ছেলেটাকে দেখা যায়না ঠিক
মগজের শেষ কোণা কোণঠাসা স্কালে পিঠ
গাছের টপ খাড়া হয়ে তীরে ঠেকেছে
ঘুড়ির লম্বা লেজে বৃষ্টির সর্পিল বারান্দা
গলা খুলে আমার ঠোঁট থেকে দোলনা ঘোসলায়
বোলো হাওয়া আর খেয়ো ঝোঁকগুলো

ছবির নীলবেগেও খোকার আদল
আত্মহত্যার ঝোঁক খুব বেড়ে গেছে
ওই ক'ক্ষর পায়রা আলোর বরং বস্তুয়ানা

২৫-৩-৯৯

৪
বস্তুয়ানাল্যান্ডে এটা দরজা ওটা কবর
মাঝখানে হাওয়া হাঁটার পাগমার্ক
কোষকলানো ট্রেনের উইচিহ্নে মনসুন
মালা গাঁথা হচ্ছে পাহাড় পরিবারকে দেখানোর ইচ্ছায়
বৃষ্টিতে সব আছে ধোয়া পরিষ্কার গানে গানে
গানের ভয়রা মিলে মস্ত এক নিঃশব্দ গান
কেউ গাইছেনা গানের চিহ্নে অরুণাকে মাধবীকে

বাংলার কিনার থেকে শুরু যাক করা
এটা দরজা ওটা কবর বস্তুখোয়ার শেষ পাতা
ভারতীয় মেঘ ঘুরে এল বাংলাদেশ
ট্যুরিস্টের অ্যালবাম থেকে পাগমার্ক নেমে হল বর্ষালিপি
গান গাইতে গাইতে দরজা আর কবর
চোখ খুলছে আর বন্ধ করছে শমে
মানুষের কবিতাই নয় মানুষ থাকবে কি করে

২৬-৩-৯৯

৫
লোক শলাইর বাক্স থেকে বেরিয়ে
বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে পারেনা ঠান্ডায়
ঠান্ডারা ফ্রিজের দরজা খুলে গ্লাসে এসে নামল
গ্লাসরা কাচকারখানায় বাচ্চাদের মুখে মুখে

মুখে আমাদের জিন্দাবাদ নেতাজী কমিশন
হাতে আমাদের গাছের কাঁপা স্কিন
চামড়ায় কি করবো চামড়ায়
গিটারের ঘরবাড়িতে লোকশলাইদের র‍্যাগিং দেখি
দেয়ালে দেয়ালে
ফ্রেমে ফ্রেমে

এসব কথার বানা তার মধ্যে দ্বীপকথায়

গাছেরা দোল খাচ্ছে বাচ্চা টু বাচ্চায়
গ্লাসনষ্ট কুড়োবার চাকরি হুড়োহুড়ি
মজার ভয়ে কেঁপে কেঁপে বাজছে গিটার

২৬-৩-৯৯

৬
সিগারেট খাচ্ছে মানুষটাকে এটা হাসির কথা
শেষ পর্যন্ত গলায় কামড় লাগতে সে টের পেল
যত ওপরে ওঠে ততই সে ছোট হয়ে যায়
সিগারেটও তালে তালে ছোট হয়
ছোট হয় বাঁশিটি
সুর
হাঁফ ধরে

তার হাত পা গুলো এখন দেশের বিভিন্ন স্পেয়ার
পার্টসের দোকানের র‍্যাকে অন্যান্য আরো বিভিন্ন
অনেক হাত পা-দের সাথে
ঠুঁটো সে পুরোটা কাশতে চায়
পাশের গাছের চারতলায় জানলাটা খুলে বুলবুলি
জিজ্ঞেস করে বাঁশিপোড়া ধোঁয়ারা কোথায় গেল
কার্নিসের পায়রাটা বলল গানকে ধোঁয়া বলছ কেন
র‍্যাকের হাত র‍্যাকের পা-রা কোন চিঠি দেয়না
তারা র‍্যাকে রাখা অন্যান্য হাতপাদের লোক হয়ে যায়

বৃষ্টি পড়ার পর লোকটার হাত পা আবার গজাতে থাকে
গলা ভিজে যায় বাঁশির জলে
হাত পারা হেঁটে যায় দোকান পর্যন্ত সিগারেট কিনে আবার ধরায়
গ্যালারি ফিফটিনের বুলবুলিটিকে আর পায়রাটিকে
ডেকে এনে বসায় টেবিলে
সবাই এবং সিগারটেটিও আবার ভোজন শুরু করে

২৭-৩-৯৯

৭
বরফ ভাঙার শব্দকে একদিন গোল মনে করেছিলাম
একদিন আয়ত চোখ
কবিতার এই মজা
কার্টুন বরফটি কখনো গলেনা
অ্যান্টার্টিকায় কেউ তো যাইনি নিদেন হিমালয়ে

তাই আমাদের কোন নদী নেই
পশুপাখি গাছ বা মানুষ আমরা
নদী আমাদের নয় তাই নৌকা লাগে
মাথাতো
তাই বন্যা শুখার মধ্যখানে ছোট নৌকা চলবে

গম্ভীরা পাথর হয়েছে মন প্রতীকীর বরফ
জল চ'লে গেলে চোখের হবিষ্যি
সিধে
আয়তকারে চিতার পালান নদীর দুই কানে
যেমন সূর্য যেমন আমার বাপ মরেছের হোম
কার্টুন গৌতম
নিয়ে যেতো ক্যাসেটে সর্বিটেট জেলুসিল হাতে
দুখী মানুষের দুঃখে যারা মরেছে কবিতায়

২৫-৭-৯৮

৮
শীতমাখানো মুখে পাথার টিপ খুব মানালো
চাঁদের যে অবস্থা পৃথিবীরও সেই অবস্থা ভাই
জলের গাড়ি পর্দা তৃষ্ণায় পড়া আলজিভ
হ্যাঁ হাওয়া মরাদোলনের ওপর

নেহাৎ সূর্য আমদের ছেড়ে যায়না কখনো
আমি তো পথ তুমি হাঁটছো দিনের মোরামে

বাঁ চোখে কার আঙুল নামায় জল
পত্রপাঠের মাইম মাখানো মুখ শীতে প'ড়ে

গুলির শব্দ থামছে ধানের শব্দে তুমি আমি
ডাকবাহকের থলি যেদিন ফুরায় সূর্য ওঠে
এই আমরা সবাই মিলে আলে আলে
লাঙল সাগরে
জলের ফসল বিক্রী জলসায়

১৭-৭-৯৯

৯
এই মেঘ তো মরলো
মাকে মানতো এবং
কেউ বসতোনা কথার ওপর
শুরু তা ছিলনা

চোখ ছেড়ে পড়াহীন আলো
বাঁচার ওপর মরার ওপর খেলা চলছে
আমার মা'র কথা বলছিলাম টারমাকে দাঁড়িয়ে
সমাআনে এলো খাবার দাবারও কিভাবে
ফুলরথ প্রচণ্ড চাপে আমাদের জন্য হালকা কাগজ বানায়

শব্দচারণ কারগিলে এক জিপসী বন্দুক
তাক করেছে থাম থালানো যান্ত্রিক ছবি
হাসতে হাসতে ধুয়ে খেয়ে ওঠার পর
বাই ২০০০ সনবোনেরা আমাকে থেকে আমাকের
গড়ে তোলা খেলনা কবিতা

১৭-৭-৯৯

১০
আমরা চড়ি আর পাহাড় আমরাই
আমরা ঝরি যেন আমরা ঝরণাই
আমরা আমরা আমরা ছিলাম

পতন বায়ু আর উড়ান বাতে
গ্লাস ওঠালে গান হয়
উত্তর স্বরে দিক
ওই দিকে অব্যয়ের সীমানো পাখি
পালানে জিতি কাঠের সূর্যদোলনা

আমরা আমরামাইন পথে উইদের দাঁত মাজনের মাটি
অক্ষর ঝাড়াই করা হচ্ছে মাটি থেকে
ঢেউরা সাঁতার কাটছে
মিহি ভাগাড়ে
ফাটবে বলে লোকশলাই খুঁজছে মরণগুণ
গান হচ্ছে গানান আর ঢেউ চেনে না প্রায়
আমাদের চড়া আমাদের ঝরা কি আর কোথায়

১৭-৭-৯৯

১১
দেখা আকাশ হারিয়েছে পাখিপ্রায় বাতাস টুকরোটি
যখন আমাদের কথা ভাবো
পাখিদের দিকে কেউ ঠেলে দিল তিন মাত্রা রং
অসম হাল্লা ও পাখিবিজ্ঞান

তুমি চেহারা
কায়দা
জেরিক্যান
আলোত পেট্রলবিন্দু দেখায় ফেরা
আশনা কূপের জেরিক্যান ফটো

গ্যালো গিয়াও পুরুষ সঙ্গীত

ডাকা যাক উদ্বাস্তু ভগবানকে
বন্দুক ভগবান
ফাজি ভগবানের ভিড় হাসি
মৃত্যু ও জীবন

বাবা ও মা
খুনের মতো
খুনগ্রস্তের মতো
বলেছিল গোল্লায় যাও আর পর্দা সরাও

১৭-৭-৯৯

১২
যে বপনমর্ম থেকে নাড়ী ও ডাল
ইয়ারটি ভাত হয়ে উঠছে
আর্দ্র
ঘাম
যখন খাওয়া-ই যত ঝামেলার
ঝান্ডা খোয়া চাষীদের বাঁশ যায়

যাবো কি আমরুদওলা
ভেঙে পড়ার পরিচ্ছন্নে ভাঙা পরী-টুকরো
কেরানী পাখি বসেছে শান্তিময়ের দরজায়
তোমার কলিং বেল বাজছে
পেটে পেটে স্বাধীন কৃমির হ্যাঁচোড় ডাক
হাসিমুখ বাচ্চাটিয়া
আমরুদওলার গোল জ্যামিতি হয়না কি

বোরোর জন্য জল যখন এলইনা
যখন খালিপাখিকে ছায়াভরানো তুক

ওপর আরো ওপরের দিকে অগভীর
নদীতল ভালো বিছানা হল যার
পতাকা এখন চাবুক হয়ে ঘাম শুকোচ্ছে
কাজ নেই তো রায়ট লাগা ক্ষিদের পাশূখিন্ন
খাবার দিন মনে ক'রে দাগিও

২১-৭-৯৯

১৩
কাচে সুলতার ভাঙা পিয়ানোচল
তারপরে তার একটু ভালোগুলোয়
গানব দরিয়া কুম্ভরাশি ও শূন্যগণ
কবিতার মাত্র সীমানা আঁকা কবিতার ওপরে
আজ মহড়া বৃষ্টি-উঠছের
ছমছম হাওয়ার আস্তরণ শিহর সুলতায়

ঠোঁটে অন্যগান অজানা লোকের শহীদ
স্বপ্নচুরির মজায় দাঁড়ানো পথ
বৃষ্টিয়ানা উনুনমুখ গাসং মাটাল
ঘরভরা খালভরা খা খা সুলতা
তোমার নাকি আছাড় পাছারে মনের কথাভি ষণ্ণ
তোমার নাকি বইমূক কীট শুককীট আমায় বলনি কেন

গ্লাসে তার চমকে ওঠা গভীর শ্বাস
যতক্ষণ অক্সিজেন ঢাকা সুলতা সে
তার চিরহরিৎ বাঘ রইল সাক্ষী

২১-৭-৯৯

১৪
একটা ঘরেই সাতম্ তল খুঁজিনা!
চোখে শান্ত ঘরগ্রহণ
বাংলায় এমন জলপনানো কুয়ার মিতির ডাক
ওড দেয়ালে ছবির ভগ্নাংশ থেকে বেজে ওঠা চাঁদলেশ
কণ্ঠায় ছয়টি তল উত্তর থেকে শুরু

এই ভগ্নটির তীর জল ও ধনুক
তোমার মুখে আঁকা
বেঁকে যাচ্ছে আলপথে অভিড় দৃশ্যমুখর

এতো স্বচ্ছ তবু ছায়াচেরা চেয়ার সরানো শব্দ
মাঝে মাঝে ধানের বাড়ি গানের অধুরা
নেই তবুও সাতম্ পার্টিসন
হয়ে রইল চোখের বাই কান্ত হয়ে
খোঁজ নিখোঁজ ও সান্ধ্যবায়ে
টেবিল সাজিয়ে

১২-৮-৯৯

১৫
পাড় লাগানো কাঁথায় আমরা শুয়েছি নিষ্পার
কী চাঁদমারি কী স্বপ্নমারি গাছের বোবা
জন্মেছিল গাছের গ্যালারিতে
এ তো তার নিত্য কথা
বলেছিলামও
যেদিন টলতে টলতে মৃত্যুগুলি একটু শিশিরে
ছেঁড়া ঝান্ডায় পতঝরে ব্যাক গিয়ার লাগানো

জল লুকিয়েছিল চোখ
চক্ষুরা
বাসহীন শরীরের এই ঘোড়ায় আমি বসিনা

গাছের ডালে আর ডালময় পাতে
বাড় বেড়েছে
কসে টান মেরেছে স্বপ্ন সেলাই স্বপ্নরিফু যা হোক
আর পারছিনা শুই
বালিকাশীত ভুঁই আর গাছের আদলে

১২-৮-৯৯

১৬
সময়শূন্য মনে যেদিন বৃষ্টি এল
গোপনাঙ্গ শরীরঘড়ি অ্যালার্ম
কলিং বেল বেজে উঠল অতিথি বানার
সবজি ও গাছ ফুটছে কড়াই রোদে ফুলফাম
জল সইতে শহর ভাসা ঘামের ঝিলমিল
সুলতার রিলেশনে পায়চোখ তোয়া

তাসের বা তাসের দেশে ফুটেছে আগুনকুঁড়ি
বন্যা তো বেরিয়েছে থামবে বলে ফুটানীর
আলোয়
আমি ও গাছের বিজনরীল
লাইট শব্দে গড়ি মসি-কে-মসী ধানের শনশনে
ময়লা মাংস কাঠ কপাল সবই আছে
আছের মনে বৃষ্টি পড়ে পড়ে

১৩-৮-৯৯

১৭
এ যাত্রায় এই জিপসী পাখির পার্লামেন্ট
জিপসাম আমি কখনো দেখিনি জিপসাম পাখি তো দূর
সুন্দর আর পাহাড় কাটা সুলতার উকো
কত কথা ঘুরে বেড়াচ্ছে
থাকছেও

বাহকদের লাশ নামানো কাঁধের মৃদু কাও
আমাদের ফোয়ার খোঁজা বহুদিনরা
সুলতা চিতা তালিকান্নার হে বয়স্য সিটি
বেজে উঠতেই বারান্দাটা ভেঙে পড়ল
শূন্যেই তো পাখিদের ওঠা পড়া উড়াল জ্যামিতি
বাড়ি নেই তাও ফিরতে হবে

মিগও ছিল চিলও ছিল
আম সারানোর ওষুধ খেয়ে ও লেংড়ে
পদ্য মাসের দেশ-আ-দেশ বাচ্চাদের পয়সায় পাড়ি
চাঁদ পারলা
পিপারমেন্ট
সেন্টার ফ্রেশ তাম্বুলীনের ঢাকনা তোলা
মাটিতে ব'সে যাত্রা দেখার স্মৃতি
সুলতার বনেটেও
চলা না চলা পাখিরা জেগে উঠছে বাজার শেষে

বিস্ময় ও অদ্ভুত এক সমাধি গাড়ি
উলঙ্গ লঙ্গরে এসে খুল্লছায়া ছাল্ল কান্নাকাটি

১৩-৯-৯৯

কবিতার নোটেশন

১
স্বপ্নের বাইরে পা রাখছি
কারঅন্ধ মর্ণ মোচনশব্দ
রাতারপোষী এক স্টেশনের ভোরুণ স্বপ্নকার
জেবরার ঝলকঝলায় শান্ততায়ী সাইরেনে
চিরমুখ চীর্ চেরাই ফোটোর বিছানা
পোষা-নিশ প্রামের ফাঁকফোকরে
খুঁজছে আপনাছায়া সহসা অ্যালার্ম
দলমা ঘুম ঘুমিয়ে হেঁসে লে
স্বপ্নের বাইরে পা রাখছি

আর মুখ ফুলভয়ে জীবন ভোরে
আর মুখে কপর্দক শিকড়সালার মাট্টিম
জীবনীগন্ত আস্তাকসোভো কারাভান
নাভি নাচুনীর ছুড়ে দেওয়া ওমযুগ
রাত রাতার বাই বাই করা ট্রেন ঘুরিয়ে বলা
বাইরে পা রাখছি

কড়োর চোখ চোখাওনো
রীলকে রীল-এর আস্তাকুঁড়ে
স্বপ্নশালায়
মচকাদেনায় ব্রাভঙ্গী
ব্রায়ের ভেতরে ঢুকছে
রণ ঢুকেছে স্বপ্নে আর তাড়িয়েছে ভোরুণকে
স্বপ্নার এই মৃদুকলানো শীতলপাটি
স্বপ্নার এই জামদানী মুক্কার
পাএযু অন্ধকারে কেমন যেন একটা কম্পাসভাব

২১-৪-৯৯

২
পিপিলকার চলনদাগ গাইছো তুমি
গাইছো হস্তমাইল সময়রবিয়ো গাথা
ঘড়ি কি ঘড়ি গাও ফক্কা দৌড়
ভলক্ মদিরা পাখির পাখিরা
প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর্কিতিদীন ধায়

রেখাগারে বন্দীশে মাড়াই হচ্ছে গা-ধানী সঙ্
উঃ শালা রোদের মা বাপ ভিশন পারে
কঠিন কবিতা গল্প ব'লে মউখন
মই পড়েছে পাতালহাসে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রাণযাওয়া দেখি

স্টক এক্সচেঞ্জের মাথায়
এখানে থামি
শ্মশানের কথাগেট হাসি
এখানে থামি
বৃষ্টির পনেরো দিন নিছক শব্দ
আর পন্ন গানে

২১-৪-৯৯

৩
ভোরে ওঠা বৃষ্টি ময়রেখানো বুকাগ্রায়
এখনো উঠছে
গন্‌গন্ মাধ্যম টুঁটি মাটিনা বালিকা
শুকনো ফ্রক কাপড় কাচার এখনো
পরেও
গ্রায় বৃষ্টি উঠছে

আগরা এ
আগারাই ঘরের ভেতরে
আর ঘর খুলে যাচ্ছে তোমার মনে কি পড়েনা মাস্তুল

মনে পড়েনা খেয়েছিলে নেমতন্ন
ঘুম ভেঙেছিল মাঝরাতে আর বুক দলবলে আমার হাতে
কিছু তো নেই
বরফ জল ভেপার
কাচা কাপড় ঘ্রাণ মিশুকের নেকার বোকার
সংসার করতে করতে জ্ঞানী হলে
জ্ঞান বৃষ্টি হয়ে গেল
বৃষ্টি উঠল দূরে চক্রবালে
ছড়িয়ে পড়ল চ্ছটায়
মেয়েকোয়েল ডাকল নাকি একটা গণমাধ্যম ফাটলো আগরায়

২২-৪-৯৯

৪
অব লো দলচোর কোয়াল কর মি ভাই এজরার পাউন্ড
অচেনা ভাষায় ফলকের ওপর হলুদ আলো
জানাশুনো হকারদের কবিতাবাদ জংশন
গানোগ্রাফি শেষ হয়ে যাবার পরের টাইপশব্দ পোড়া কানে
মিল ও মিছিল বাদে কমলাকে ছিল
কুসংবাদের চারপায়ে
সংগানে চলেছে চিতায় চেপে এজরাধুলোর প্রিজমটি

যতদিন বেঁচে ছিল গিনিপিগটি
ন্ধকারে কাটা ছেঁড়া খানা খিনানা ক্যান্টো
প্রেমে আতঙ্কে তার পাদাগ এইসব
পরীক্ষার খাতাগুলো দুপয়সা চুরণের জন্য বেঁচে গেল
স্কুল ফুলগেটে

গিনিপাগুয়ারে
যাবো ত্রিসীমারে গুণবারি শনিচারি
আততায়ীটির তবে কি হল জানোনা

জানোনা দাঁড়ায়কে মেয়েকোয়ালের শিরদাঁড়া
কবিতাবাদে কবিতা নামের কলদস্যি ব্দমিথ

২২-৪-৯৯

৫
মানুষ নবন গাঢ়হম সৃম আমা আমাতোমা
আবারকী আমলকী মনে করো ঘামাও
সংগান প্রসঙ্গে আমাদের মধ্যে আমাকে
বাতাসা জলবেদম সাইবারঘন
খাও আরামের র‍্যাম ভেড়া উলরোজ
ওয়েবের চেয়ার থেকে গানতোড়া ছবি হ্যান্ডশেক

চিয়ার্স ষাট স্লাট স্লাট মনে কি পড়েনা
মেঘ না হয় নেই
যাদুঘর থেকে দেখা আকাশের বিপন্ন ক্ষেতগুলো
ধরো ভাড়াটে পায়নি
মুনিষ গায়ক নিশাচর পাখি
যে আমাকে রোজ ঘরে পৌঁছে দেয়

আসন্নর ন-ফলা বোঝনা পাশে বসে
বৃষ্টি নবনী নোট নোটেশন
জোয়ারের দুধের টাই সর্বগানের ঘাম
জন জেনোয় সেই উত্থানে
জলফুলী নদীটির হঠাৎ সারেগামানো

সৃমকে হলুদ মাখিয়ে চান করিয়ে নতুন কাপড়
কবিতাপানির হোমওয়ার্কে একটা-বাজা ছোঁড়া
ভাতখন্ন অন্ন নাসালো দশ মাউস মীড়
চির্বুজুম সুলতার মন্দচিৎ টাকুম চাকুটা

২২-৪-৯৯

কবিতোরিয়া

সূর্যডোর
লিখে ক্রিয়াপদে তাকিয়ে থাকি
সুইচ দরজা এবং কবিতা ক্রমশ গরম হয়ে উঠছে

টিমাটিম হাফটিম কোথাও দিয়া হাসতে পারছেনা
সখালীনের কোইফিসিয়েন্ট সখা
অন্ধবাতাসে আলোচুরগুলো
সমস্ত সত্যি হয়েও দ্যাখো জড়িয়ে পড়ল সহচিহ্নে
দিন না গেলে বলবো কি করে
কাটার পরেও বাহুর ইচ্ছে হয়ে ওঠা সল্‌তে
অনুপান করায় বিস্ফোরণ
বিজ্ঞাপনে অচানক রোদ
চোখ দরজা এবং কবিতা ক্রমশ গরম হয়ে উঠছে

দৃশ্যের ব্যক্তিগত স্নায়ুগুলি হারিয়েছি ব্রাশের আঘাতে
তরঙ রঙের গানানে এরা জল
এবং নোটেশনে

আজ সূর্য অনেকটা ভাল হয়েছে
ছাঁদগরিব পায়ে হিজড়েদের জামায় গমশীল বুরুনাকায়
যউনধর্মী কবিতোরিয়া ফুটেছে সারা গায়ে
মলম বাহুকাট্টা কবিতা ক্রমশ গরম হয়ে উঠছে

১৩-৯-৯৯

পূর্ব প্রকাশিত বই

কবিতা

সুখের কালক্রম ও সমুজ্জ্বল দুঃখ (কৌরব), মায়াবী সীমূম (কৌরব), সৎকার (কৌরব), হাশিস তরণী (কৌরব), আয়নশব্দ (কবিতা ক্যাম্পাস), গিনিপিগ-একটি তথ্যচিত্র (কৌরব), মুখস্থ ডালিম (কৌরব), লু (কৌরব), এঃ লুলু (কৌরব), কবিতা চালিসা (কৌরব), আলখাল্লার জেব (নতুন কবিতা), মায়াবী হাশিস (কৌরব), বোরখাল্যান্ড থেকে (নতুন কবিতা) মাউসনামা (কৌরব)

উপন্যাস

মাটাম (কৌরব), এক ভারতীয় শীত (কৌরব), উদোমডাঙা (কৌরব) তিন এক্কে তিন (উপন্যাস সমগ্র, কৌরব)

গল্প

জিন্দাবাদ খালকো (কৌরব), ব্যক্তিগত গদ্য (ভাষাবিন্যাস)

প্রবন্ধ

আমার সময়ের কবিতা (কৌরব), অতিচেতনার কথা (২য় সংস্করণ, কৌরব), কবিতার ভবিষ্যৎ (কবিতা ক্যাম্পাস), ব্যক্তিগত গদ্য (ভাষাবিন্যাস), কবিতার অধিকার (নতুন কবিতা)

অনুবাদ

Guineapig (Self, Kaurab), গণ্ডগ্রাম (ডাঃ রাহী মাসুম রজা - N.B.T.), রঙ্গভূমি (মুনসি প্রেমচন্দ - N.B.T.)